উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৯০৪.৭০ (+৩৫৫.৯৭)
নিফটি : ২৫,১১৪.০০ (+১০৮.৫০)

২৭ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 117

‘শান্তিদূত’ সুশীলা

কাঠমান্ডু এখন ধ্বংসস্তূপ। এমন আবহেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুশীলা কার্কি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল। শুক্রবার রাতে শীতল নিবাসে।

কাঠমান্ডু, ১২ সেপ্টেম্বর : রক্তস্নান সেরে শান্তির পথে এক পা এগোল বুদ্ধের দেশ। কেপি শর্মা ওলির উত্তরসূরি হিসাবে শুক্রবার রাতে নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন সুশীলা কার্কি। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর জেন জেড-এর বৃহত্তম গোষ্ঠীর পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা সুশীলার নামেই বৃহস্পতিবার রাতে সিলমোহর পড়ে। শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ কাঠমান্ডুর রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল নিবাসে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল।

রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্যাবিনেট ঘোষণা করা হবে। জেন জেড আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে, প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হতে পারে। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব কিরণ পোখরেল জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুপারিশ মেনেই রাষ্ট্রপতি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

সূত্রের খবর, এর আগে রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউএমএল-এর নেতা ওলি, মাওয়িস্ট সেন্টারের চিফ পুষ্পকুমার দাহাল (প্রচণ্ড) এবং নেপালি কংগ্রেসের নেতা শেরবাহাদুর দেউবার সঙ্গে বৈঠকে বসেন সুশীলা। সেখানেই তিনি জানিয়ে দেন, প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে দুর্নীতির তদন্ত এবং গণ আন্দোলন প্রতিরোধে পুলিশের নির্মমতায় ২০ জনেরও বেশি আন্দোলনকারীর মৃত্যুর তদন্ত চান তিনি। এব্যাপারে তাঁর হাত-পা বেঁধে দিলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আগ্রহী নন। সুশীলার শর্তে দেশের রাজনৈতিক নেতারা খুব একটা সায় দেননি। কিন্তু কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ এবং জেন জেড-এর বৃহত্তম গোষ্ঠী তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী চাওয়ায় তাঁদের আপত্তি আর ধোপে টেকেনি।

বুধবার পর্যন্ত জেন জেড-এর পছন্দমতো পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এগিয়ে ছিলেন ৭৩ বছর বয়সি সুশীলাই। তারপরে অবশ্য পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে নাম উঠে আসে কুলমান ঘিসিংয়ের। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কুলমান নেপাল ইলেক্ট্রিক অথরিটির দায়িত্ব নিয়ে দেশের ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সমাধান করেছিলেন। দেশকে আলোর পথে ফেরাতে জেন জেড-এর একটি গোষ্ঠীর পছন্দ ছিলেন তিনিই।

সুশীলা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই তিনি দেশে সাধারণ নির্বাচন করার পক্ষপাতী।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

নৈরাজ্যে বিপ্লব হয় না, শুধু ক্ষোভেও নয়

গৌতম সরকার

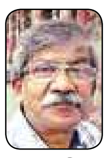

কিশোরকুমারের গাওয়া গানটা মনে আছে? ... পুতুল নাচের পুতুল হয়ে/ নেচেই শুধু গেলি/ মনকে শুধা নাচার ফলে/ জীবনে কী পেলি...।

নেপালের দিকে তাকালে গানটার অর্থ নতুন করে কানে বাজে। বাংলাদেশও তারুণ্যের বিদ্রোহ দেখেছে। কিন্তু নেপালে নবযৌবনের জোয়ার নতুন মাত্রা পেল জেন জেড শব্দের ঝনঝনানিতে। কাঠমান্ডুর উদ্বেল চেহারাটা দেখে ভারতে, এই বাংলায় কত আকুতি শোনা গেল, এখানে কবে? এখানে কবে?

শুধু মতবিরোধ নয়, কোন্দল চরমে। বিপ্লবের কান্ডারিরা এখন যেন নৈরাজ্যের সেনাপতি।

এরপর বারোর পাতায়

অশান্ত মণিপুরে আজ মোদি

নয়াদিল্লি ও ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর : হিংসার আগুনে জ্বলছিল মণিপুর। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছে ২৬০ জনের। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা অনেক বেশি। সেই হিংসা শুরুর পাক্কা ২ বছর ৪ মাসের ব্যবধান শেষে শনিবার অশান্ত মণিপুরে পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে কুকি ও মেইতেইরা খুব একটা উৎসাহী নয়। বরং মানুষ যে কেন্দ্রের আচরণে সন্তুষ্ট নয়,

এরপর বারোর পাতায়

জমির জন্য পিসিকে খুন

ভাইপোর যাবজ্জীবন, সহযোগীরও জেল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর : সম্পত্তির লোভে পিসিকে খুন করেছিল ভাইপো। এরপর প্রমাণ লোপাটের জন্য স্থানীয় এক তরুণের সাহায্যে পিসির দেহ মাটিতে পুঁতেও দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের কয়েকজনকে সে কথা জানাতেই ধরা পড়ে গিয়েছিল শিবা হেমব্রম। গ্রামবাসীরাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। ছয় বছর পর তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ শোনালেন মালদা জেলা পঞ্চম দায়রা আদালতের বিচারক মনোদ্বীপ দাশগুপ্ত। খুনের প্রমাণ লোপাটের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বর্মা হেমব্রমের বিরুদ্ধে সাত বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সরকারি আইনজীবী হুমায়ুন মিয়াঁ বলেন, '১৬ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচারক শুক্রবার শিবাকে খুন ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে এবং বর্মাকে প্রমাণ লোপাটে সাহায্যের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। খুনের মামলায় শিবার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য শিবা ও বর্মাকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

২০১৯-এর ১৮ অগাস্ট খুন হন হবিবপুর থানার গোপালপুর এলাকার নীলমণি হেমব্রম (৬০)। তাঁকে মাথায় বাঁশের আঘাত করে খুন করে তাঁর ভাইপো শিবা। ওই রাতেই ভ্যানে করে মৃতদেহ এলাকারই একটি খাঁড়ির পাশে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেয় দুজনে। কিন্তু তা গোপন রাখতে না পেরে ঘটনা শিবা জানিয়ে দেয় স্থানীয় প্রেমা চৌধুরীকে। পরদিন সকালে প্রেমার বাড়িতে গিয়ে ঘটনার কথা জানতে পারেন নীলমণির প্রতিবেশী মোনা মার্ডি। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা শিবাকে আটকে রেখে থানায় খবর দেন। ১৯ অগাস্ট দুপুরে হবিবপুর থানায় নীলমণিকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করা হয় প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করা বর্মাকেও। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে পিসির জমির দিকে তার নজর ছিল দীর্ঘদিন ধরে। পিসি মারা গেলে জমিটি তার হয়ে যাবে বলে ধারণা ছিল শিবার। সেকারণে পিসিকে খুন ভাইপোর।

প্রমাণ লোপাট

- সম্পত্তির লোভে পিসিকে বাঁশ দিয়ে মাথায় মেরে খুন ভাইপোর
- প্রমাণ লোপাটে পরিচিতর সহযোগিতায় খাঁড়ির পাশে দেহ পুঁতে দিয়েছিল ভাইপো
- ১৬ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে দুজনের বিরুদ্ধে শুক্রবার শাস্তি ঘোষণা আদালতের

Recruitment Notice

Memo No. 4936 Dated: 11/9/25

Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Lab Technician (NPNCD), Medical Officer (RKSK), Medical Officer (Blood Service), Dental Hygienist (NOHP), Dental Technician (NOHP), NRC Attendant (Only Female), Counsellor (RKSK) (RMNCH+A), Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor(STLS) (NTEP), Senior Treatment Supervisor (STS) (NTEP), Laboratory Technician (NTEP) and Tuberculosis Health Visitor (TBHV) (NTEP) under District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফানডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৫-২০২৬

জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা জুনিয়ার সায়েন্স

সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের ভারতীয় পদার্থবিদ্যা শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি) তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রমের অনুরূপ ন্যাশনাল স্ট্যানডার্ড এক্সামিনেশনে (এনএসই) (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) উপস্থিত হতে হবে। যেটি ২০২৫ সালের ২২শে এবং ২৩শে নভেম্বর সংঘটিত হবে।

এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন করা এই কার্যক্রমের অনুরূপ ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ রূপে গণ্য করা হবে।

নিবন্ধিকরণের জন্য ঃ-
এনএসই : https://www.iapt.org.in (২১শে অগাস্ট থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫)

আরও বিশদ বিবরণের জন্য :- https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in-এ পরিদর্শন করুন।

CBC 48143/12/0008/2526

পুজোর মুখে বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা

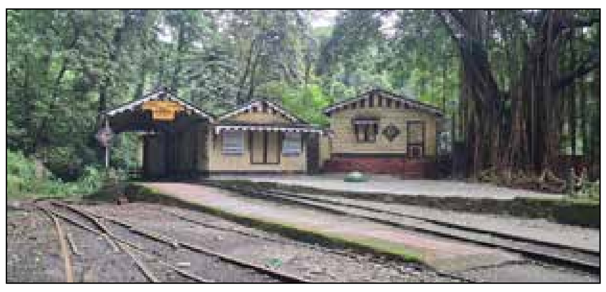

টয়ট্রেন বন্ধ, শুনসান রংটং স্টেশন। ছবি : সূত্রধর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের পাহাড়ে ধস। পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং রুটের টয়ট্রেন পরিষেবা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ট্রেন চালাতে আরও অন্তত তিনদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। তাই শুক্রবার থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। ধস সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে অগ্রিম বুকিং। টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল। লাইন মেরামত করে ১৫ তারিখ ট্রায়াল রানের কথা। সফল হলেই ১৬ তারিখ থেকে ফের পাহাড়ের গা বেয়ে খেলনাগাড়ি ছুটতে শুরু করবে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'ধসের কারণে ট্রেন বাতিল করা হল। সব ঠিক থাকলে ১৬ তারিখ থেকে ফের চালানো হবে।'

বর্ষায় পাহাড়ে ধস নামা নতুন বিষয় নয়। চলতি বছর পুজো-পর্যটনে গুরুত্ব দিয়ে পর্যটকদের চাহিদা মাথায় রেখে নতুন তিনটি জয়রাইড চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। পুজো খানিকটা এগিয়ে এসেছে এবার। অন্যদিকে, এখনও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার রাতে রংটং থেকে তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক জায়গায় ধস নামে। টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধস সরিয়ে লাইন মেরামত করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে সময় লাগবে। ওই সময়কালে পরিষেবা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উৎসবের দিনগুলোতে এধরনের সমস্যা তৈরি হলে পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, বুকিংয়ের ব্যাপক চাপ থাকে সেসময়। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে বিশেষ দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। দলটি ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে। ধসে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব লাইন মেরামতের জন্য তারা কাজ করবে। দুর্গাপুজোর পর দীপাবলি, বড়দিন এবং বর্ষবরণেও বিশেষ দলকে কাজে লাগানো হবে।

শিশু বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : বাংলা ও সিকিমের শিশু বিশেষজ্ঞদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন 'উত্তরকন ৩.০' অনুষ্ঠিত হল নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে। আইএপি শিলিগুড়ি এবং বেঙ্গল সোসাইটি অফ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজির সহযোগিতায় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিকিম এবং আশপাশের জেলাগুলির প্রায় ৪০ জন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু নেফ্রোলজিস্ট, শিশু সার্জন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্টদের মতামত, গ্রুপ আলোচনা করা হয়।

সুমন্ত্রকুমার রাউত, আইরিন দে ও নূপুর বৈজালের নির্দেশনায় এবং শ্রীময়ী কুণ্ডু, মঞ্জরি থাপা, বিডি সিং এবং মণীশ মাধবের সহায়তায় উত্তরকন ৩.০ জ্ঞান আদানপ্রদান, নেটওয়ার্কিং এবং পেশাদারি সংস্থার জগতে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

e-Tender Notice
Matiali Panchayat Samiti
Matiali:: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/11/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission: 26-09-2025 upto 12:00 hours . For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
The Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

ক্যানসার চিকিৎসায় নয়া দিগন্ত রুবির

নিউজ ব্যুরো, ১২ সেপ্টেম্বর : রুবি জেনারেল হাসপাতাল তিন দশক ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। পূর্ব ভারতে প্রথমবার ভ্যারিয়ান টরবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর (ভার্সন ৩.০) রেডিওথেরাপি মেশিন এবং উন্নত ইক্লিপ্স ভার্সন ১৮ প্ল্যানিং সিস্টেম কয়েকমাস আগে চালু করেছে রুবি ক্যানসার সেন্টার। এবার সেখানে কলকাতার প্রথম ডিজিটাল পেট সিটি স্ক্যানারের উদ্বোধন করা হল। যেখানে পাঁচ মিনিটে স্ক্যান করা যাবে। ২.৯ মিমি টিউমারও শনাক্ত করা যাবে। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমল কে দত্ত বলেন, 'এই প্রযুক্তিতে সাধারণ ক্যানসার স্ক্রিনিং যেমন প্যাপ স্মিয়ার, ম্যামোগ্রাম, লো ডোজ সিটি চেস্ট স্ক্যান, কোলোনোস্কোপি ও পিএসএ টেস্টের মাধ্যমে ক্যানসার চিহ্নিত করা সম্ভব।'

হারানো-প্রাপ্তি

আমি শান্তি রঞ্জন সরকার, ঠিকানা- উত্তর চেচাখাতা, পো: আলিপুরদুয়ার জং, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার কন্যা সোনালী সরকার-এর SC সার্টিফিকেট (No- 1232/APD-1) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9609931806. (C/117081)

স্মরণে

রাধেশ্যাম বণিক, আজ ২৪তম প্রয়াণ দিন, অশ্রুনয়নে ভারাক্রান্ত মনে, তোমার স্মরণে শত শত প্রণাম। তুমি আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, তোমার প্রেরণাই আমাদের চলার শক্তি, আশীর্বাদ রেখো। বণিক পরিবার, রবীন্দ্রনগর, শিলি (C/118247)

সংশোধন

১২/৯/২০২৫ তারিখ উত্তরবঙ্গ সংবাদে ২য় পাতায় তুফানগঞ্জ পৌরসভার কোটেশন নোটিশ এর শেষ লাইনে ভুলবশত & web portal http://wbetenders.gov.in ছাপা হয়েছে তা বাতিল করা হল। চেয়ারম্যান। (D/S)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের রাজমহল (আরজেএল), নাথনগর (এনএটি) এবং নিমতিতা (এনআইএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-১০-২৫

ক্রমিক নং., লট নং, স্টেশন নিম্নরূপঃ **(১)**, পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪, রাজমহল **(২)**, পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, নাথনগর **(৩)**, পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, নিমতিতা **(৪)**, পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিটি-৭৪-২৫-১, রাজমহল। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৩.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-169/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
GOVERNMENT OF INDIA
আয়কর বিভাগ, প্রধান আয়কর কমিশনারের কার্যালয়, শিলিগুড়ি
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, SILIGURI,
আয়কর ভবন, পরিবহণ নগর, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০, পশ্চিমবঙ্গ
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL, E-mail: siliguri.pcit@income tax.gov.in

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
PUBLIC NOTICE

শ্রী দীপক নাগাসিয়া, এমটিএস, যিনি প্রধান আয়কর কমিশনার, শিলিগুড়ি কার্যালয়ে ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে কোনও প্রকার অনুমোদন ছাড়া অনুপস্থিত রয়েছেন। যাকে বারংবার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কাজে যোগ দেননি।

Shri Deepak Nagasia, MTS, posted at the office of the Principal Commissioner of Income Tax, Siliguri, has been absent without authorization since July, 2020. Despite repeated show-cause notices, he has not resumed duty.

তাকে এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ১২(২) এর অন্তর্গত সিসিএস (ছুটি) এর ১৯৭২ সালের নিয়ম অনুসারে, তিনি যে ইস্তফা দেননি তার কারণ দর্শানোর জন্য তার একটি উত্তরপত্র নিম্নে স্বাক্ষরিত কর্তৃপক্ষের কাছে ২২.০৯.২০২৫ তারিখ বা তার পূর্বে জমা দিতে হবে, অন্যথা কোনও প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ না দিয়ে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নেবে।

He is hereby directed to explain why he should not be deemed to have resigned from service under Rule 12(2) of the CCS (Leave) Rules, 1972. His reply must reach the undersigned on or before 22.09.2025, failing which further action will be taken without any further notice.

Sd/-
প্রধান আয়কর কমিশনারের কার্যালয়, শিলিগুড়ি
Pr. Commissioner of Income Tax, Siliguri

অ্যাফিডেভিট

গত 11.09.25 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Majidul Islam থেকে Majidul Hak হল। (C/117082)

I, Nirmalendu Sen, residing at Station Road, Jalpaiguri, declare that Trisa Sen and Trisha Sen refer to the same person-my daughter. As per affidavit dated 25-06-2025 before the Judicial Magistrate, 1st Class, Jalpaiguri, her name shall be read as Trisha Sen. (C/118240)

আমি Smt. Mousomi Ganguly, পিতা প্রদীপ গাঙ্গুলী দক্ষিণ চকোয়াখেতি আলিপুর দুয়ার, গত 11.9.25 তারিখে আলিপুর দুয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 9518/25] বলে Mousomi Ganguly, Mousoimi Ganguli ও Mausumi Ganguli একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

আমি Rajiv Kumar Chakraborty আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম ভুল থাকায়, গত 11/09/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Rajib Chakraborty থেকে Rajiv Kumar Chakraborty নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118243)

আমি Biswajit Sarkar, পিতা: বলরাম সরকার গ্রাম: গৌরাঙ্গগছ, পো: মোলানি থানা: চোপড়া, জেলা: উ:দি: পুর। আমার আধার ও ভোটার কার্ডে নাম আছে Biswajit Sarkar কিন্তু ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম রয়েছে Bishwajit Sarkar। আমি গত ১১/০৯/২০২৫ তারিখে ইসলামপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে ঘোষণা করি দুটি নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/118246)

আমি Babul Bahadur Chhetri, F/O Raj Chhetri, ক্রান্তিহাট, PS ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি, আমার ছেলের ADMIT CARD এ আমার নাম ভুল থাকায় গত 09-09-2025 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M, 1st Class কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Babul Bahadur Chhetri ও Bablu Chhetri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/117978)

আমার ভোটার আই কার্ড নং DWP2283984 আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 14.09.21, E.M., সদর, কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Mamin Miya এবং Jamin Miyan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলো। সব বিষয়ে আমার স্বামী Mamin Miya নামে প্রতিষ্ঠিত হতে হলফনামা পেশ করলাম। পুটিমারী ফুলেশ্বরী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118107)

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি ৭৩ মোড়, সতীশ লাহিড়ী স্কুলের দ্বিতীয় গেটের পাশে ২৫ কাঠা বাড়ি/হোটেল/রিসোর্ট উপযুক্ত জমি বিক্রয়। ৯৭৭৫৮১৩৫৯৪. (D/S)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য ছেলে/মেয়ে চাই। বেতন : 10000-14000 টাকা। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M: 8116589466. (C117980)

Teachers Vacancy [Fluency in English is mandatory] English: BA (Hon)+MA+B.Ed Social Studies : BA (Hon)+MA+B.Ed Computer : BCA/B.Sc (IT)/MCA+B.Ed Starting Salary-14,000+ Accommodation Free. Apply within 15 days. Hessed English School Baniagaon, Samuktala, Alipurduar- 736206 Phone No.- 7063787068 hessedenglishschool@gmail.com, Open - Mon - Fri, 9 A.M. - 3 P.M. (C/118228)

URGENT REQUIREMENT

Immediate requirements of PGT/TGT-Chemistry, Computer, Mathematics, English, Lady Counsellor and Receptionist for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in W/P 9679469375, 8670527177, 9064952280. (S/N)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID কার্ড নং: DWP2823656 নাম ভুল থাকায় গত 11-09-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rahima Bibi এবং Rahima Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Rahima Bibi হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হলফনামা প্রদান করলাম। দুধেরকুঠি দেওয়ানবস, কোতোয়ালি, কোচবিহার। পিন-736170, প:ব:। (C/118103)

আমি Bijoy Harijan, পিতা Biji Harijan, দক্ষিণ বালুচর, থানা- ইংরেজ বাজার, মালদা আমার আধার কার্ডে যার নং 376558644815 আমার নাম Bijoy Harijan আছে। কিন্তু PNB ব্যাঙ্কে আমার নাম ভুল থাকায় (যার A/C নং 0233013854493) গত 20/08/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bijoy Dome থেকে Bijoy Harijan করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118244)

বিজ্ঞপ্তি

১২.০৯.২৫

আমার মক্কেল, জনাব শেখ বাবলু, মণীশ হোটেল হেভেনস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর। যিনি ইকো হাটস এর কাছ থেকে একটি সম্পত্তি কিনতে চলছেন। সম্পত্তিটি জলপাইগুড়ি জেলা, মেটেলি থানার মঙ্গলবাড়ি মৌজায় অবস্থিত। যেটির জে.এল নং - ১৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪, প্লট নং - ১২৩৬ এবং ১২৩৮, সম্পত্তিটির আয়তন যথাক্রমে ৬১ এবং ৬৫ ডেসিমেল। এই সম্পত্তি সম্পর্কিত কারও কোনও দাবি থাকলে, এই নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

গাজি ফারুক হোসেন
অ্যাডভোকেট, কলকাতা
- উচ্চ আদালত
৯৮৩০৮৮৪৭৪৯/৯৮৩০৬৮১৯৪৬

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৮৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৮৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি

ভারত সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য পি এম শ্রী স্কুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুরে

নবম ও একাদশ শ্রেণিতে খালি আসন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

Lateral Entry Selection Test (LEST) তারিখ - ০৭.০২.২০২৬

বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সহ - শিক্ষামূলক এবং সম্পূর্ণ আবাসিক।
- ত্রিভাষিক-বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি পাঠ্যক্রম।
- গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আধুনিক শিক্ষা।
- ২০২৫ সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষায় ১০০% ফলাফল।
- ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা হস্টেল।
- থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুস্তক, স্টেশনারি ইত্যাদি সহ বিনামূল্যে শিক্ষা।
- ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশের জন্য সহ- পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ, সংগীত ও কলা, খেলাধুলা, স্কাউটস অ্যান্ড গাইড, এনসিসি, এনএসএস, স্কুলব্যান্ড এবং যোগ ইত্যাদির উপর বিশেষ মনোযোগ।
- ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল প্যানেল ও WIFI সংযুক্ত সমস্ত শ্রেণি কক্ষ।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে অষ্টম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও PWD ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

নবম শ্রেণিতে	একাদশ শ্রেণিতে
ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে ০১.০৫.২০১১-৩১.০৭.২০১৩ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত)	ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে ০১.০৬.২০০৯-৩১.০৭.২০১১ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত)
অনলাইনে ফর্মফিলাপ লিংক - https://cbseitms.nic.in/2025/nvsix_9	অনলাইনে ফর্মফিলাপ লিংক - https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অফলাইনে ভর্তির ফর্মফিলাপের জন্য কার্যদিবসে সকাল ১০টা হতে বিকেল ০৫টা অবধি বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন-আবেদনের শেষ তারিখ - ২৩.০৯.২০২৫ (বিকেল ০৫টা পর্যন্ত)

হেল্প ডেস্ক নম্বর
9002152916/9126824411/8918213488

আজ টিভিতে

কেশরি-টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি, দুপুর ১.১৫ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.১৫ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.৩০ জামাই ৪২০, রাত ১০.১৫ হাঙ্গামা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ অগ্নি পরীক্ষা, দুপুর ১২.৩০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৩.৪৫ প্রেমী, সন্ধে ৭.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.৩০ বন্দিনী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সুলতান, দুপুর ১২.০০ লোফার, বিকেল ৪.৩০ রূপবান, রাত ১১.০০ পরিণীতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বউরানি, সন্ধে ৭.৩০ মঙ্গলদীপ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগ পঞ্চমী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রথম ভালোবাসা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, দুপুর ১.২৩ কৃশ, বিকেল ৪.৫০ অব তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.০০ গুমনাম

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৯ নাইট ড্রাইভ, দুপুর ১.৫৩ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৫২ কসম পয়দা করনেওয়ালে কি, সন্ধে ৭.৩০ জঙ্গ, রাত ১০.০৯ ছত্রপতি

স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ আলাদিন, বিকেল ৫.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, সন্ধে ৭.১৫ ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, রাত ৯.০০ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান : দ্য কার্স অফ দ্য ব্ল্যাক পার্ল, ১১.১৫ গডজিলা : কিং অফ দ্য মনস্টার্স

আলাদিন দুপুর ১২.৩০ স্টার মুভিজ

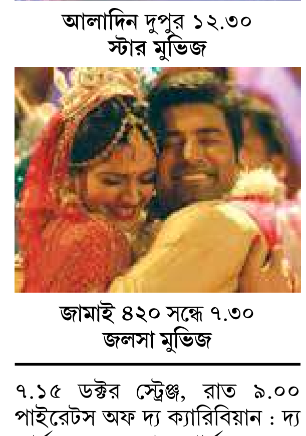

জামাই ৪২০ সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

আ গেম অফ লেপার্ড থ্রোনস রাত ৯.০৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের বিদেশে চাকরির সুযোগের খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃষ : নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবেন। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মিথুন : শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অতি সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। কর্কট : কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে সময়মতো শেষ করতে না পেরে অনুশোচনা হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা মিটবে। সিংহ : পারিবারিক সমস্যায় বাড়ি পরিবর্তন করতে হতে পারে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তি থেকে সাবধান। কন্যা : যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে কথা শুনতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। তুলা : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বাইরের মশলাদার খাবার থেকে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : প্রেমে ছোটখাটো সমস্যা লেগে থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা নামী সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে। ধনু : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। মকর : পুরোনো কোনও সমস্যা নিয়ে পরিবারে অশান্তি। কোনও বন্ধুর দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও বদলির সম্ভাবনা আছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্যে গর্বিত হবেন। মীন : মানসিক চাপ এড়াতে ধর্মকর্মে মন দিন। নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২২ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৭ ভাদ, সংবৎ ৬ আশ্বিন বদি, ২০ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪২। শনিবার, ষষ্ঠী দিবা ১১।১৩। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ২।৫০। হর্ষণযোগ দিবা ৩।৫৪। বণিজকরণ দিবা ১১।১৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১০।২ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ২।৫০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১১।১৩ গতে চতুষ্পাদদোষ, দিবা ২।৫০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১১।১৩ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি- ৬।৫৮ মধ্যে ও ১।৬ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।১০ মধ্যে ও ৩।৫৮ গতে ৫।২৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।৫০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ১১।২ গতে ১।১৫ মধ্যে মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

শচীনের স্কিল, কোহলির খিদে গিলের অনুপ্রেরণা ›› ১৩

এআই ভিডিওয় চর্চায় হীরাবেন
নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর মা প্রয়াত হীরাবেন মোদির আদলে তৈরি এআই ভিডিওকে কেন্দ্র করে চর্চা বিহারে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার হওয়া ভিডিওটি নিয়ে তর্জাও শুরু। ›› ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩১°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৬°

রাধাকৃষ্ণানের শপথে হাজির ধনকর ›› ১১

২৭ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 117

ওয়ার্ড থেকেই ওষুধ পাবেন মা ও সদ্যোজাত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : সরকারি ওষুধ খেলে রোগ সারবে না, রোগীর পরিবারকে এমন ভুল বার্তা দিয়ে বাইরের ওষুধের দোকানে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশের বিরুদ্ধে। ওষুধ বিক্রির এই দালালচক্রকে রুখতে পদক্ষেপ করল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রসূতি বিভাগ থেকে রোগীর ছুটি হলে এবার ওয়ার্ড থেকেই মা এবং শিশুর যাবতীয় ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আগামী সপ্তাহে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে বিষয়টি পাশ করিয়ে সিলমোহর দেওয়া হবে। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করছে, এই পদ্ধতিতে ওষুধের দালালচক্র বন্ধ করা যাবে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'রোগীর পরিবারকে ভুল বুঝিয়ে বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য করছিল অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একটি চক্র। আমাদের কাছে অভিযোগ আসামাত্রই আমরা প্রথমে তাদের সংগঠনকে ডেকে সতর্ক করেছিলাম। মা এবং শিশুর কোনও ওষুধ হাসপাতাল থেকে ছুটির পর বাইরে থেকে কেনার দরকার হয় না। সমস্তটাই সরকারি পরিষেবায় বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে রোগীর ছুটির সময় মা এবং শিশুর ওষুধ ওয়ার্ড থেকে ছুটির শংসাপত্রের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে। শুধু ওষুধ নয়, শিশুর জন্য একটি মশারি এবং ডায়াপারও দেওয়া হবে, যাতে রোগীর পরিবারকে বাজার থেকে তা কিনতে না হয়। আমরা ইতিমধ্যে মশারি এবং ডায়াপারের বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনে অনুমতির জন্য প্রস্তাব আকারে পাঠিয়েছি।'

মেডিকেল কলেজের জেলা হাসপাতাল ইউনিটে রয়েছে প্রসূতি বিভাগ। এই বিভাগে দালালচক্র সব থেকে বেশি সক্রিয় বলে অভিযোগ। এর আগে রোগীকে লিফটে তুলতে পরিজনদের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ওয়ার্ড বয়দের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে ওই হাসপাতাল চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়ায় কিছুটা হলেও কমেছে দালালদের দাপট।

এরপর বারোর পাতায়

আলো আঁধারিতে সাজছেন মৃন্ময়ী। শিল্পীর ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

বোনাস নিয়ে তোলপাড় চা বলয়

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে সমাধানের চেষ্টা

শুভজিৎ দত্ত ও গোপাল মণ্ডল

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : এ যেন সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। সাততাড়াতাড়ি রাজ্য সরকার বোনাস নিয়ে অ্যাডভাইজারি দেওয়ার পর আশা করা হয়েছিল চা বাগানে বোনাস নিয়ে এবছর হয়তো আর কোনওরকম জটিলতা তৈরি হবে না। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়ে পুজোর দিনক্ষণ এগিয়ে আসতে না আসতেই আবার অসন্তোষের কালো মেঘ ঢাকছে চা বলয়কে। কোথাও টানা পথ অবরোধ। কোথাও আবার কাজকর্ম ফেলে কয়েক ঘণ্টার গেট মিটিং। রয়েছে কাজে যোগ না দিয়ে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার ঘটনাও। কম হারে বোনাস দিতে চাওয়ার ইস্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভে শুক্রবার উত্তাল হয়ে উঠল ডুয়ার্সের নানা বাগান।

৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে ইচ্ছুক বানারহাটের চামুর্চি চা বাগানের পরিচালকরা বৃহস্পতিবার রাতে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। শুক্রবার সেখানে কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। এরপরই ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে চামুর্চি-আমবাড়ি মোড়ে এসে ভারত-ভুটান সার্ক রোড টানা ৮ ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে রাখেন। ওই একই হারে বোনাস দিতে চাওয়াকে কেন্দ্র করে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানের শ্রমিকরা ঘণ্টা তিনেক গেট মিটিংয়ে শামিল হন। প্রতি ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের দাবি, অ্যাডভাইজারি মেনে ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে।

অন্যদিকে, বকেয়া মজুরিকে কেন্দ্র করে বানারহাটের রেড ব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর চা বাগানের শ্রমিকরাও এদিন লাগোয়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। সকাল ৮টা থেকে চলা ওই অবরোধ দুপুর ৩টে নাগাদ তুলে নেওয়া হয়। এর জেরে জাতীয় সড়কে আটকে পড়ে অজস্র যানবাহন। স্পেনের বার্সিলোনার একটি পর্যটক পরিবারও অবরোধের কারণে সমস্যায় পড়ে। তারা আবার হাসিমুখে অবরোধকারীদের সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়ে।

শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর চামুর্চির পরিচালকদের নিয়ে আলাদা করে ও ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রমিক-মালিক সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। অন্যদিকে, রেডব্যাংক নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'রেডব্যাংক চা বাগানে শনিবার থেকে ত্রাণ হিসেবে চাল দেওয়ার কাজ শুরু হবে।'

পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চামুর্চি চা বাগানে দুর্দশায় পড়েছে ১০৭৪টি পরিবার। সেখানকার এক শ্রমিক মণিকা রবিদাস বলেন, 'পাক্ষিক মজুরি বাকি।

এরপর বারোর পাতায়

ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সড়ক অবরোধ চামুর্চি বাগানের চা শ্রমিকদের।

চোরাপথে সীমান্ত পেরোতে গিয়ে দালালদের কুনজরে

ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচল কিশোরী

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : চোরাপথে সীমান্ত পার হতে গিয়ে দালালদের ধর্ষণের শিকার হওয়া থেকে কোনওমতে বাঁচল এক কিশোরী। চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে সংলগ্ন একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে সে। ওই বাড়ির মালিক তাকে আশ্রয় দিলেও বিএসএফ এবং পুলিশকে খবর দেন। বিএসএফ এসে কিশোরীকে মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। ওই কিশোরী জানিয়েছে, তার পরিবার সহ ১০ জনকে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল দালালদের। পুলিশ জানিয়েছে, কিশোরীর সঙ্গীদের এবং দুই দালালের খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবার রাতে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি জেলার নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লালবাজারপাড়া এলাকায়।

ওই কিশোরী জানায়, তাদের পরিবার বহু বছর ধরে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে বসবাস করত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় তার দিদা অসুস্থ। তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য তার মা-বাবা সহ আরও কয়েকজন দালাল মারফত অবৈধভাবে বাংলাদেশে

এরপর বারোর পাতায়

মহিলার হাড় নিয়ে ভিড় বাসে, ধৃত ২

তন্ত্রসাধনার জন্য পাচার

জয়গাঁ, ১২ সেপ্টেম্বর : ভুটানে পাচারের তালিকায় নয়া সংযোজন মানুষের হাড়। বৃহস্পতিবার রাতে মানুষের হাড় সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জয়গাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাকেশ প্রসাদ ও বিশালকুমার শাহ। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার হাড় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে সেই হাড় নিয়ে আসা হয়েছিল জয়গাঁয়। তবে ভুটানে পাচারের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। জয়গাঁর জিএসটি মোড় এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন এক যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে সেই ব্যাগ ভর্তি হাড় সহ দুজনকে আটক করে পুলিশ। এই পাচারচক্রে আরও কেউ জড়িয়ে রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পর্দা ফাঁস

- ধৃতরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে চেপে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান
- তারপর শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁর বাস ধরেন
- তাঁদের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে মহিলার হাড় ছিল
- পুলিশের কাছে খবর ছিল, বন্যপ্রাণীর হাড় পাচার করা হচ্ছে
- তাই জিএসটি মোড়ে তারা নাকা চেকিং শুরু করে
- বাস থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই পর্দা ফাঁস

ঘটনার তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। কেন ভুটানে সেই হাড় পাচার করা হচ্ছিল? প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা হচ্ছে, প্রতিবেশী দেশে তন্ত্রবিদ্যায় হাড় ব্যবহার করা হয়। তবে যে-সে হাড় হলে হবে না। হতে হবে মহিলার হাড়। সেদেশে তাই এমন হাড়ের দর ও কদর দুই-ই রয়েছে। একেকটি হাড়ের দাম পড়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত রাকেশ জয়গাঁর বাসিন্দা। আর বিশাল হাসিমারার বাসিন্দা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। ভুটানে তান্ত্রিক মতে পুজো করতে প্রয়োজন হয় মহিলার হাড়। বাজেয়াপ্ত করা হাড়গুলিও মহিলার বলে জানা গিয়েছে। ব্যাগে ক'টি হাড় রয়েছে তা অবশ্য জানায়নি পুলিশ। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'আমরা তদন্ত করছি। আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না দেখা হচ্ছে।' শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ধৃতরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে চেপে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান। তারপর শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁর বাস ধরেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে হাড় থাকলেও কারও কিছু সন্দেহ হয়নি। এদিকে, পুলিশের কাছে খবর ছিল ব্যাগ ভর্তি করে বন্যপ্রাণীর হাড় পাচার করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী জিএসটি মোড়ে তারা নাকা চেকিং শুরু করে। বাসটি থামিয়ে তল্লাশি চালাতে ব্যাগ সহ দুজনকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। অনেক রাত অবধি চলে জিজ্ঞাসাবাদ। শুক্রবার ভোরে তাঁরা স্বীকার করেন ব্যাগে রয়েছে মানব হাড়। সেগুলি তাঁরা কোনও সমাধিস্থল থেকে কবর খুঁড়ে পেয়েছেন। পুরোনো হাড় বলেই হয়তো তা থেকে কোনও গন্ধ বের হয়নি।

ধৃতদের মধ্যে রাকেশের বাড়ি জয়গাঁ শহরের দাড়াগাঁও এলাকায়। এলাকায় গিয়ে লোকজনের সঙ্গে

এরপর বারোর পাতায়

মা আসছেন

১৫

দিন পর

নেপালে সংকটে উত্তরের শ্রমিকরা

নেপাল সীমান্তে মেচি সেতুতে আলিপুরদুয়ারের পরিযায়ী শ্রমিকরা।

কার্তিক দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

খড়িবাড়ি ও তুফানগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : কখনও ভিনরাজ্য, কখনও বিদেশ। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোগান্তির আর শেষ নেই। নেপালে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার আঁচে দগ্ধ হচ্ছেন সেই এরাজ্যের পরিযায়ীরাই। সেদেশের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে আটকে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের পরিযায়ীরা। তাঁদের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বাসিন্দার সংখ্যা অনেক। কেউ দেশে ফিরতে পারছেন না নথি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য। কেউ আবার গাড়ি পাচ্ছেন না বলে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমশ্রী অনুদানের টাকা পাওয়ার চক্করে অলিপুরদুয়ারের প্রায় ১৫০ জন পরিযায়ী আপাতত আটকে নেপালে। ধুলাবাড়ির একটি প্লাইউড কারখানায় কাজ করতেন তাঁরা। শ্রমশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্য নেপালে কাজ করার প্রমাণ দিতে হবে। সেই শ্রম কার্ড বানানোর জন্য শ্রমিকরা সেই কারখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁদের আধার ও ভোটার কার্ড জমা দিয়েছিলেন নেপালের শ্রম দপ্তরের সরকারি অফিসে। তারপর সেই নথি আর ফেরত পাননি। পাবেন কী করে? অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য নেপালে শুক্রবারও কার্ফিউ জারি রয়েছে। থমথমে নেপাল থেকে বাড়ি ফিরতে মরিয়া আতঙ্কিত পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে এখন নেই ভারতীয় পরিচয়পত্র। এদিন খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে এদেশে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকজন।

এরপর বারোর পাতায়

তিস্তা সেতুতে মহড়ায় বিএসএফ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে জঙ্গিরা উত্তরবঙ্গের নেপাল সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে। ঘটাতে পারে নাশকতা। এই আশঙ্কা থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ তিস্তা সেতুতে মহড়া দিলেন বিএসএফ জওয়ানরা। কোনও নাশকতামূলক ঘটনা ঘটার আগে বা পরে কীভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কসেতুকে নিজেদের কবজায় রেখে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে পারবে, সেটা পরখ করতে শুক্রবারের মহড়া। নাশকতা মোকাবিলায় বিএসএফের পাশে থেকে কীভাবে সহযোগিতা করতে হবে, সেটা বুঝে নিতে জেলা স্বাস্থ্য, দমকল বিভাগের কর্মীরাও ছিলেন ঘটনাস্থলে।

ভারত-নেপাল সীমান্তে এসএসবি মোতায়েন রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে বিএসএফ। তিস্তার মতো আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু, যেমন, সেবক করোনেশন সেতু সহ ডুয়ার্সের কয়েকটি সেতুও নজরে রয়েছে আধাসামরিক বাহিনীর।

কয়েকদিন ধরে প্রতিবেশী নেপালে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। সেই সুযোগে জেল ভেঙে জঙ্গিরা পালিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তারা সীমান্ত পার করে ভারতে ঢুকে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ঘটাতে পারে, এমন আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সে কারণে বিমান পরিষেবার পাশাপাশি সড়ক পরিষেবা চালু হয়েছে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। তারপরও কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতের আধাসামরিক বাহিনী। সেই উদ্দেশ্যেই এদিনের মহড়া।

এদিন বিএসএফ জওয়ানদের দেখা যায় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরতলির তিস্তা সড়কসেতুর নীচে ও রেলসেতুর কাছাকাছি মহড়া দিতে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কীভাবে সেতুতে যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে? কাউন্টার অ্যাটাক করা, সেতুকে কড়া নজরদারির মধ্যে রেখে পাহারা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো ঝালিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কেউ আহত হলে তাঁকে বা তাঁদের উদ্ধার করারও মহড়া দেওয়া হয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিকেল টিম যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করবে? অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোনও কারণে আগুন ধরলে কী করণীয়, সেটাও দমকলকর্মীদের হাতেকলমে দেখানো হয়। রেল এবং সড়কপথে যোগাযোগের দিক থেকে সেবকের করোনেশন কিংবা তিস্তা সেতুর গুরুত্ব অনেক। তাই সেখানকার নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না জওয়ানরা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সহকারী সুপার নিতীন পাল বললেন, 'স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এদিনের মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।'

বাঁচুন, বাঁচতে দিন

আত্মহত্যার সংখ্যা কমাতে 'সুইসাইড গেটকিপার ট্রেনিং'

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : দিন-দিন বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা, যা যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসকদের কাছে। দেশজুড়ে বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, তরুণ-তরুণী এবং প্রবীণদের মধ্যেই আত্মহত্যার ঘটনা সবথেকে বেশি। আত্মহত্যা রুখতে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, সেই বিষয়ে শুক্রবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে কর্মশালা হল। জলপাইগুড়ি সরকারি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের ছাত্রী এবং মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে কর্মশালা করে মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগ।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ফরেন্সিক সায়েন্স বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মাসে ময়নাতদন্তের জন্য ৩০ থেকে ৪০টি মৃতদেহ আসে, যাঁদের অনেকেই আত্মহত্যা করেছেন। পরিসংখ্যান বলছে, আত্মহত্যার সবথেকে বেশি ঘটনা ঘটেছে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে এবং ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণদের মধ্যে। দেশজুড়ে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি প্রবীণদের মধ্যে। আত্মহত্যার ঘটনা কমাতে চিকিৎসার পরিভাষায় ইংরেজিতে একটি কথা রয়েছে, 'সুইসাইড গেটকিপার ট্রেনিং'। যার মানে দাঁড়ায় যিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন তাঁকে বাঁচানোর প্রশিক্ষণ। কিন্তু কে এই গেটকিপার? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখানে গেটকিপার সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষ। সবাইকে যেহেতু আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়, সেকারণে স্কুল-কলেজগুলোকে কর্মশালার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ১০ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুইসাইড গেটকিপার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন জলপাইগুড়ি মনোরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন প্রজন্মের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার পেছনে সমাজমাধ্যমের কিছু খারাপ প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে, আগে একান্নবর্তী পরিবারে প্রবীণদের শেষ জীবনে দেখাশোনা করার জন্য ছেলেমেয়ে এবং অন্য সদস্যরা থাকতেন। এখন পরিবারগুলো ছোট হয়ে যাওয়ায় প্রবীণরা তাঁদের শেষ জীবনে একাকিত্বে ভোগেন। এর ফলে অনেকেই মনোরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এটাই পরবর্তীতে আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ছবি : এআই

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক অনির্বাণ বলেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছে, আত্মহত্যার ঘটনার কিছুদিন আগে ওই ব্যক্তি তাঁর নিকটতম কাউকে তাঁর মানসিক অবসাদ নিয়ে কিছু বলেছিলেন। সেই মুহূর্তে হয়তো ওই ব্যক্তি তাঁর কথাগুলো বুঝে উঠতে পারেননি বা তেমন গুরুত্বই দেননি। কিন্তু ঘটনার পর দেখা গিয়েছে আফসোসের সীমা থাকছে না। গেটকিপার ট্রেনিংয়ে এই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে।'

রেডব্যাংক বাগানের চা শ্রমিকদের বিক্ষোভে শামিল বার্সেলোনার একটি পরিবার। শুক্রবার। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

শেষরক্ষা হল না সাত্তা'র, বাবা'র খোঁজে পুলিশ

সোনার দোকানে ডাকাতি, পাকড়াও ৪

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : একাধিকবার বিহারের হাজিপুরের ভাড়াবাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। কিছুতেই নাগালে না আসায় হাল ছাড়তে বসেছিল পুলিশ প্রশাসনও। যদিও চলতি সপ্তাহে পুলিশের কাছে খবর আসে, ওই দাগি আসামি ভাড়ার ওই বাড়িতে এসেছেন। দ্রুত অভিযান চালিয়ে গতকাল বিহার থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রোহিতকুমার সিং ওরফে সাত্তাকে। বিহারের হাজিপুরের দুই সোনা ব্যবসায়ী অলোক কুমার ও শুভম কুমারকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের কাশগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া রাজনিশ কুমার ওরফে সোনুকেও এই তিনজনের সঙ্গে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের মধ্যে সাত্তা সহ দুই সোনা ব্যবসায়ীকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। সোনুর জেল হেপাজত হয়েছে।

এই 'সাত্তা' সঞ্জয় দত্ত অভিনীত চরিত্র নন, বিহারের হাজিপুরের এই দুষ্কৃতী হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার মাস্টারমাইন্ড। ঘটনার পেছনে থাকা বিহারের বাহুবলী রাজনীতিবিদের সঙ্গে শহর শিলিগুড়িতে ডাকাতির ঘটনার পরিকল্পনা করেছিলেন এই দুষ্কৃতীই। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বাবা, সোনু, মহম্মদ আসাদ ও ইমরান রাজা।

হিলকার্ট রোডের ঘটনার পর একে একে গ্রেপ্তার হতে থাকা মহম্মদ সামশাদ, সাফিক খানদের জেরার সময় বারবার উঠে এসেছিল সাত্তা-র নাম। পুলিশ সূত্রে খবর, ডাকাতির আগে দুষ্কৃতীদের জমায়েত কেন্দ্র বিধাননগরের ভাড়াবাড়িতেও এসেছিলেন সাত্তা। বিহারের হাজিপুরের এই বাসিন্দার বিহার ও উত্তরপ্রদেশে একাধিক ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে। সুমিত কুমার ওরফে রাহুল ও বাবা ডাকাতি করার পর ব্যাগে সোনা নিয়ে সরাসরি চলে গিয়েছিলেন সাত্তার হাজিপুরের ভাড়াবাড়িতে। সেখানে তাঁরা সাত্তার কাছে ভাগের একটা বড় অংশ সোনা দেন। সাত্তা নিজের অংশে পাওয়া সোনার কিছুটা অংশ হাজিপুরেরই সোনা ব্যবসায়ী অলোক ও শুভমকে বিক্রি করেন। ওই দুই সোনা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম সোনা ও ৩২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ভাইরাল ফুটেজেও সোনুকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দোকানের ভেতর দাপাদাপি করতে দেখা গিয়েছিল। অপারেশনের পর সোনু উত্তরপ্রদেশ চলে গিয়েছিলেন। পুলিশের নজরে ধুলো দেওয়ার জন্য সেখান থেকে দিল্লিতেও যাতায়াত করছিলেন। আলিগড় জেলা ও দায়রা আদালতে তুলে বৃহস্পতিবার রাতে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয় সোনুকে। রাহুলকেও মাসখানেক আগে কাশগঞ্জ থেকেই গ্রেপ্তার করেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সেখানে ঘরভাড়া নিয়ে সোনা ব্যবসায়ী শ্যাম সিং ও তাঁর মাকে অল্প অল্প করে ভাগে পাওয়া সোনা বিক্রি করছিলেন রাহুল। পুলিশ সূত্রে খবর, প্ল্যানিং বাস্তবায়নে অন্যতম মাথা বাবা এখন মূল টার্গেট পুলিশের। এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'সাত্তা-ই ছিল অপারেশনের মূল মাস্টারমাইন্ড। এখনও তদন্ত চলছে।'

যা ঘটেছে

- বৃহস্পতিবার বিহার থেকে গ্রেপ্তার হয় সাত্তা
- ধৃতর সঙ্গে বিহারের দুই সোনা ব্যবসায়ীকেও গ্রেপ্তার করা হয়
- দুই ব্যবসায়ীর থেকে ৫৫ গ্রাম সোনা ও ৩২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে সরব স্থানীয়রা

সরকারি জমিতে প্লটিংয়ের অভিযোগ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়া সংসদ এলাকায় সরকারি জমি দখল করে প্লটিং ও বিনা অনুমতিতে রাস্তার ধারের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার বিরুদ্ধে। মূলত ৯ বিঘা জমিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই জমির কিছু অংশ এশিয়ান হাইওয়ে-২ কর্তৃপক্ষের। অভিযুক্ত নেতার নাম বিরাজ সরকার। তিনি নকশালবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি। পাশাপাশি নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষও বটে।

বিরাজের বিরুদ্ধে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনিক পদে থাকা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে অবৈধ কাজে শামিল হতে পারেন, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। বিরাজ যে এলাকায় জমি প্লটিং করছেন, তার পাশেই জমি রয়েছে গৌতম বাড়ৈয়ের। তিনি বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জায়গা দখল করে তৃণমূল নেতা কৃষিজমি প্লটিং করেছেন। বেআইনিভাবে রাস্তার পাশের গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।'

তিনি আরও জানান, সরকারি জমি প্লটিং করলে অনেক কৃষক সমস্যায় পড়বেন। দীর্ঘদিন ওই এলাকার জমিগুলো ফাঁকা পড়ে ছিল। ধান চাষ করতেন এলাকার কৃষকরা। পাশাপাশি জলের নালা রয়েছে। হঠাৎ এক সপ্তাহ ধরে পুরো জমি প্লটিং চলছে বলে অভিযোগ। এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোজেক্ট ডিরেক্টর দীপ সাহার বক্তব্য, 'এখনও অভিযোগ পাইনি। আমার কাছে অভিযোগপত্র জমা পড়লে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

অন্যদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়, সেই বিরাজকে একাধিকবার ফোন ও মেসেজ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। যে এলাকায় জমি প্লটিং হচ্ছে, ওই এলাকাটি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের সংসদ এলাকা। তিনি জানান, তাঁর কাছে এখনও পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেননি।

শান্তিনগর থেকে খালপাড়া সংসদ পর্যন্ত হাইওয়ের পাশে প্রচুর সরকারি জমি রয়েছে। যার অধিকাংশই এখন দখলের পথে। সম্প্রতি ওই এলাকায় জাতীয় সড়কের জমি দখল নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-২ কর্তৃপক্ষের কাছে আরও একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানান স্থানীয়রা। ২০১৯ সালে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি খালি করা হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ওই জমি পুনরায় দখল হয়ে একের পর এক বসতি তৈরি হচ্ছে বলেও স্থানীয়রা সরব হয়েছেন।

খালপাড়ার সংসদ এলাকায় গাছ কেটে চলছে জমি দখল।

সাপের ছোবলে মৃত্যু কিশোরীর

কালচিনি, ১২ সেপ্টেম্বর : বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। মৃতের নাম বন্ধনা মুন্ডা (১২)। বাড়ি কালচিনির গাঙ্গুটিয়া চা বাগানে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাড়িতে সাপ ছোবল মারে ওই কিশোরীকে। তড়িঘড়ি তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কালচিনি থানার পুলিশ কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

চোপড়া, ১২ সেপ্টেম্বর : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিয়াগছ গ্রামে শুক্রবার দুটি ঘর পুড়েছে। সত্যনারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ইসলামপুর থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়েছিল।

আহত শ্রমিক, প্রচার বাগানে

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রায়ই কার্সিয়াং রেঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে চিতাবাঘকে। এলাকাবাসীদের মাইকিং করে সতর্ক করেছেন বনকর্মীরা। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হলেন চা বাগানের এক মহিলা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে কার্সিয়াং বন বিভাগের কার্সিয়াং রেঞ্জের ক্যাসেলটন চা বাগানে। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ২৭ বছরের ওই মহিলা। অন্যদিকে, শুক্রবার এলাকায় ঘুরে ঘুরে সতর্কতামূলক প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় চকোলেট বোমা ফাটানো হয়।

মাসখানেক আগে বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় বিভিন্ন এলাকায় চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ করা গিয়েছিল। তারপর থেকেই স্থানীয়দের বন দপ্তরের তরফে একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছিল। তবে বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর থেকে আবার এলাকায় আতঙ্ক দেখা যায়। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ নিশা রাই (২৭) নামে ওই শ্রমিক চা পাতা তুলছিলেন। সেই সময় বাগানে চিতাবাঘ দেখতে পান তিনি। তিনি পাশে থাকা একটি ছাতার নীচে আশ্রয় নেন। তার পরে চিতাবাঘটি তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মাথায় আঁচড় দেয়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা। নিশাকে উদ্ধার করে কার্সিয়াং ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আহত মহিলার চিকিৎসা চলছে। এখন তিনি ভালো আছেন, জানালেন কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে।

বৈঠক

চোপড়া, ১২ সেপ্টেম্বর : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীগঞ্জ হাইস্কুলে শুক্রবার তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের অঞ্চল কমিটির বৈঠক হয়েছে। সংগঠনের ব্লক সভাপতি জাহাঙ্গির আলম জানান, এদিনের বৈঠকে চুটিয়াখোরের অঞ্চল কমিটি ও বুথ সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

রংদার কোলাজ

পরনের সুতোয় সুবাস

শুধুই কি আর শিউলি ও ধূপধুনোর সুবাস মেখে পুজো আসে? আগমনীর বাতাস তো নতুন পোশাকেরও গন্ধ মাখা। হাটে কিংবা বড় দোকানে শত শত শাড়ির ভিড়ে পছন্দেরটা বেছে নেওয়ার আনন্দ ও গন্ধ একরকম। আবার শপিং মলের সুদৃশ্য ট্রায়াল রুমে শখের জামা বা কুর্তি পরে দেখার সময় অনেক ধরনের গন্ধ নাকে ধাক্কা মারে। আজকাল অনলাইন কেনাকাটার ধাক্কায় নতুন পোশাকের গন্ধ কি আর তেমনভাবে ভিন্ন অনুভূতি জাগায়? তিন লেখকের উপলব্ধি সাজানো রইল।

প্রচ্ছদ কাহিনী রণজিৎ দেব, অনিন্দিতা গুপ্ত রায় ও অগ্রদীপ দত্ত
ছোটগল্প সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
ট্রাভেল ব্লগ শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী
কবিতা বিপুল আচার্য, গণেশচন্দ্র রায়, প্রশান্ত দেবনাথ, সুলগ্না বাগচী, উজ্জ্বল আচার্য, বিভা দাস ও আশিস সরকার

নতুন রেল সেবার প্রবর্তন

রেল নং. ২৬৩০২/২৬৩০১ দানাপুর-যোগবানী-দানাপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন) এবং রেল নং. ১৫৭০১/১৫৭০২ কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশন-কাটিহার এক্সপ্রেস (দৈনিক) এর নিয়মিত সেবা প্রবর্তন করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং

আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় রেল নং. ০২৬৩১ ফরবেসগঞ্জ-দানাপুর বন্দে ভারত উদ্বোধনী বিশেষ, যোগবানী রেলওয়ে স্টেশন থেকে আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় রেল নং. ০৬৬০২ যোগবানী-ইরোড অমৃত ভারত উদ্বোধনী বিশেষ (ওয়ান ওয়ে) এবং আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় রেল নং. ০৫৭০১ আরারিয়া কোর্ট-শিলিগুড়ি জংশন উদ্বোধনী বিশেষ রেলের শুভারম্ভ করা হবে। এই উদ্বোধনী বিশেষ এবং নিয়মিত রেলসেবা সমূহের সময়সূচী এবং স্টপেজ নিম্ন অনুসারে দেওয়া হলঃ

উদ্বোধনী চলাচল

০২৬৩১ ফরবেসগঞ্জ-দানাপুর বন্দে ভারত উদ্বোধনী বিশেষ		উদ্বোধনী চলাচলের তারিখ: ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) ফরবেসগঞ্জ থেকে
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
ফরবেসগঞ্জ	—	১৫.৩০
আরারিয়া কোর্ট	১৫.৫৫	১৫.৫৭
পূর্ণিয়া জংশন (রিভারসেল)	১৬.৫০	১৭.০০
সহরসা (রিভারসেল)	১৮.২০	১৮.৩০
দানাপুর	২৩.৪০	—

গঠন: বন্দে ভারত রেক = ৮ কার।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: বনমাখি, দৌরাম মাধেপুরা, খগড়িয়া, সলৌনা, হাসানপুর রোড, সমস্তিপুর, মুজাফফরপুর এবং হাজীপুর।

নিয়মিত সেবা

রেল নং. ২৬৩০২ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দানাপুর থেকে ১৭-০৯-২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (মঙ্গলবার ছাড়া)
রেল নং. ২৬৩০১ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যোগবানী থেকে ১৮-০৯-২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (বুধবার ছাড়া)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১৭.১০	দানাপুর	১১.৩০	—
২১.০০	২১.০২	খগড়িয়া	০৭.১৩	০৭.১৫
২৩.৪০	২৩.৫০	পূর্ণিয়া জংশন (রিভারসেল)	০৪.৫০	০৫.০০
০০.১৮	০০.২০	আরারিয়া কোর্ট	০৪.০০	০৪.০২
০০.৪৮	০০.৫০	ফরবেসগঞ্জ	০৩.৩৫	০৩.৩৭
০১.২০	—	যোগবানী	—	০৩.২৫

গঠন: গঠন: বন্দে ভারত রেক = ৮ কার।।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: হাজীপুর, মুজাফফরপুর, সমস্তীপুর, হাসানপুর রোড, সলৌনা, সহরসা (রিভারসেল), দৌরাম মাধেপুরা, বানমাখি।

উদ্বোধনী চলাচল

০৬৬০২ যোগবানী - ইরোড অমৃত ভারত উদ্বোধনী বিশেষ			
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
যোগবানী	—	১৫.৩০	১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার)
ফরবেসগঞ্জ	১৫.৪৪	১৫.৪৬	
আরারিয়া কোর্ট	১৬.০৯	১৬.১১	
পূর্ণিয়া	১৬.৪৫	১৬.৪৭	
কাটিহার	১৭.৪০	১৭.৫০	
বারাউনি	২১.৩০	২১.৪০	
বক্সার	০২.৩১	০২.৩৩	১৬-০৯-২০২৫ (মঙ্গলবার)
জব্বলপুর	১৭.৪৫	১৭.৫৫	
ইরোড	০৭.২০	—	১৮-০৯-২০২৫ (বৃহস্পতিবার)

গঠন: স্লীপার শ্রেণী- (আঁট), দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (এগারোটি), হট বাফেট কার (একটি), এলএসএলআরডি (দুটি) = ২২ টি কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: নওগাছিয়া, মানসি, খগড়িয়া, বেগুসরায়, শাহপুর পাটোরী, হাজীপুর, সোনপুর, পাটলিপুত্র, দানাপুর, আরা, রঘুনাথপুর, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়, চুনার, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগরাজ ছিউকি, জাসরা, দাভৌরা, মানিকপুর, সাতনা, মাইহার, কাটনি, গদারওয়ারা, পিপারিয়া, ইটার্সি, ভুখারপুর, ঘোরাডোঙরি, বেতুল, নাগপুর, সেবাগ্রাম, চন্দ্রপুর, বালহারশাহ, মঞ্চেরিয়াল, ওয়ারাঙ্গল, খাম্মাম, বিজয়ওয়াড়া, ওঙ্গোল, গুদুর, নায়ুদুপেটা, পেরাম্বুর, আরাক্কোনাম, কাটপাডি, জোলারপেট্টাই জং., সালেম।

উদ্বোধনী চলাচল

০৫৭০১ আরারিয়া কোর্ট- শিলিগুড়ি জংশন উদ্বোধনী বিশেষ		উদ্বোধনী চলাচলের তারিখ: ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) আরারিয়া কোর্ট থেকে
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
আরারিয়া কোর্ট	—	১৫.৩০
রহমতপুর	১৫.৩৮	১৫.৪০
বাঁসবাড়ি হল্ট	১৫.৪৯	১৫.৫০
খাওয়াসপুর	১৫.৫৮	১৬.০০
লক্ষ্মীপুর	১৬.১০	১৬.১২
বরধা হল্ট	১৬.২৪	১৬.২৫
কালিয়াগঞ্জ	১৬.৩৫	১৬.৩৭
তেরাগাছ	১৬.৪৮	১৬.৪৯
বিবিগঞ্জ	১৬.৫৮	১৭.০০
তুলসিয়া হল্ট	১৭.১০	১৭.১১
পাওয়াখালি	১৭.২৫	১৭.২৭
কাদোগাঁও হল্ট	১৭.৩৮	১৭.৩৯
ভোগডাবর হাল্ট	১৭.৫০	১৭.৫১
ঠাকুরগঞ্জ	১৮.০৫	১৮.০৭
গলগলিয়া	১৮.২৪	১৮.২৫
নক্সালবাড়ি	১৮.৪৮	১৮.৫০
বাগডোগরা	১৯.১০	১৯.১২
শিলিগুড়ি জংশন	১৯.৪৫	—

গঠন: দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (আঁট), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এলএসএলআরডি- (একটি) = ১০ এলএইচবি কোচ

নিয়মিত সেবা

রেল নং. ১৫৭০১ কাটিহার থেকে ১৭-০৯-২০২৫ তারিখে (দৈনিক)
রেল নং. ১৫৭০২ শিলিগুড়ি জংশন থেকে ১৬-০৯-২০২৫ তারিখে (দৈনিক)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	০৫.০০	কাটিহার জংশন	১৮.০৫	—
০৫.২৫	০৫.২৭	পূর্ণিয়া জংশন	১৭.০০	১৭.০২
০৫.৩৫	০৫.৩৭	কাসবা	১৬.৪৬	১৬.৪৮
০৫.৪৮	০৫.৫০	জালালগড়	১৬.৩৩	১৬.৩৫
০৬.১০	০৬.১২	আরারিয়া কোর্ট	১৬.১২	১৬.১৪
০৬.১৮	০৬.২০	রহমতপুর	১৬.০২	১৬.০৪
০৬.২৯	০৬.৩০	বাঁসবাড়ি হল্ট	১৫.৫২	১৫.৫৩
০৬.৩৮	০৬.৪০	খাওয়াসপুর	১৫.৪২	১৫.৪৪
০৬.৫০	০৬.৫২	লক্ষ্মীপুর	১৫.৩০	১৫.৩২
০৭.০৩	০৭.০৪	বরধা হল্ট	১৫.১৮	১৫.১৯
০৭.১৩	০৭.১৫	কালিয়াগঞ্জ	১৫.০৬	১৫.০৮
০৭.২৫	০৭.২৬	তেরাগাছি	১৪.৫৫	১৪.৫৬
০৭.৩৫	০৭.৩৭	বিবিগঞ্জ	১৪.৪৪	১৪.৪৬
০৭.৪৬	০৭.৪৭	তুলসিয়া হল্ট	১৪.৩৩	১৪.৩৪
০৭.৫৮	০৮.০০	পাওয়াখালি	১৪.১৮	১৪.২০
০৮.০৯	০৮.১০	কাদোগাঁও হল্ট	১৪.০৮	১৪.০৯
০৮.১৯	০৮.২০	ভোগডাবর হল্ট	১৩.৫৮	১৩.৫৯
০৮.২৬	০৮.২৮	ঠাকুরগঞ্জ	১৩.৫০	১৩.৫২
০৮.৪০	০৮.৪১	গলগলিয়া	১৩.৩৭	১৩.৩৮
০৯.০০	০৯.০২	নক্সালবাড়ি	১৩.১৪	১৩.১৬
০৯.২০	০৯.২২	বাগডোগরা	১২.৫৯	১৩.০১
১০.১৫	—	শিলিগুড়ি জংশন	—	১২.৪৫

গঠন: দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (আঁট), ব্রেক লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এলএসএলআরডি (একটি) = ১০ টি এলএইচবি কোচ।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

পুজো এসেছে আবার আমিই শোস্টপার
শোস্টপার কালেকশন
₹149 থেকে শুরু
STYLE BAAZAR
পুজোর সেরা সাজ
PRIORITY
₹299-এ
ডাফেল ব্যাগ
₹2499 শপিং করলেই
MRP 1499
cello 14 pcs
₹399-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899
65 cm
₹499-এ
হার্ড ট্রলি
₹7999 শপিং করলেই
MRP 6999
65 cm
₹199-এ
হার্ড ট্রলি
₹9999 শপিং করলেই
MRP 6999
Brands Available
FOR MEN
square up CASUAL WEAR
WALSEY
KIRTLE
FOR LADIES
Awaya ETHNIC WEAR
Miss 19
MISS DESI
FOR KIDS
Miss12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
CELEBRATING 250 STORES
মেনস্‌ওয়্যার | লেডিসওয়্যার | কিডস্‌ওয়্যার | হোমনিডস | বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
5% EXTRA CASHBACK#
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 15 Aug - 02 Oct 2025. T&C Apply.
আজ শুভ উদ্বোধন মালদা-এ সুকান্ত মোড়ে (দ্বিতীয় স্টোর) | শীঘ্রই আসছি বাখরাহাট-এ | আমরা এখন গুসকরাতে (গ্রহরাজ মন্দিরের বিপরীতে)
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার । ইসলামপুর । কালিয়াচক । কোচবিহার । গাজোল । চাঁচল । জলপাইগুড়ি । তুফানগঞ্জ । দিনহাটা । ধূপগুড়ী । পাকুয়াহাট । বালুরঘাট । মালবাজার । মালদা । রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়) । রতুয়া শিলিগুড়ী দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা । আরামবাগ । ইলামবাজার । উলুবেড়িয়া । এগরা । করিমপুর । কৃষ্ণনগর । কাটোয়া । কাঁথি । কাঁচরাপাড়া । কাকদ্বীপ । কলকাতা (অ্যাক্রিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা · মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · লিন্ডসে স্ট্রিট · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান) । খড়গপুর । চাকদহ । চুঁচুড়া । ডানকুনি । ডোমকল । দুর্গাপুর । ধুলিয়ান । নলহাটী । নৈহাটী । পান্ডুয়া । বোলপুর । বহরমপুর । বাঁকুড়া । ব্যারাকপুর বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ) । বসিরহাট । বনগাঁও । বাগনান । বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়) । বেলুড় (রঙ্গোলি মল) । বরানগর । মেমারী । মালঞ্চ । রঘুনাথগঞ্জ রামপুরহাট । রানাঘাট । রামরাজাতলা । শ্রীরামপুর । সোদপুর । সালকিয়া । সিঙ্গুর । সাঁতরাগাছি । সিউড়ী । হাবড়া । হাওড়া ময়দান (545, জি. টি. রোড, হিন্দ অ্যাপার্টমেন্ট মার্কেটের পাশে · 545/1, জি. টি. রোড)

সাধারণ সভার দাবি বিজেপির

চালসা, ১২ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সাধারণ সভার মাধ্যমে কমিটি গঠন করে বন দপ্তরের শেয়ারের টাকা সকল সদস্যর মধ্যে সমানভাবে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হল বিজেপি। এমনকি দ্রুত দাবি না মানা হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলেও হুমকি দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ধূপঝোরা বিটের অন্তর্গত দক্ষিণ ধূপঝোরায় তিনটি যৌথ বন সুরক্ষা কমিটি রয়েছে। ২৯ অগাস্ট ওই তিন কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনেই পুজো। তার আগে সাধারণ সভা ডেকে নতুন কমিটি গঠন করে বন দপ্তরের টাকা সকলকে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার বিজেপি। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ধূপঝোরা বিট অফিসারকে জানানো হয়েছে বলে বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন।

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা নেতা মজনুল হক বলেন, 'পুজোর আগে সাধারণ সভা করে সাধারণ মানুষের টাকা সকলকে সমানভাবে বিতরণ করতে হবে। যেহেতু ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রয়েছে এবং সামনে দুর্গাপুজো আসছে, তাই ওই টাকা মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।' অন্যদিকে এনিয়ে ধূপঝোরার বিট অফিসার জীবন বিশ্বকর্মা বলেন, 'সাধারণ সভার দিন আলোচনা করে ঠিক করার কথা। তিনটি কমিটির সদস্যদেরই বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত

ময়নাগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : হোটেলে রমরমিয়ে চলছিল দেশি ও বিদেশি মদ বিক্রির কারবার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৯ বোতল দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে। হোটেলের এক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানবাড়ি বাজারের ঘটনা। ১৫ বোতল বিয়ার ও ৪ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করে পুলিশ। সেই সময় হোটেলে আরও কয়েকজন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ অভিযান চালাতেই তাঁরা পালিয়ে যান। গোটা ব্লকজুড়ে বেআইনি মদ বিক্রির বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে বলে এদিন জানিয়েছে পুলিশ।

আহত ৭ পড়ুয়া

বানারহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান সংলগ্ন শালবনীতে বানারহাট-তোতাপাড়া রাজ্য সড়কে শুক্রবার টোটো ও ট্র্যাক্টরের সংঘর্ষে ৭ জন পড়ুয়া আহত হয়। এদিন গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান থেকে টোটোতে চেপে বেশ কিছু পড়ুয়া কলাবাড়ি এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে যাচ্ছিল। সেই সময় চা বাগানেরই দুটি ট্র্যাক্টর নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে দ্রুতগতিতে টোটোটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্র্যাক্টরের পেছনে লাগানো ট্রলির ধাক্কায় টোটোটি উলটে যাওয়ায় পড়ুয়ারা আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বানারহাট হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

দেহ উদ্ধার

ক্রান্তি, ১২ সেপ্টেম্বর : ক্রান্তি ব্লকের চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮ নম্বর স্পারে এক নিখোঁজ মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতার নাম মনমায়া সন্ন্যাসী (৪২)। বাড়ি মাল ব্লকের বাগ্রাকোট চা বাগান লাইনে। এই মাসের ৯ তারিখ থেকে ওই মহিলা নিখোঁজ ছিলেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুই সপ্তাহের মধ্যে ৩টি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি

বুনোর আতঙ্ক কাটেনি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : চিতাবাঘের উপদ্রব থামার কোনও লক্ষণই নেই নাগরাকাটার আংরাভাসা এলাকায়। এবার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে আংরাভাসা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলঢাকা-আলতাডাঙ্গা চা বাগানে। সম্প্রতি সেখানকার স্থানীয়দের বেশ কয়েকটি ছাগল চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যায়। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাগলের টোপ দিয়ে বাগানের শিমুলবাড়ি সেকশনে খাঁচা পাতা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি মর্দা চিতাবাঘ সেখানে ধরা পড়ে। ছাগলের টোপে খাঁচাবন্দি হয় পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘ। যেখান থেকে ওই বুনোটি ধরা পড়ে, সেখান থেকে খুটাবাড়ি গ্রামের দূরত্ব খুব বেশি নয়। ওই গ্রামেই গত ২৭ অগাস্ট ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া এক নাবালককে চিতাবাঘ কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে মহম্মদ করিমুল হক নামে ওই ছাত্রের খোবলানো নিথর দেহ উদ্ধার হয়। এরপর খুটাবাড়ি লাগোয়া কলাবাড়ি চা বাগান সহ আশপাশের অন্তত ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বন দপ্তর মোট ৮টি খাঁচা পাতে। চলতি মাসে কলাবাড়ি চা বাগান থেকে পরপর দুটি চিতাবাঘ ধরাও পড়ে। এই নিয়ে আংরাভাসা থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ৩টি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। বর্তমানে নিয়ম করে বন দপ্তরের ডায়না ও বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে বিকেলবেলা ছাগল দিয়ে নানা এলাকায় খাঁচা পাতার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন করে একটি খাঁচা পাতা হয়েছে খুটাবাড়ি সংলগ্ন মসজিদ লাইনে। সেখানেও সম্প্রতি চিতাবাঘের হামলায় শুয়োরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'আমরা সতর্ক রয়েছি। পাশাপাশি, সচেতনতা তৈরির কাজও চলেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ধরা পড়া চিতাবাঘটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।'

অন্যদিকে, সমানতালে চলছে হাতির অত্যাচার। বৃহস্পতিবার রাতে জোড়া হাতির হামলায় ধরণীপুর চা বাগানের পাইপলাইনের রাজু ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই দুটি হাতি সহ আরও একটি হাতির পাল সন্ধ্যা ঘনালেই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। কখনও জাতীয় সড়ক আবার কখনও লাগোয়া রেললাইনও টপকাতে দেখা যাচ্ছে সেগুলিকে। ফলে ডায়না রেঞ্জের কর্মীদের রাতভর নজরদারি রাখতে হচ্ছে। সেখানকার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'কোথাও যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্য আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।'

জলঢাকা-আলতাডাঙ্গা চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

ঘটনাক্রম

- চিতাবাঘের উপদ্রব থামার কোনও লক্ষণই নেই নাগরাকাটার আংরাভাসা এলাকায়
- এবার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে আংরাভাসা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলঢাকা-আলতাডাঙ্গা চা বাগানে
- বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাগলের টোপ দিয়ে বাগানের শিমুলবাড়ি সেকশনে খাঁচা পাতা হয়
- কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি মর্দা চিতাবাঘ সেখানে ধরা পড়ে

আগমনীর সুরে কালো মেঘের ছায়া। শুক্রবার জলপাইগুড়ির তিস্তাপাড়ে। ছবি : মানসী দেব সরকার

সংবর্ধনা

রাজগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে রাজ্য সরকারের ২০২৫ সালের শিক্ষারত্ন পেয়েছেন প্রদীপ চৌধুরী। তিনি সাহুডাঙ্গি পিকে রায় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। শুক্রবার স্কুলের পরিচালন কমিটি, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও প্রাক্তনীদের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। ১৯৯৯ সালে এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন প্রদীপ। তারপর থেকে স্কুলের উন্নতির জন্য একাধিক কাজ করছেন। যেমন, ৪টি আলাদা ঘরে ৪টি ল্যাবরেটরি তৈরি করেছেন। স্কুলের চারপাশে গাছ লাগিয়েছেন। বাল্যবিবাহ আটকেছেন।

পচাগলা দেহ

নাগরাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : ডায়না নদী থেকে এক নাবালিকার পচাগলা দেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খবর পেয়ে নাগরাকাটা থানার পুলিশ নদীতে ভেসে থাকা দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দেহটি ভুটানের দিক থেকে ভেসে এসেছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশ ভুটানে ডায়নার উৎসস্থল। নাগরাকাটা থানার পুলিশ ভুটান পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছে। নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার বলেন, 'নাবালিকার গলায় ভুটানের জোংখা ভাষায় লেখা উত্তরীয় ছিল। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

ঝুলন্ত দেহ

বেলাকোবা, ১২ সেপ্টেম্বর : গলায় গামছার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিল্কাপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম সাবু রায়। প্রতিবেশীদের দাবি, সাবু একাই থাকতেন। বৃহস্পতিবার মালিভিটাতে ফুটবল খেলা দেখে বাড়িতে ফেরেন। পরে গলায় গামছার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ বাড়ির উঠোনে পড়ে থাকতে দেখেন সকলে। তাঁর মুখেও ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডু এবিষয়ে বলেন, 'দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।'

মন্ত্রী আসবেন বলে তড়িঘড়ি রাস্তা সারাই

শুভাশিস বসাক ও শুভজিৎ দত্ত

ধূপগুড়ি ও নাগরাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : রাস্তার রুগ্নদশা আজকের নয়। তবে এতদিন সেইদিকে ফিরেও তাকাননি কেউ। তবে শুক্রবার সকালে 'হঠাৎ বোধোদয়!' রীতিমতো কোমর বেঁধে রাস্তা মেরামতি শুরু হল। তবে এতে বিস্মিত নন বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংধরীর বাসিন্দারা। কারণ আগেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল, গ্রামের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শনে আসবেন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

তবে মন্ত্রীর আসা উপলক্ষ্যে এই রাস্তা সারাই অভিযানকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছেন, মন্ত্রী আসবেন শুনে রাস্তা সংস্কার হয়ে গেল! আর

গ্রামবাসী এতদিন দাবি জানিয়ে এলেও কারও নজরে পড়েনি। হতশ্রী রাস্তায় সবজিবোঝাই টোটো উলটে গিয়েছে কতদিন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মানুষ। হেলদোল ছিল না কারও। স্থানীয় নুর জামাল বলেন, 'অনেকদিন রাস্তা এভাবে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কেউ খেয়াল করেনি। তবে মন্ত্রী আসছেন শোনামাত্রই রাস্তা একেবারে ঝাঁ চকচকে হয়ে গেল!' একই দাবি করেছেন সত্যনারায়ণ সরকার। তাঁর কথায়, 'মন্ত্রী না এলে রাস্তা হয়তো এমনই পড়ে থাকত। মন্ত্রী আসার খবরে তড়িঘড়ি রাস্তা সংস্কার হয়ে গেল।'

এদিন সকালে আচমকা পিকআপ ভ্যানে আরবিএম (বালি-পাথরের মিশ্রণ) আনিয়ে কর্দমাক্ত রাস্তায় ফেলে সমান করা হয় এবং গর্ত ভরাট করে দেওয়া হয়। বিধায়ক নির্মল রায় বলেন, 'রাস্তা সংস্কার অবশ্যই হবে। সব জায়গায় কাজ হচ্ছে।' আর মন্ত্রী প্রসঙ্গে বিধায়কের সংযোজন, 'বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে যেমন একটু প্রস্তুতি নেওয়া হয়, এক্ষেত্রে তাই।'

বিজেপি নেতৃত্ব কটাক্ষ করতে পিছপা হয়নি। বিজেপির জেলা সম্পাদক মাধব রায় বলেন, 'দেখানো কাজ মানুষের উপকারে লাগে না। মন্ত্রীকে দেখানো হচ্ছে, আমরা কত কাজ করছি।'

এদিকে, শুক্রবার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে নাগরিক বিপ্লব আখ্যায়িত করলেন মন্ত্রী বেচারাম। জলপাইগুড়ি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে কর্মসূচি খতিয়ে দেখতে নাগরাকাটায় আসেন সিঙ্গুর জমি আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সেনাপতি। এদিন, সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৫ ও ১৬৬ নম্বর বুথকে নিয়ে অনুষ্ঠিত শিবিরের উদ্বোধন করেন তিনি। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ গণেশ ওরাওঁ, জেলা পরিষদের সদস্য ফিরোজ নুর পাটোয়ারি ও নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার সহ অনেকে। মন্ত্রী বলেন, 'এখনও পর্যন্ত দেড় কোটি লোক এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। মানুষের ঢল প্রমাণ করছে এটি একটি নাগরিক বিপ্লব।'

> দেখানো কাজ মানুষের উপকারে লাগে না। মন্ত্রীকে দেখানো হচ্ছে, আমরা কত কাজ করছি।
>
> **মাধব রায়**
> *জেলা সম্পাদক, বিজেপি*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেহনতের আলো।। উত্তর দিনাজপুরের হাপতিয়াগছে মহম্মদ আসাদুল্লার তোলা ছবি।

নগেনের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দিতে ডাক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১২ সেপ্টেম্বর : গ্রেটার নেতা নগেন রায়ের রাজবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার ডাক দিলেন দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনার ভবেশ বর্মন। শুক্রবার কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে সংগঠনের ভরা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এমনই মন্তব্য করেন। তবে শুধু নগেনই নন, গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনেরও কড়া সমালোচনা করেছেন ভবেশ। কোচবিহারের তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ এবং অভিজিৎ দে ভৌমিক এবং বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে এবং সুকুমার রায়ের কড়া সমালোচনার পাশাপাশি তাঁদের দালাল বলে অভিহিত করেন।

শুক্রবার কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে সভা করেন ভবেশপন্থী দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। সভায় সংগঠনের কয়েকশো কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সেই ভরা সভায় ভবেশ বলেন, '২০০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর খাগড়াবাড়িতে গ্রেটারের আন্দোলনে আমাদের দুজন কর্মী পুলিশের গুলি খেয়ে মারা যায়। আর তখন এই নগেন রায় ধুতি পরে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপর কোচবিহারের মানুষের টাকা শোষণ করে রাজবাড়ি বানিয়েছে। বিজেপির টিকিটে সাংসদ হয়ে কোচবিহারের মানুষের কথা ভুলে গিয়েছে। সবাই সংঘবদ্ধ হও। ওর রাজবাড়ি আমরা ধূলিসাৎ করে দেব।' বক্তব্যের শুরুতেই তিনি নগেন সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যও করেন।

তিনি আরও বলেন, 'নগেন এখানকার রাজবংশী মানুষের কোনও উপকার করেনি। ও শুধু নিজের সম্পত্তি বাড়িয়েছে।' উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'সম্প্রতি কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে ও একটা জনসভা করেছে। তাতে ও বিজেপি এবং তৃণমূলকে দেখিয়েছে আমি এত হাজার ভেড়া এনেছি। ভোটের জন্য তোমরা কে কত টাকা আমাকে দেবে বল। আপনারা এগুলি নিয়ে ভাববেন না?'

কোচবিহার

নগেনের সমালোচনাই ছিল এদিন ভবেশের বক্তব্যের মূল সুর। তিনি বলেন, 'রাজ্য নেই, কিছু নেই। আর নিজেকে চক্রবর্তী সম্রাট বলে ঘোষণা করে।

বিষয়টি নিয়ে নগেন রায়কে ফোন করা হলে তিনি 'আমি কিছু বলব না' জানিয়ে ফোন কেটে দেন। এরপর একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি আর ফোন ধরেননি।

গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন সম্পর্কে ভবেশ বলেন, '২০১৬ সালে নিউ কোচবিহারে রেল অবরোধ আন্দোলন করলাম। আমরা রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর বংশীবদন সেখান থেকে পালিয়ে গেল। ও বলল তৃণমূল থাকলে উন্নয়ন হবে। কিন্তু উন্নয়ন রাজবংশী মানুষজনের হল না। উন্নয়ন হল ওর। তৃণমূলের সঙ্গে থাকার কারণে ও রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হল। রাজবংশী উন্নয়ন ও কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হল। ২০০ রাজবংশী স্কুল হল ওর। আরও ২০০০ স্কুল করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিটি স্কুলে চারজন করে শিক্ষক অর্থাৎ ৮০০০ শিক্ষক নিয়োগ হবে। হলদিবাড়িতে প্রতিটি শিক্ষকের জন্য তিন লক্ষ টাকা করে ওর লোকজন নিচ্ছে। তাহলে ৮ হাজার শিক্ষকের জন্য কত কোটি টাকা হয়। আপনারা ভাববেন না?' বংশীবদনকে তৃণমূলের দালাল বলে ভবেশ কটাক্ষ করেন।

বিষয়টি নিয়ে বংশীবদন বলেন, 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। ভবেশ একটা পাগল। তাই ওর কথার কোনও উত্তর দিতে চাই না।'

বেলাকোবায় বেহাল নিকাশিনালা

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১২ সেপ্টেম্বর : বাজারের নিকাশিনালায় জমে রয়েছে চায়ের কাপ, প্লাস্টিক, থার্মোকল ইত্যাদি। ফলে নিকাশিনালার জল আটকে গিয়েছে। ছবিটি রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত বেলাকোবার নতুন দৈনিক বাজারের। সেই জমা জল থেকে এলাকায় ডেঙ্গির আতঙ্ক বাড়ছে। গত সপ্তাহে রাজগঞ্জ মগরাডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালে দুজন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছিল। পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া সরকার এবিষয়ে বলেন, 'শীঘ্র এলাকায় মশার উপদ্রব কমানোর জন্য স্প্রে করা হবে।'

স্থানীয় মুদিখানার ব্যবসায়ী প্রহ্লাদ দাসের অভিযোগ, 'বাজারের নিকাশি ব্যবস্থা ভালো নয়। নিকাশিনালায় জল জমে থাকায় এলাকায় মশামাছির উপদ্রব যেমন বেড়েছে, তেমনি ডেঙ্গির ভয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা।' নিকাশিনালা দিয়ে জল যেতে না পারায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফলে ক্রেতারা বাজারে আসতে চাইছেন না বলে জানান স্থানীয় চাল ব্যবসায়ী সজল দে।

নিকাশি ব্যবস্থার এই অবস্থার ফলে বৃষ্টি হলে নিকাশিনালার জল উপচে দোকানের সামনে জমে থাকে। কখনো-কখনো হাঁটুজল জমে যায়। ফলে ব্যবসায়ীরা সঠিক সময় দোকান খুলতে পারেন না বলে জানান স্থানীয় ব্যবসায়ী সনাতন সরকার।

বাজার এলাকার এই সমস্যার ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় এলাকার পড়ুয়াদেরও। এছাড়া স্কুল ছুটির সময় অভিভাবকরা স্কুলের বাইরে ওই বাজার সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। তখন তাঁদেরও দুর্গন্ধ ও মশামাছির উপদ্রব সহ্য করতে হয় বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা জবা রায়। তাঁর মতে, 'প্রশাসনের উচিত দ্রুত ওই এলাকার নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার করা।'

কংগ্রেসের স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : শহরে ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবিতে কোতোয়ালি থানার আইসির কাছে স্মারকলিপি দিল জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা কংগ্রেস কমিটি। শুক্রবার দুপুরে মহিলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল কোতোয়ালি থানায় গিয়ে এই স্মারকলিপি জমা দেয়। মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগ, বর্তমানে শহরে যে মাদকাসক্তি ও নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের অবাধ বিস্তার হচ্ছে তাতে সমাজের ওপর কুপ্রভাব পড়ছে। তরুণ, তরুণী, মহিলারা এবং এমনকি শিশুরাও এই নেশার কবলে পড়ছে। এটি কোনও একটি এলাকার সমস্যা নয়। প্রায় প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে যাচ্ছে মাদকের প্রভাব। এর বিরুদ্ধে জেলা পুলিশকে সক্রিয় পদক্ষেপ করার দাবি জানায় মহিলা কংগ্রেস।

জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী রুমা মুন্সি বলেন, 'মাদক ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই আমরা।'

সংসার সামলে দেবীর আরাধনা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রত্যেকের পুজোর বাজেট খুব একটা বেশি নয়, তবে নিয়মনিষ্ঠায় কোনও খামতি থাকে না ওঁদের। কোথাও নিয়ম মেনে মাকে ১০৮টা পদ্মই দেওয়া হয়। আবার কোথাও আন্তরিকতাই মূল। গত কয়েকবছর ধরে এভাবেই ক্রান্তির মহিলারা সংসারের কাজ সামলে পুজোর আয়োজন করছেন। ক্রান্তিতে মহিলা পরিচালিত তিনটি পুজো রয়েছে। একটি ক্রান্তি বাজারে ও একটি পালপাড়াতে, অন্যটি পার্কপাড়াতে। চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে পুজোর বাজার সবকিছুই নিজে হাতে করেন মহিলারা। সরকারি অনুদান পাওয়ায় পুজোগুলো আরও বৈচিত্র্য এনেছে।

ক্রান্তি মহিলা দুর্গাপুজো কমিটির পুজো এবছর ২৬ বছরে পা দিল। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রবীণা মঞ্জু দাস বলেন, 'আমাদের পুজোয় নিয়মের সঙ্গে কোনওভাবেই আপস করা হয় না। ১০৮টি পদ্মই মাকে নিবেদন দেওয়া হয়।' পুজোর দিনগুলোতে প্রসাদ সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পুরোনো সদস্যরা অনেকেই বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে বাজারঘাটে সব কাজেই নতুনদের সাহায্য করেন। অনেক কষ্ট করে পুজোর যাবতীয় আয়োজন করা হলেও মায়ের আরাধনায় সমস্ত কষ্ট লাঘব হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক পুষ্প বণিক।

এদিকে, পালপাড়ার দুর্গাপুজো এবার ১৫তম বর্ষে পা দিল। এবারে তাঁদের সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে ঊষা তরফদার, সীমা সরকার ও দীপিকা সরকার বিশ্বাস। এবার তাঁদের পুজোর বাজেট প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তাঁরা। চাঁদার হিসেব, প্যান্ডেলের কাজ দেখাশোনা সব কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন কমিটির সদস্যরা।

দীপিকার কথায়, 'বছরভর আমরা গ্রামের মহিলারা অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে পুজোর আয়োজন করি।' অন্যদিকে, পার্কপাড়া মহিলা দুর্গাপুজো কমিটির পুজোর এবার ১১তম বর্ষ। প্রথমে পুজো সামলাতে একটু হিমসিম খেতে হলেও এখন গোটা বিষয়টা বেশ রপ্ত করে নিয়েছেন এলাকার মহিলারা। এবার সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন যথাক্রমে গঙ্গারানি বিশ্বাস, অঞ্জনা বিশ্বাস ও উমা বিশ্বাস।

ক্রান্তি মহিলা দুর্গাপুজো কমিটির প্যান্ডেল।

এল এল পুজো এল

স্থায়ী কাঠামোয় পুজো ঝুমুরে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : থিমের পুজোর উদ্যোক্তাদের শেষমুহূর্তের আয়োজনের ব্যস্ততা চলছে। তবে ধূপগুড়িতে পারিবারিক পুজোগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঝুমুরে বসাকবাড়ির দুর্গাপুজো। এই পুজো শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে। কিন্তু বাংলাদেশের দরগ্রাম ছেড়ে এপার বাংলার ধূপগুড়িতে চলে আসে বসাক পরিবার। তবে বাংলাদেশে শুরু হওয়া পুজো এখনও একইভাবে হয়ে আসছে ধূপগুড়ির ঝুমুর এলাকার তাঁদের বাড়িতে। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, ৯০ বছর আগে বাংলাদেশে বসাক পরিবারের নরেন্দ্রকুমার বসাকের হাত দিয়ে পুজো শুরু হয়। তিনি না থাকলেও পরিবারের বাকিদের হাত দিয়ে পুজো আজও হয়ে আসছে। বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় চলে আসার সময় পুজোর কাঠামোর কিছুই আনতে পারেননি তাঁরা। তবে মাটি নিয়ে এসেছিলেন ওপার বাংলা থেকে। ওই মাটি দিয়েই প্রায় ৭০ বছর আগে ঝুমুরে প্রতিমা তৈরি করা হয়।

একইসঙ্গে শাল কাঠ দিয়ে স্থায়ী একটি কাঠামোও বানানো হয়েছে। ওই কাঠামোতেই প্রতি বছর মূর্তি গড়ে দুর্গাপুজো সম্পন্ন করা হয়। শাল কাঠের স্থায়ী কাঠামোর ওপর অস্থায়ীভাবে বাঁশের কাঠামো লাগিয়ে প্রতিমা গড়া হয়। বর্তমানে নরেন্দ্র না থাকলেও তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রকুমার বসাক ও পরিবারের বাকি সদস্য রতন বসাক, পঙ্কজ বসাক, লক্ষ্মী বসাকের হাত ধরে পুজো হয়ে আসছে। ঝুমুরের বসাকবাড়ির অন্যতম সদস্য লক্ষ্মীর কথায়, 'ওপার বাংলায় দরগ্রামে ভাশুরের হাত দিয়ে পুজোর শুরু হয়। কিন্তু গোটা পরিবার প্রায় ৭০ বছর আগে বাংলাদেশ ছেড়ে ধূপগুড়িতে চলে আসে। সেখান থেকে নিয়ে আসা মাটি দিয়েই এখানে প্রথম পুজো হয়। প্রতি বছর সাড়ম্বরে পুজোর আয়োজন করে আনন্দে মেতে ওঠে পরিবারের সকলে।'

একই দাবি করেছেন পরিবারের অপর সদস্য রতন। তিনি বললেন, 'পরিবারের ঐতিহ্য বহন করার দায়িত্ব বর্তমানে সকলের। সেটাই পালন করা হচ্ছে। যাঁদের হাত দিয়ে পুজোর শুরু হয়েছিল, তাঁরা আর নেই ঠিকই, তবে তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী পুজো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ৯০ বছরের পুজো এবার ৯১ বছরে পড়বে। সেভাবেই এবারও আয়োজন করা হচ্ছে।'

দুর্গা প্রতিমা গড়ার শালকাঠের স্থায়ী কাঠামো।

খুব যত্নে আঁকি... কুমোরটুলিতে শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

খাদান ধসে মৃত ৬

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : বীরভূম জেলার নলহাটি থানা এলাকার বাহাদুরপুর গ্রামের পাথর শিল্পাঞ্চলের পাথর খাদানে ধসে মৃত্যু হল ছয় শ্রমিকের, আহত আরও চারজন। তাদের বীরভূমের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতরা হলেন রথীন দফাদার, লালবাবু শেখ, সামিউল মোল্লা, হযরত আলি, রথু মণ্ডল, জিয়াউল শেখ। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এর আগেও রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই এলাকার পাথর খাদানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তারপরেও এই ঘটনা কী করে ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে পাথর ফাটানোর জন্য ড্রিল মেশিন দিয়ে খাদানের দেওয়ালে গর্ত করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। সেই গর্তে বিস্ফোরক ভরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথর ফাটানো হয়। যেখানে ড্রিল করা হচ্ছিল তার নীচেই কাজ করছিলেন আরও কিছু শ্রমিক। ড্রিল করার সময়েই পাথরে ধস নামে। সেই পাথরে আঘাত লেগে জখম হন দশজন শ্রমিক, তাঁদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

ওখানকার অধিকাংশ পাথর খাদনে অবৈধ বলেন জানা গিয়েছে। যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাঁদেরও নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হয় না। রাস্তার দু-ধারে মরণফাঁদের মতো খাদানগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায়ই সেখানে পথচলতি মানুষ পড়ে গিয়ে মারা যান। কিন্তু এতকিছুর পরেও বিষয়টি নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। কেউ মারা গেলে শাসকদলের নেতারা মৃতদেহ কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। মৃত শ্রমিকের পরিবারও টাকা নিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখেন, ফলে পাথর শিল্পাঞ্চলে দুর্ঘটনা জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃতের আত্মীয় কল্যাণ মণ্ডল বলেন, 'সব অবৈধ খাদান। পুলিশ, প্রশাসনের মদতে এই সমস্তটা চলছে। অবিলম্বে অবৈধ খাদান বন্ধ করতে হবে।'

বিষয়টিতে সুর চড়িয়েছেন বিরোধীরাও। সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিকের কথায়, 'এই দুর্ঘটনার জন্য প্রশাসন এবং শাসকদল দায়ী। কারণ, তাদের মদতেই দিনের পর দিন এই সমস্ত অবৈধ পাথর খাদান রমরমিয়ে চলছে। মাঝে খাদান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসক। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে ছয়টি প্রাণ অকালে চলে গেল।' এলাকার বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং বলেন, 'খবর পেয়ে হাসপাতালে এলাম। তবে কীভাবে হয়েছে বলতে পারব না।'

ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন যাদবপুরে

ছাত্রীমৃত্যুর পর জারি একগুচ্ছ নির্দেশিকা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের একটি মৃত্যুর পর টনক নড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। শনিবারই নির্দেশিকা জারি করে প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জনসাধারণের অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আনা হয়েছে। সন্ধে ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে পরিচয়পত্র দেখানো আবশ্যক। কোনও মাদক জাতীয় দ্রব্য নিয়ে প্রবেশ ও অনৈতিক কার্যকলাপ করা যাবে না। দু-চাকা ও চার চাকা গাড়ির প্রবেশের ক্ষেত্রেও বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। তাঁর মৃত্যুতে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সমস্ত জায়গায় যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নেই, তা শুক্রবার স্বীকার করেছেন সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত। ৪ নম্বর গেট থেকে ঢুকেই ডানদিকে কলা বিভাগের উলটোদিকের ঝিল থেকে পড়ুয়াকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল সিল করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এদিন পৌঁছোন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় টাস্ক ফোর্সও আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। ওই পড়ুয়ার পরিবার এখনও পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি।

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৪ নম্বর গেটের কাছে গৌরদাস বাউল ও তাঁর দলকে নিয়ে 'ড্রামা ক্লাব' একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। নিমতার বাসিন্দা অনামিকার মৃত্যুতে এদিন সহ উপাচার্য জানান, রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানের অনুমতি ছিল না। এক্ষেত্রে কত রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলেছে তার পর্যাপ্ত তথ্য নেই। ঘটনা অনুষ্ঠান চলাকালীন ঘটেছে কি না তাও তিনি জানেন না। তবে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। তবে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জলে ডুবে মৃত্যুর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। শরীরে কোনও মাদক দ্রব্য ছিল কিনা, তা জানতে ভিসেরা পরীক্ষা করা হবে। পড়ুয়াদের একাংশ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

২০২৩ সালে র‍্যাগিং কাণ্ডে মৃত পড়ুয়ার বাবাও এদিন এই ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে বিবৃতি জারি করে সিসিটিভি ও ক্যাম্পাসের অন্দরে পুলিশি নিরাপত্তার দাবি করেছেন।

কাজে দেরি নয়

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নবান্নে অর্থ দপ্তর 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে সারতে জরুরি সার্কুলার জারি করেছে। নবান্নের খবর, পুজোর সময় নিজের নিজের এলাকায় নজর রাখার পাশাপাশি বিধায়কদের আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের শিবিরগুলির সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবর রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ অমান্য

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : মেয়ো রোডে প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের সভায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতারা উপস্থিত থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিরোধী দলনেতা আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন, এই অভিযোগে বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রাজ্য।

মেয়াদ শেষ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : সোমবারই কার্যকাল শেষ হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের। ওইদিন তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবে আইনজীবীদের সংগঠনগুলি। মাদ্রাজ হাইকোর্টে ২০২১ সালের অক্টোবরে কলকাতা হাইকোর্টে বদলি হয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রথমে অস্থায়ী, তারপর স্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদে বসানো হয়েছিল তাঁকে।

কমিশনের নয়া ফরমান

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০০২-এর সঙ্গে ২০২৪-এর সর্বশেষ ভোটার তালিকা মিলিয়ে সাধারণ ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যে এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। দু-দিনের সফরে ইআরওদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি তালিকা সংশোধন খতিয়ে দেখতে কয়েকটি জেলাতেও যেতে পারেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এদিন বলেন, 'আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে এই তালিকা যাতে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়, তার চেষ্টা চলছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ব্যাপারে সমস্ত ইআরও (ডিএম) দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' রাজ্যে ২০০২-এর ভোটার তালিকাকে মাপকাঠি ধরে এসআইআর হবে। ইতিমধ্যেই সেই কথা জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। ওই ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদের নাগরিকত্বের প্রমাণস্বরূপ কোন নথি দরকার, তা নিয়ে বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মূলত এই বিভ্রান্তি দূর করতেই কমিশনের এই উদ্যোগ। এই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, 'কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের শুধু ওই ভোটার তালিকার ছবি বা নথি সঙ্গে রাখলেই হবে। কিন্তু এই নথিও গরিব প্রান্তিক মানুষের পক্ষে জোগাড় করা কঠিন হতে পারে। সেইজন্য কমিশন নিজেই এই দুটি ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, সেই ভোটারদের আলাদা করে চিহ্নিত করে ওয়েবসাইট মারফত তাঁদের জানিয়ে দিতে চায়। যাতে এসআইআর শুরু হলে নতুন করে তাঁদের কোনও তথ্যতালাশ করতে হবে না।'

১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে দেশের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি বৈঠকে বিহারের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতারা এসআইআর নিয়ে গেলো গেলো রব তুললেও বিহারের মানুষ এমনকি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এসআইআরকে স্বাগত জানিয়েছেন। গরিব মানুষের কাছে নথি না থাকার ফলে তাঁদের বেনাগরিক হয়ে পড়া নিয়ে যে আশঙ্কার কথা বলা হয়েছিল, বিহারের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দাবি, তা সঠিক নয়। কমিশন দেখেছে, নথি না থাকা ভোটারের সংখ্যা শহর এবং নগরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই বেশি।

মেট্রোয় বন্ধুর ছুরির আঘাতে খুন ছাত্র

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে বচসার জেরে ছুরির আঘাতে খুন হল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। এই ঘটনার পর কলকাতা মেট্রোয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় নিহত মনোজিৎ যাদব বরানগরের বাসিন্দা। সে বাগবাজার হাইস্কুলের ছাত্র। এদিন ৬-৭ জন বন্ধু দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর টিকিট কাউন্টারে যায়।

সেখানেই তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপরই এক ছাত্র মনোজিৎকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। বাকি ছাত্ররা তাকে উদ্ধার করে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। ঘটনার সময় স্টেশন ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন না। খবর পেয়েই তিনি এবং আরপিএফ-এর এক ইনস্পেকটর ঘটনাস্থলে যান। ওই এলাকা ঘিরে রেখেছে আরপিএফ। স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মেট্রো স্টেশনে এই ঘটনায় যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্টেশনে ঢুকলে ব্যাগ সহ প্রত্যেকের শরীরের পরীক্ষা পর্যন্ত করার নিয়ম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মতো ব্যস্ত স্টেশনে এক ছাত্র ছুরি নিয়ে প্রবেশ করল এবং অপর ছাত্রকে আঘাত করা সত্ত্বেও আরপিএফ-এর নজরে কেন এল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেট্রো কর্তৃপক্ষ কোনও বিবৃতি দেয়নি।

বঙ্গ সফরে রাহুল-প্রিয়াংকা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় আসছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াংকা গান্ধি। প্রদেশ কংগ্রেসকে নতুনভাবে গুছিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে এআইসিসি। জোট নয়, বরং সংগঠনে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সেরেছেন কেসি বেণুগোপাল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। শুক্রবারও ৩৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের সঙ্গে হাইকমান্ডের বৈঠক হয়েছে। সেখানে ছিলেন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, গোলাম আহমেদ মীর, দীপা দাশমুন্সি, প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতৃত্ব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা উপাসানা তামাং - কে 18.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34L 62838 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম না যে কীভাবে তা বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে পারবো। তারপর আসে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি, যারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার ফলে আমি সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার উপায় পেয়েছি। আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৭ সংখ্যা, শনিবার, ২৭ ভাদ্র ১৪৩২

সাংবিধানিক চেতনা

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল- উপমহাদেশের তিন দেশে গণ অভ্যুত্থানের চেহারায় যতই পার্থক্য থাকুক, চরিত্রটা মোটামুটি একরকম। স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের পরিবর্তন। অনাচার বন্ধের লক্ষ্যে সরকারকে গদিচ্যুত করা। ভারতের তিনদিকে তিন দেশে গত তিন বছরে জনগণের হাত ধরে এই রাজনৈতিক পালাবদল উপমহাদেশের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায়নি।

তবে গণ অভ্যুত্থানের পর এখনও পর্যন্ত শুধু শ্রীলঙ্কাতে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে। মাহিন্দা রাজাপাক্ষের সরকারের অবসানের পর দ্বীপরাষ্ট্রে ক্ষমতায় এসেছে দিশানায়েকের নেতৃত্বে বামপন্থী সরকার। এখনও পর্যন্ত সেই সরকারের কাজকর্ম নিয়ে শ্রীলঙ্কার জনসাধারণের বিশেষ কোনও অভিযোগ সামনে আসেনি। বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা কমেনি।

নেপালেও গণ অভ্যুত্থানের কারণে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর সরকারের পতন ঘটেছে। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসতে চলেছে। তবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি না কুলমান ঘিসিং কিংবা অন্য কারও হাতে শেষমেশ ক্ষমতা যাবে কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তিন প্রতিবেশী দেশে কমবেশি একইরকমের গণ অভ্যুত্থান ঘটায় ভারতে অনুরূপ ঘটতে পারে বলে চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রে হোক বা রাজ্যে, শাসকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ ঊর্ধ্বমুখী।

বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, রুজিরুটির সমস্যা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে খরচ বৃদ্ধির মতো সমস্যা সারা দেশকে গ্রাস করেছে। এর সঙ্গে আছে ভোট চুরি, নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সংস্থার সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাতের অভিযোগ। বিরোধীরা কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানার অভিযোগ তুলছে। দেশের নাগরিককেই নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য কাঠগড়ায় তোলায় ক্ষোভ যথেষ্ট।

আবার পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগে দুর্নীতি, শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, অভয়া-তামান্না খুনের মতো ঘটনায় অসন্তোষ যথেষ্ট। সরকারি সিদ্ধান্তের জাঁতাকলে মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলে ক্ষোভ-অসন্তোষের আগুনে বিদ্রোহের রূপ নেওয়ার বহু উদাহরণ ইতিহাসে আছে। তবে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপালের সঙ্গে ভারতের বড় পার্থক্য হল রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ। এদেশে মানুষের হাতে সবথেকে বড় অস্ত্রটি হল ভোটাধিকার।

ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আছে। এর নেপথ্যেও সংবিধান। বিআর আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচনা হয়েছিল তার প্রতিটি অনুচ্ছেদে ভারতের হাজার বছরের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিফলন। প্রতিটি পরতে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা। ভারতের সংবিধান তাই প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ষাকবচও। শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভালোভাবেই জানে, জনসাধারণ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

আজ যে শাসক, জনতার ভোটে কাল তাকে হয়তো বিরোধী আসনে বসতে হতে পারে। আজ যাকে বিরোধী বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, আগামীদিনে যে তার হাতে ক্ষমতার রাশ উঠবে না- একথা হলফ করে ভারতের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে বলা অসম্ভব। এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা উপমহাদেশের পড়শি রাষ্ট্রগুলিতে অতীতেও ছিল না। আগামীদিনে থাকবে এমন নিশ্চয়তাও নেই। ভারতে প্রতিবাদ, আন্দোলন অতীতে হয়েছে। আগামীদিনেও হবে। সেই আন্দোলনের ফলে কখনো-কখনো সরকারের পতনও হয়েছে ঠিকই। তবে সবটাই হয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও পদ্ধতি মেনে।

মহাত্মা গান্ধির দেশে সত্যাগ্রহ, অহিংস শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনের মাধ্যমে যে সরকারকে পিছু হটানো সম্ভব, সেটা কৃষকদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘটনায় প্রমাণিত। যতদিন ভারতে সংবিধান, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চেতনা অক্ষত এবং অটুট রয়েছে, ততদিন এদেশে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উথালপাথাল পরিবর্তন ঘটানো কঠিন। অসম্ভবও বটে। ভারতীয় জনতার সার্বিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের চেতনা সেক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমৃতধারা

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কী কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভালো মন্দ, জয় পরাজয় লইয়া থাকিলে কামনা বাসনা দুর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটি করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়-এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কয়জন ইহার মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন? তিনি বলেন- নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গে না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

শান্তি? ওরে শান্তি কোথায় পাবি?

জনবিক্ষোভ শুধু উপমহাদেশে হচ্ছে না। বিক্ষোভ-প্রতিবাদ আজ পৃথিবীজুড়ে। জনতা সর্বত্র ক্ষুব্ধ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো একবারেসাদা।ছোটখাটো চেহারা। মধ্যবয়সিনী। তো তিনি যখন 'ব্রেক ডিসি' স্লোগান লেখা টি-শার্ট পরে হাজার হাজার মানুষের সামনে কথা বলছেন আমেরিকার রাজধানীতে, উচ্চারণ শুনলে বাঙালি মনেই হবে না।

অবাক হবেন না, তিনি বাঙালিনীই। কেয়া চ্যাটার্জি নাম। ওয়াশিংটনের নিরাপত্তার দায়িত্ব ট্রাম্প প্রশাসন স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ সেখানকার নানা ভাষী মানুষ। ইংরেজি, স্প্যানিশে নানারকম স্লোগান লিখে আনা হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষকে শপথ নেওয়ালেন কেয়া। এক একটা করে বাক্য তিনি বলছেন। তা শুনে উচ্চারণ করছে জনতা। তিনবার বলা হল, 'উই হ্যাভ নাথিং টু লুস বাট আওয়ার চেইনস।' কার্ল মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বহুচর্চিত শেষ লাইনটা।

বাংলার শিকল ভাঙার গান মনে পড়বে, মনে পড়বে অমর লাইন। শিকল ছাড়া আমাদের হারানোর কিছু নেই।

এই ধরনের কথা বলতে বলতেই আমেরিকার রাজধানীর রাস্তায় দু'দিন আগে নেমেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। ট্রাম্প যে রেস্তোরাঁয় খাচ্ছেন, সেখানে পর্যন্ত ঢুকে স্লোগান দিয়েছেন জনা কয়েক মহিলা। প্যালেস্তাইন নিয়ে, ভেনিজুয়েলা নিয়ে।

নেপালে ক্ষিপ্ত জনতার তাড়া খেয়ে ক্যানালের জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন উপপ্রধানমন্ত্রী, হেলিকপ্টারে বাড়ির ক'জনকে নিয়ে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে পালাচ্ছেন আর এক ক্ষমতাবান নেতা। এসব দৃশ্য দেখে অনেকেরই সাফ দেশগুলোর চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মনে পড়ছে।

বাস্তব কিন্তু তা বলছে না। বাস্তব বলে, ইউরোপ-আমেরিকা সহ সব মহাদেশেই মানুষের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। পৃথিবী মোটেই সুখী নেই। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির এক কবিতার লাইন সামান্য পালটে বলা যায়, 'শান্তি? ওরে শান্তি কোথায় আছে, শান্তি কোথায় পাবি?' মুক্তিও নেই, শান্তিও নেই।

বিক্ষোভের কারণগুলো এক এক জায়গায় এক এক রকম। আবার ইন্দোনেশিয়া থেকে স্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা থেকে উগান্ডা, ভারত থেকে থাইল্যান্ড-- অনেক দেশেই প্রতিবাদের একটা কারণ সরকারের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। এবং সেই প্রতিবাদের এক এক স্টাইল।

সেদিন জার্মানিতে উগ্র দক্ষিণপন্থী পার্টি এএফডি নেতা এলিস উইডেলের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন এক টিভি সাংবাদিক। এক পার্কে খোলা মঞ্চে। হঠাৎই দেখা গেল সেখানে একটি বাস পার্ক করা। সামান্য দূরে ওই পার্টির বিরোধী সমর্থকরা গান করছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন। এবং সেই গান বাসের মাইক্রোফোন মারফত ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা পার্কে। উইডেল প্রকাশ্যে বলেন, তিনি লেসবিয়ান। তাঁর সঙ্গিনী শ্রীলঙ্কা জাত সারা বসার্ড। সারাকে দত্তক নিয়েছিলেন এক সুইস দম্পতি।

নেত্রী ভদ্রমহিলা ইন্টারভিউ দেবেন কী, তাঁর কোনও কথাই আর টিভিতে শোনাই যাচ্ছিল না ভালো করে। ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গিয়েছে, ফলে আর থামানো যায়নি। ওই অবস্থায় শোনাতে হয়েছে। কিন্তু এলিসের অধিকাংশ কথাই মানুষ শুনতে পারেনি। শুনেছে গান ও স্লোগান।

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সত্যিই কত রকম হয়, আজ তা বিশ্ব টের পাচ্ছে।

লন্ডনে এই সপ্তাহে যে বিক্ষোভগুলো হতে চলেছে, তা বিষয় বৈচিত্র্যে চোখ টানবে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মিছিল। নার্সদের পক্ষে বিক্ষোভ। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তরুণদের পদযাত্রা। গ্রেট ব্রিটেনে ফ্রি স্পিচের দাবিতে মিছিল। এত বিষয় বৈচিত্র্য ভারতের কোন শহর দেখাবে?

নেপালে যখন লন্ডভন্ড করে দেওয়া হচ্ছে পার্লামেন্ট, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোটেলে, ঠিক তখনই প্যারিসের রাস্তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে হাজার হাজার মানুষ।

শুধু প্যারিস বলাটা ভুল, গোটা ফ্রান্স জুড়েই চলল প্রতিবাদ। বিক্ষোভকারীরা হাইওয়ে আটকে দিয়েছিল, পুড়িয়ে দিয়েছিল ব্যারিকেড। জলকামান দিয়ে তাদের থামিয়েছে ৮০ হাজার পুলিশ। এখানে প্রতিবাদ ছিল প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর নানা নীতি নিয়ে। ম্যাক্রোঁ তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নতুন প্রধানমন্ত্রী করায় আরও রাগ মানুষের। প্রতিবাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ব্রেক দ্য ব্যারিয়ার'।

ফ্রান্সে তো বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে, কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে ইদানীং সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ ইউরোপ দেখেছে সার্বিয়ায়। ওখানে আবার সরকার এবং সরকার বিরোধী জনতার মধ্যে সংঘর্ষ লাগছে বারবার। বিভিন্ন শহরে। এ পক্ষ ও পক্ষকে আক্রমণ করছে বাজি, পাথর, কাচ দিয়ে।

লন্ডনের গার্ডিয়ান কাগজে এ নিয়ে সরকার বিরোধী কড়া সম্পাদকীয় বেরোনোর পর সার্বিয়ান প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুচিচ নিজে চিঠি লিখেছেন সেই কাগজে। এমনটা সচরাচর হয় না। সচরাচর কেন, কোনও দিনও এরকম শুনিনি যে, বিদেশি প্রেসিডেন্ট অন্য দেশের কাগজে প্রতিবাদে চিঠি পাঠাচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের যুক্তি, গত ৯ মাস ধরে তেইশ হাজার বেআইনি মিছিল বেরিয়েছে সার্বিয়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তবু পুলিশ নাকি কিছু করেনি। বাস্তব বলছে ছবিটা অন্য।

অ্যান্টিট্যুরিজম প্রোটেস্ট— এই শব্দটা কি আগে শুনেছেন? পর্যটকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গত এপ্রিলে মাদ্রিদ, বার্সেলোনা সহ স্পেনের ৪০টি শহরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে জনতা। তাঁদের বক্তব্য, পর্যটকরা আসায় গণহারে দাম বেড়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর ও রোজকার খরচ বৃদ্ধি, পরিবেশের দুর্দশা নিয়েই তাদের বেশি ক্ষোভ। এই ক্ষোভ শেষপর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ইতালি বা পর্তুগালে। এমনকি মেক্সিকোতেও। ট্যুরিজম প্রোটেস্ট নিয়ে একটা কথা চালু হয়েছে এখন। সেটা এই কারণেই।

ভেনিস শহরের এক তরুণী শিক্ষক মার্তা সন্তরোভার গল্প বলা যাক। তাঁর ইন্টারভিউ পড়েছিলাম ক'দিন আগে। অ্যামাজনের মালিক জেফ বেজোস যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন ভেনিসে। মার্তা ভেনিসকে বাঁচানোর জন্য নানাভাবে প্রতিবাদ করেন। তাঁর প্রতিবাদেই ভেনিসের বিখ্যাত লেগুনে ঢুকতে পারেনি বড় বড় জাহাজ। কোটিপতি বিদেশিরা রাজকীয় টেন্ট ব্যবহার করতে পারেননি। এই মার্তাই প্রশ্ন তোলেন বেজোসের রাজকীয় বিয়েতে কীভাবে ক্ষতি হচ্ছে ভেনিসের পরিবেশের। ১১ বছর আগে ভেনিসেই বিখ্যাত অভিনেতা জর্জ ক্লুনির বিয়ে নিয়ে হইচই হয় খুব। তখন মানুষ ছিল ক্লুনির পক্ষে। এবার বেজোস ছিলেন ভিলেন। মার্তার প্রতিবাদ সংগঠনের ফলে।

অনেকের মনে থাকতে পারে, গত দু'বছরে ইউরোপের কতগুলো জায়গায় কৃষকরা ট্র্যাক্টর নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। ফ্রান্সকে ছেড়ে দিন, এখন সেটা বিক্ষোভেরই দেশ। ফরাসিদের পাশাপাশি জার্মানি, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, স্পেন, ইতালি ও নেদারল্যান্ডস-- সব দেশের কৃষকরাই ছিলেন বিক্ষোভে।

ইউক্রেন যে ইউক্রেন, যুদ্ধে বিধ্বস্ত সেখানে পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ সম্প্রতি যোগ দেন মিছিলে। জেলেনস্কি ক্ষমতায় আসার পর এত বড় ধরনের বিক্ষোভ এই প্রথম। যা মনে করিয়ে দিচ্ছিল ইউক্রেনের 'অরেঞ্জ প্রোটেস্ট'কে। এখানেও কিন্তু দুর্নীতির প্রসঙ্গ জড়িয়ে। ওদেশে দুর্নীতি আটকানোর জন্য দুটো স্বাধীন সংস্থা ছিল। জেলেনস্কি সরকার করছিল কী, তাদের সরকারি আওতায় এনে ফেলেছিল। তাতেই খেপে যায় মানুষ। শেষপর্যন্ত জনগণের চাপে সিদ্ধান্ত পালটাতে হয়েছে জেলেনস্কিকে।

নেপালে 'নেপো কিড'দের বিরুদ্ধে খেপে উঠেছিল জনতা। ইন্দোনেশিয়ায় খেপে ওঠার কারণ 'কোরাপ্ট এলিট'রা। দুর্নীতিতে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল মানুষ। এর মধ্যে সরকার পার্লামেন্ট সদস্যদের মাইনে বিশাল করে দেয়। যা ইন্দোনেশিয়ার ন্যূনতম মাইনের তুলনায় ১০ গুণ। প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছিল মানুষ। তার মধ্যে পুলিশের গুলিতে একজন মারা যাওয়ায় খেপে যায় জনতা।

আফ্রিকা? সেখানে এখন সবচেয়ে বড় বিক্ষোভের নাম কেনিয়া। গতবার সেখানে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল সরকার কর বাড়ানোয়। এই জুন থেকে প্রতিবাদ এভারেস্টে ব্লগার আলবার্ট ওজওয়াংয়ের নিহত হওয়ার ঘটনায়। অধিকাংশেরই ধারণা, সরকারই মেরে ফেলেছে তাঁকে।

ওদিকে আবার মোজাম্বিকে চলছে নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে প্রতিবাদ। অ্যাঙ্গোলায় বেকারত্ব, পেট্রোলের দাম বাড়ানো। কঙ্গোতে পূর্বদিকে অশান্তির আগুন। ইথিওপিয়ায় সংবিধান পালটানো, উগান্ডায় দুর্নীতি নিয়ে মানুষ সোচ্চার।

লাতিন আমেরিকায় আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, পেরু— কোথায় মানুষ খুশি? বিক্ষোভ তো সর্বত্র। ইস্যু হয়তো আলাদা। কোথাও রাজনৈতিক অস্থিরতা, কোথাও আর্থিক অস্থিরতা। কোথাও নির্বাচনে কারচুপি, কোথাও সামাজিক পরিবর্তন বা ক্রাইম নিয়ে লোকের রাগ তীব্র।

ব্রাজিলে সব বিতর্কের কেন্দ্রে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলসোনারো। দুর্নীতির দায়ে, অভ্যুত্থান চেষ্টার দায়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জেলে পাঠিয়েছে। ঝামেলা চলছে বলসোনারো বিরোধী ও ভক্তদের। আর একটা ইস্যু মানবাধিকারের। বলা হচ্ছে, গত দু'বছরে মেরে ফেলা হয়েছে ৩০৬০ জন মহিলা ও কিশোরীকে।

পেলের দেশে যখন এসব নিয়ে উত্তেজনা, তখন মারাদোনার দেশে মার্চ থেকে চলছে তুলকালাম। পেনশন কম বলে পথে নেমেছেন প্রবীণরা, ফুটবল ক্লাবগুলোর ম্যাচে লাগাতার ঝামেলা চলছে পুলিশের সঙ্গে। এখন প্রেসিডেন্ট মিলেইয়ের বোন এবং কিছু ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। একটা বিল নিয়ে রাস্তায় অশান্তিতে পুলিশ গুলি পর্যন্ত চালিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়েও চলছে তুমুল গণ্ডগোল।

যা বুঝছি, তাতে চিন-উত্তর কোরিয়া-রাশিয়া-আরব রাষ্ট্রগুলোর মতো কিছু দেশ, যেখানে ঘরের আসল খবর কিছুতেই বাইরে যায় না, সে সব দেশ ছাড়া সব জায়গাতেই কিছু না কিছু বিক্ষোভ চলছে এখন। দক্ষিণ কোরিয়াতে মাস পাঁচেক আগে রাস্তায় জনস্রোত নেমেছিল প্রেসিডেন্টকে আদালত ইমপিচ করার পর। এখন চলছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। হুন্ডাইয়ের তিনশো শ্রমিককে আমেরিকায় আটকে দেওয়ায়।

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম প্রতিবাদ কী? স্পষ্ট ধারণা দেওয়া কঠিন। খ্রিস্টপূর্ব ১১৭০ সালে মিশরে তখন কবর তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় এক শ্রমিক অর্থ না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। তারও আগে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহুদিদের বিপ্লব ঘটেছে। ১৩৮১ সালে আবার ইংল্যান্ড দেখেছিল কৃষকদের বিদ্রোহ।

সেই সময়ের পৃথিবী কিন্তু আজকের মতো এত জটিল ছিল না। এত প্রতিবাদীও ছিল কি? মনে তো হয় না!

আজ

১৯৭৩

নেপালি বংশোদ্ভূত ভারতীয় অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

বাংলা গানের বিশিষ্ট শিল্পী ইমন চক্রবর্তী আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

অনেকের ধারণা, প্যালেস্তাইনে নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে বলা মানে আমার দেশের শাসকদলের বিরোধিতা করা। কিন্তু আমি তো কেবল হাজার শিশু ও নির্দোষদের হত্যার বিরোধিতা করেছি। আমার আশপাশের অনেকের মানসিকতায় এই হিংস্রতা প্রকাশ পায়। আমি কেবল সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি।

- অনুপর্ণা রায়

ভাইরাল/১

বাংলা ছেড়ে সদ্য গিয়েছেন বেঙ্গালুরু। হাতে গুনে দিনতিনেক হয়েছে কি না, সন্দেহ! এরমধ্যে এক্স ডটকমে কন্নড় শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে ভাইরাল রাজরাজেশ্বরী নগরের কলেজ পড়ুয়া এক তরুণ।

ভাইরাল/২

জ্বলছে নেপাল। শিরোনামে সাগরমাথার দেশ। তবে এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী নাকি আগেই করেছিলেন লাকি বিস্ট নামে এক প্রাক্তন ভারতীয় গোয়েন্দাকর্মী! গত ডিসেম্বরের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'দিনকয়েকের মধ্যে পতন হবে ওলি সরকারের।'

জনমন জনমত

ব্যক্তি আক্রোশের ওপর পরিবেশিত গান বেশিদিন টেকে না

'হুলি গানের হজম' নাকি 'শহুরে খেউড় গান'-এর আগমন? সাধারণত যাত্রাপালায় একটা 'বিবেক' নামক এক চরিত্র থাকে। সেই চরিত্রের মাধ্যমে গানের আকারে তখনকার সামাজিক ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এখনও অবশ্য কোথাও কোথাও গ্রামেগঞ্জে 'খেউড় গান'-এর প্রচলন আছে, তবে তা লুপ্ত হওয়ার পথে।

বর্তমানে সংস্কৃতির নামে 'শহুরে খেউড় গান'-এর আগমন এবং তা শুনে বর্তমান তরুণ সমাজকে উল্লসিত হতে দেখে আশ্চর্য লাগে। অপরকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমাজের বর্তমান ঘটনাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও খোঁচা দিয়ে গানের আকারে পরিবেশন করা অবশ্যই বাংলা গানের ঐতিহ্য ও মর্যাদাবিরোধী। এটা কোনও সংস্কৃতি মননের কাজ করে না। ব্যক্তি আক্রোশের উপর একটা পুরো গান পরিবেশিত হবে এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বেশিদিন স্থায়ী হবে না বলেই আমার ধারণা। বর্তমান তরুণ সমাজ একটা অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে 'হুলি গান হজম' করে বাঁচতে হবে। গঠনমূলক চিন্তাভাবনা করতে হবে। তাহলেই ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

প্রযুক্তি নির্ভরশীলতায় হারাচ্ছে মেধা

কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরটা পড়েছিলাম যে, ছাত্ররা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ ওদের এই বয়সটা কল্পনার বয়স, মুখস্থ করা বা নকল করার নয়। বাংলা রচনা কিংবা অঙ্কের কোনও সমাধান এআই সবই লিখতে পারে ঠিকভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে সেই ছাত্রটি কোথায় গেল যে সেই বিষয়ে ডুবে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তির ছুড়বে? সহজ কথায় এআই যদি সবই সমাধান করে দেয় তাহলে তো ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের বিকাশ হবে না, যা ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। কেউ কোনও বিষয় বুঝতে না পারলে এআইয়ের সাহায্যে বিষয়টা বুঝে নিতে পারে ঠিকই, কিন্তু যদি পড়াশোনার সব কাজ এআই করে তাহলে মানসিক পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। আশা করছি, তাদের অভিভাবকরা এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, না হলে গোটা সমাজের ভবিষ্যৎ ছাত্ররা না হয়ে এআই হবে।

বিনায়ক রায়, আমগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

স্বজনপোষণের অভিধানে নেপো-কিডস

নেপালের জেন জেড-এর ব্যবহৃত 'নেপো-কিডস' আসলে 'নেপো-বেবি' শব্দবন্ধের এক নতুন রূপ বা সংস্করণ।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

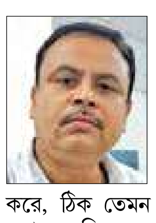

অগ্নিগর্ভ নেপালের আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশ যে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের অন্যতম হাতিয়ার সমাজমাধ্যম। যে মাধ্যমকে ব্যবহার করে তারা নিজস্ব চিন্তাভাবনার পরিধিকে একদিকে যেমন প্রসারিত করে, ঠিক তেমন নিজস্ব ভাবনাকে পরিশীলিত করে। তাই সমাজতত্ত্ববিদ এবং মনোবিদরা তাদের জেন জেড নাম দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে আন্দোলনরত জেন জেড-এর স্লোগান থেকে ভেসে আসা এক নতুন শব্দবন্ধ 'নেপো-কিডস।' শব্দটি নতুন বলে মনে হলেও এর অর্থ কিন্তু অজানা নয়। বরং খুব বেশি চেনা। এর প্রভাব সমাজজীবনে কতটা গভীরে এবং এর প্রভাবে সাধারণ মানুষ কতটা দিশেহারা, তা কেবল ভুক্তভোগীরা জানেন।

প্রথম প্রথম অনেকের মনে হয়েছিল এর উৎস বুঝি যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শব্দবন্ধটির সঙ্গে নেপালের সুদূরতম সম্পর্কও নেই। বরং সম্পর্ক রয়েছে মধ্যযুগে উদ্ভূত এক জনপ্রিয় শব্দ Nepotism-এর সঙ্গে। ল্যাটিন nepos কথার অর্থ নাতি। মধ্যযুগের পোপেরা যখন প্রভাবপ্রতিপত্তি খাটিয়ে রাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিজের আত্মীয়পরিজনকে (nephew বলা হত) জায়গা করে দিতেন, তখন সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায়কে ব্যঙ্গ করতেই নেপোটিজম শব্দটির উৎপত্তি।

আধুনিক যুগে ২০২২-এ 'নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিন' একটি কভার স্টোরি প্রকাশ করে, যার শিরোনাম, 'দ্য ইয়ার অফ দ্য নেপো-বেবি।' যেখানে দেখানো হয়েছে, দক্ষতা কম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে হলিউডের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁদের আত্মীয়পরিজনকে অন্যায়ভাবে বড় বড় কাজ পাইয়ে দিচ্ছেন। এরপর থেকেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তান ও পরিজনকে ব্যঙ্গ করতে 'নেপো-বেবি' বিশেষণ নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করে।

অতএব নেপালের জেন জেড-এর ব্যবহৃত 'নেপো-কিডস' আসলে 'নেপো-বেবি' শব্দবন্ধের এক নতুন রূপ বা সংস্করণ, যার শিকড় সেই মধ্যযুগের নেপোটিজম। সংস্করণ নতুন হলেও এর আক্ষরিক অর্থ স্বজনপোষণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। একাধারে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত অযোগ্য সন্তান ও আত্মীয়দের বিলাসবহুল জীবনযাপন, সহজেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা, সামাজিক প্রতিপত্তি, অন্যদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের চরম বেকারত্ব, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, এমনকি চাকরি হারানো ইত্যাদি তো আমাদের অত্যন্ত চেনা দৃশ্যপট।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারতন্ত্র যদি মুদ্রার এক পিঠ হয়, অপর পিঠ অবশ্যই স্বজনপোষণ। পরিবারতন্ত্রের হাত ধরেই একশ্রেণির মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। একবার ক্ষমতাসীন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারলেই কেল্লা ফতে। সংসদীয় গণতন্ত্রে উচ্চপদ, রাজনৈতিক দলের একমেবাদ্বিতীয়ম নেতৃত্ব, এমনকি যাবতীয় সামাজিক প্রতিপত্তি হাতের মুঠোয়। তাই তো পরিবারতন্ত্র এবং স্বজনপোষণ পাশাপাশি হাত ধরে হেঁটে চলে।

এর বিরুদ্ধে আমাদের কি সত্যিই কিছুই করার নেই? আমাদের শরীরে কি রাজ অনুগ্রহের রক্ত বইতে দেব নাকি লড়াই জারি রাখব- তা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। এই সামাজিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। সঠিক শিক্ষাই কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে আমাদের অধিকারবোধ। আর যদি সেটা না পারি, তবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'এক যে ছিল রাজা' শিরোনামের সেই ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটি সত্য হয়ে ওঠে। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'সিংহাসনে চোখ পড়তেই/ ওঠে সবাই আঁতকে/ রাজা না থাক, কিন্তু রাজার/ গোঁফ যে আছে আট কে।'

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৩

পাশাপাশি : ১। প্রায় অর্ধেক ৩। শরীরের সূক্ষ্মতা ৫। কৌতুক বা হাসিঠাট্টা ৭। নারীর কেশবিন্যাস ৯। আপন বলে ভাবা ১১। ধার্মিকতার ভানধারী ১৪। সমুদ্রমন্থনকালে ব্যবহৃত পর্বত ১৫। অবস্থা অনুযায়ী বিচারের ক্ষমতা।

উপর-নীচ: ১। নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে ২। অবজ্ঞা বিরক্তি প্রভৃতির প্রকাশ ৩। সরু, নরম ও ফাঁপা বাঁশবিশেষ ৪। সরাজাতীয় মাটির বড় ও গভীর পাত্রবিশেষ ৬। বোধ, উপলব্ধি ৮। বাঙালি হিন্দুর পদবিশেষ ১০। তাড়িত, আহত, ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাদিত হচ্ছে এমন ১১। বাঁকা, ঈষৎ বাঁকা, কুটিল ১২। ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের তালবিশেষ, উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগিণীবিশেষ ১৩। কোরক, কুঁড়ি, কলি।

সমাধান ■ ৪২৪২

পাশাপাশি : ১। ধমক ৩। দুম ৫। দুরি ৬। মরাই ৮। জম্বির ১০। কলাদ ১২। তুফান ১৪। দাস ১৫। কদ্রু ১৬। মন্ত্রক।

উপর-নীচ : ১। ধড়িবাজ ২। কদুত্তর ৪। মন্দিরা ৭। ইন্দু ৯। ইতু ১০। কমসম ১১। দণ্ডকাক ১৩। ফাটক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গর্তে ভরা বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ

পুজোর আগে সারাই না হলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাসিন্দাদের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : একদিকে পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে বেহাল রাস্তা মেরামত করার কাজ চলছে, অন্যদিকে ওয়ার্ডের ভালো পিচের রাস্তায় গর্ত করে ফাইবার অপটিক বসানো হচ্ছে। সেই গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট করা হলেও বৃষ্টির জলে তা নরম হয়ে আরও বিপজ্জনক আকার নিয়েছে। বিশেষ করে গত এক সপ্তাহ ধরে পুরসভার ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পিচের ভালো রাস্তার ধারে দেড় থেকে দুই ফুট গর্ত খোঁড়া হয়েছে। সেইসব গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট করা হলেও বৃষ্টির জলে ভিজে মাটি নরম হওয়ায় গাড়ির চাকা ঢুকে যাচ্ছে। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুলোচনা বিশ্বাসের কথায়, 'হাঁটতে গিয়ে ভরাট করা গর্তে পা ঢুকে গিয়েছিল। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পেয়েছি। সামনেই পুজো। তার আগে স্থায়ীভাবে গর্তগুলি ভরাট করা না হলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে।'

এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের বক্তব্য, 'পুরসভা সব ওয়ার্ডে কিছু রাস্তা নতুন করে তৈরি করছে। কিছু রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে। পুজোর আগেই বেহাল রাস্তার গর্ত বুজিয়ে ফেলা হবে। যারা মাটি খুঁড়ে ফাইবার অপটিক পাতছে, গর্ত বোজানোর দায়িত্ব সেই কোম্পানির।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের রাস্তাই গত ছয় বছর ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। প্রথমে আম্রুত জলপ্রকল্পের বড় পাইপ বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির ফলে এখনও বহু রাস্তার বেহাল দশা। তারপর কোনও এক কোম্পানির ফাইবার অপটিক বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া হয়েছিল। দুই মাস আগে আম্রুত প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ লাইন দিতে গিয়ে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু সেইসব গর্ত ভালোভাবে ভরাট না করায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে বলে জানালেন জলপাইগুড়ি নাগরিক মঞ্চের মুখপাত্র গোবিন্দ রায়।

কয়েকদিন আগেই পুজোকে সামনে রেখে জেলাজুড়ে রাস্তার গর্ত ভরাট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসক শামা পারভিন। পূর্ত, জেলা পরিষদ ও পুরসভাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিছু ওয়ার্ডে পূর্ত দপ্তর ও পুরসভার তরফে গর্ত ভরাট করা থেকে রাস্তা নতুন করে করা হয়েছে। এছাড়া কদমতলা ও মহন্তপাড়ায় রাস্তা নতুন করে করা হচ্ছে বলে কাউন্সিলার দিলীপ বর্মা জানিয়েছেন।

জোড়াতালি দিয়ে বোজানো গভীর গর্ত। জলপাইগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে।

সমস্যা যেখানে

- ২৫টি ওয়ার্ডের রাস্তাই গত ছয় বছর ধরে বেহাল
- প্রথমে আম্রুত জলপ্রকল্পের বড় পাইপ বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া হয়েছিল
- তারপর এক কোম্পানির ফাইবার অপটিক বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া হয়
- দুই মাস আগে আম্রুত প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ লাইন দিতে গিয়ে গর্ত খোঁড়া হয়
- সেইসব গর্ত ভালোভাবে ভরাট না করায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে

"হাঁটতে গিয়ে ভরাট করা গর্তে পা ঢুকে গিয়েছিল। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পেয়েছি। সামনেই পুজো। তার আগে স্থায়ীভাবে গর্তগুলি ভরাট করা না হলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে।

সুলোচনা বিশ্বাস
১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা

তারে বিদ্যুৎ সংযোগ করে মাছ ধরা চলছে মাল নদীতে। শুক্রবার অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।

মণ্ডপ পরিদর্শনের সঙ্গে পড়ুয়াদের ক্লাস নিল পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : পুজোমণ্ডপের পরিকাঠামো ও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুজো কমিটিগুলির পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে উদ্যোগ নিল পুলিশ। সেই লক্ষ্যে শুক্রবার ৩টি পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করল জেলা পুলিশ। পাশাপাশি পুজোমণ্ডপের পাশে থাকা একটি প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস নেন কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত এবং ট্রাফিক আইসি অমিতাভ দাস। তার সঙ্গে সচেতনতার পাঠও শেখালেন তাঁরা। পুলিশকে দেখে এগিয়ে এসে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন স্থানীয়রা। পুজোর আগে এই মণ্ডপ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) পার্থকুমার সিংহ, ডিএসপি (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরীও।

এদিন তাঁরা পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগার, পাতকাটা অগ্রণী সংঘ ও পাঠাগার এবং আসাম মোড় তারাপাড়া দুর্গাপুজো কমিটির পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন। পুজো কমিটিগুলির পার্কিং থেকে শুরু করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া যাতায়াতের পথ প্রশস্ত কি না, তা না হলে কী করতে হবে কমিটিগুলির সঙ্গে সেই আলোচনাও করেন পুলিশকর্তারা। তারই মাঝে পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগার পুজোমণ্ডপের পাশে পাতকাটা আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ক্লাস নেন দুই আইসি। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতামূলক একটি প্রচারও করেন।

এমন করে ক্লাস করতে পেরে বেজায় খুশি স্কুলের পড়ুয়া থেকে শিক্ষক সকলেই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরজিৎ চাকি বলেন, 'এই প্রচার অভিযানের অংশ হতে পেরে আমরা খুশি। শিশুরা এতে বেশ উপকৃত হল।' পুলিশ পুজোমণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় স্থানীয়রা কয়েকজন এলাকায় মদ্যপদের উপদ্রব নিয়ে থানার আইসিকে জানালে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এদিকে মণ্ডপ পরিদর্শন নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করতে চাইলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্মীয়মাণ মণ্ডপগুলি ঘুরে দেখার পাশাপাশি আয়োজক ও মণ্ডপ নির্মাণকারীদের সঙ্গে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কী প্ল্যান রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া মণ্ডপে প্রবেশ এবং প্রস্থানের দরজাগুলি বড় করে তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৩
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৫
ও নেগেটিভ	-	০

খাদিমেলায় পটারি প্রশিক্ষণ

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও খাদি বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় জলপাইগুড়ি শহরে ৬ তারিখ থেকে খাদিমেলা শুরু হয়েছে। মেলা চলবে ২২ তারিখ পর্যন্ত। খাদিমেলায় এবছর অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে খাদি বোর্ডের তরফে। শুক্রবার ৩টি সেল্ফ হেল্প গ্রুপের প্রায় ২০ জন মহিলাকে হাতে-কলমে শেখানো হয় পটারি। সোমবার আরও ২০ জন মহিলাকে টেরাকোটার কাজ শেখানো হবে বলে জানা গিয়েছে। মেলায় বসে এই ধরনের কাজ শেখাচ্ছেন একটি সংস্থার শিক্ষক ক্রাফটম্যান নকুল পাল।

সেল্ফ হেল্প গ্রুপের অনীতা রায় বললেন, 'আমরা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের হয়ে গ্রুপ তৈরির কাজ করি। সেই ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছিল এই ধরনের কাজ শেখানো হচ্ছে মেলায়। এই প্রথম চাকা ঘুরিয়ে চায়ের গ্লাস, প্রদীপ বানালাম। খুবই ভালো লাগল। নতুন অভিজ্ঞতা হল।'

উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, কেউ এধরনের কাজ শিখতে চাইলে তারা সাহায্য করবেন। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপের কথায়, 'মহিলারা এই কাজ শিখে স্বনির্ভর হতে পারবেন। এমন উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য।'

কর্মসূচি

মালবাজার, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার মাল থানার উদ্যোগে থানার অধীনস্থ ১৩৮টি দুর্গাপুজো কমিটির ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের কর্মসূচি আয়োজিত হয় মাল থানায়। এদিন মোট ১২৮টি পুজো কমিটির নথি যাচাই করা হয়। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বললেন, 'পুজো কমিটিগুলির তরফে আমাদের এই উদ্যোগে সহযোগিতা পেয়েছি।' শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুজো পরিচালনা করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শবদাহ করতে গিয়ে হয়রান শ্মশানযাত্রীরা

বৈদ্যুতিক চুল্লির দাবি ময়নাগুড়ি শ্মশানে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ি শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু প্রশাসনের তরফে এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেই। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের কথায়, 'গত কয়েক বছরে ময়নাগুড়ি শহরের জনসংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি খুবই প্রয়োজন। আমরা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দাবি জানিয়েছি।' যদিও ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারীর বক্তব্য, 'ময়নাগুড়ি শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি না হলেও ময়নাগুড়ি শ্মশান ও শহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়ি শ্মশান থাকায় শবদাহ করতে কোনও সমস্যা হয় না।'

শহরের মহাকালপাড়ায় একটি শ্মশান রয়েছে। আরেকটি শ্মশান রয়েছে শহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়িতে। শহরের বেশিরভাগ মৃতদেহ মহাকালপাড়ার শ্মশানেই দাহ করা হয়। এই শ্মশানটিতেই বৈদ্যুতিক চুল্লির দাবি রয়েছে। বৈদ্যুতিক চুল্লি না থাকায় প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ নিয়ে অনেক সময়ে সমস্যায় পড়তে হয় শ্মশানযাত্রীদের। তার ওপর জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে সমস্যা হয়। বর্ষাকালে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। তাছাড়া দাহ করার জন্য এখন জনবলও কমে এসেছে। ময়নাগুড়ি শ্মশানে শবদাহ করতে আসা শ্মশানযাত্রী দেবদীপ মণ্ডল বলেন, 'এখন শ্মশানে শবদাহর কাজে হাত লাগানোর মতো লোকের খুব অভাব। জ্বালানি কাঠেরও দাম অনেক। তাই বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি হলে অনেকটাই সুবিধা হবে।'

তাছাড়া শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় জনবসতি থাকায় বাসিন্দাদেরও দুর্গন্ধ সহ্য করতে হয়। তার ওপর সৎকার শেষে ছাই ও না পোড়া অংশ শ্মশান সংলগ্ন জরদা নদীতে ফেলায় দূষিত হচ্ছে নদীও। ময়নাগুড়ি শ্মশান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শুভম সেনের কথায়, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ময়নাগুড়ি শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি জরুরি। চুল্লি না থাকায় শবদাহের সময় এলাকার পরিবেশ যথেষ্ট দূষিত হয়।' তাঁর কথায় সায় জানান ওই এলাকার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ হাজরা, বাপ্পা মণ্ডল, মনোজ দাসরা।

ময়নাগুড়ি শ্মশান কমিটির সম্পাদক অলোক দত্তর বক্তব্য, 'বৈদ্যুতিক চুল্লি দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে। অনেক সময়ই দাহকাজের জন্য কাঠ পেতে সমস্যায় পড়েন শ্মশানযাত্রীরা। প্রশাসনের এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত।'

২০১২ সালে এসজেডিএ'র উদ্যোগে ময়নাগুড়ি শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর পাশাপাশি কেদারনাথের আদলে মন্দির তৈরি, শ্মশানের সদর গেট তৈরি সহ অন্যান্য কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু আর্থিক অনিয়মের কারণে কাজ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় পাঁচশো বস্তা সিমেন্ট, বেশ কয়েক টন লোহার রড রেখে ঠিকাদারি সংস্থা চলে যায়। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এখনও বিষয়টি বিচারাধীন। দীর্ঘদিন পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার সিমেন্ট ও রড। অথচ পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজারে বৈদ্যুতিক চুল্লি থাকলেও বঞ্চিত ময়নাগুড়ি।

ময়নাগুড়ি শ্মশানের এই জায়গাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর কথা ছিল।

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

উদ্যানের সামনে ছেঁড়া সচেতনতামূলক ফ্লেক্স

মালবাজার, ১২ সেপ্টেম্বর : কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ থেকে আবর্জনার স্তূপ সরানো হলেও এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হয়েছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনি এলাকায়। অভিযোগ, ওয়ার্ড কমিটির তরফে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লাগানো ফ্লেক্স ও পোস্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। নজরুল শিশু উদ্যানের সামনে একটি বড় সচেতনতামূলক ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলেছে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত। শুধু তাই নয়, অভিযোগ উঠেছে সেই এলাকাটিতে আবার নতুন করে আবর্জনা ফেলা শুরু হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ডের সুপারভাইজার দীপঙ্কর ঘটক বলেন, 'আমরা সম্প্রতি একটি বড় অভিযান চালিয়ে এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছি। কিন্তু কিছু অসাধু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে সেই চেষ্টাকে নস্যাৎ করতে চাইছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক।'

বাসিন্দা রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'এটা অসভ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওয়ার্ড কমিটিকে বলব, অবিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা করতে।' ওয়ার্ড কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা নিতে চলেছে। পাশাপাশি, যাঁরা ফ্লেক্স ও পোস্টার ছেঁড়ার কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি

মনসাগলির দুরবস্থায় ক্ষোভ বাসিন্দাদের

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে অশোকনগর মনসাগলির দুরবস্থা নিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। রাস্তায় শেষ কবে পিচের প্রলেপ পড়েছিল, অনেকেই মনে করতে পারেন না। এলাকার প্রায় সব রাস্তাই বৃষ্টি হলে নিকাশিনালার জল উপচে থইথই করে। এতে উঠে যায় পিচের প্রলেপ। এলাকাবাসী বাবলু ঘোষ বলেন, 'জানি না, কবে এই রাস্তা মেরামত হবে। তবে আমাদের দাবি, শুধু মেরামত করলেই হবে না, রাস্তা উঁচু করতে হবে। তা না হলে ফের বৃষ্টিতে জল জমে সমস্ত পিচ উঠে যাবে। ড্রেন আর রাস্তার উচ্চতা এখানে প্রায় সমান।'

১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানসী বিশ্বাস রায় বলেন, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্পে বেশ কিছু রাস্তার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এলাকাবাসী। দ্রুত সংস্কার করা হবে।'

তথ্য ও ছবি : সুশান্ত ঘোষ এবং অনসূয়া চৌধুরী

পথকুকুরকে টিকা

মালবাজার, ১২ সেপ্টেম্বর : ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব র‍্যাবিজ দিবস। তাই জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি সংস্থা জেলার পথকুকুরদের র‍্যাবিজ প্রতিরোধী ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। কর্মসূচির নাম 'মিশন র‍্যাবিজ'।

শুক্রবার মাল শহরের ডাকবাংলো থেকে পম্পা হল পর্যন্ত এলাকায় ৩০টি পথকুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। সংস্থার পক্ষে শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে প্রায় দু'হাজার কুকুরকে ভ্যাকসিন দিয়েছি। মাল শহরে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য চলতি মাসের মধ্যে মোট পাঁচ হাজার পথকুকুরকে টিকা দেওয়া।' স্থানীয় বাসিন্দা রাকেশ বসু বলেন, 'এই সংস্থার প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানাই। এই উদ্যোগের ফলে মানুষের মধ্যে র‍্যাবিজ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে।'

ছাত্রীর মৃত্যুতে প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার আনন্দ চন্দ্র কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা শ্রদ্ধা জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্যুমিছিল বন্ধ করার দাবি জানিয়ে এদিন তাঁরা কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানান। টিএমসিপি-র আনন্দ চন্দ্র কলেজের ইউনিট ইনচার্জ অনিকেত প্রসাদ বলেন, 'আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সেই সময় টিএমসিপি ক্যাম্পাসে সিসিটিভি লাগানোর দাবি জানায়েছিল। তখন এসএফআই বিরোধিতা করেছিল।'

সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : অল ইন্ডিয়া বিএসএনএল ডিউটি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সোমবার টেলিকম এক্সচেঞ্জের টেলিকম রিক্রিয়েশন ক্লাবে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সার্কেল সম্পাদক আশিস দাস। সম্মেলনের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন যুক্ত মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক উত্তম সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক প্রণব ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।

দুর্গা আসেন চতুর্থীতেই

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১২ সেপ্টেম্বর : মালবাজার শহরের বাটাইগোল বাজার সংলগ্ন রাধাগোবিন্দ মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ ছাড়াও দেবীপক্ষে দুর্গার আরাধনা হয়। সর্বজনীন পুজো হলেও অন্যান্য ক্লাবের পুজোর থেকে বেশ আলাদা এই পুজো। যেখানে শহরের অধিকাংশ ক্লাবে প্রতিমা আনা হয় পঞ্চমী বা ষষ্ঠীতে, সেখানে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সপরিবারে দেবী আসেন চতুর্থীর দিন। পঞ্চমী থেকেই শুরু হয় দেবীর পুজো। পঞ্চমীতে হয় দেবীর অধিবাস ও কল্পারম্ভ। ষষ্ঠীতে হয় বোধন।

রাধাগোবিন্দ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির ২১তম বর্ষে পুজোর থিম শিব ঠাকুরের দেশে। এই থিমের উদ্ভাবক পুজো কমিটির সদস্যা বিপাশা মিত্র। তাদের বাজেট ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। দুর্গা প্রতিমায় থাকবে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। প্রতিমা তৈরি করছেন মালবাজারের শিল্পী লক্ষ্মণ পাল। আলোকসজ্জার কাজ করবেন ময়নাগুড়ির শিল্পীরা। পুজোর তিনদিন বিভিন্ন খেলা ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে স্থানীয় তরুণী অঙ্কিতা চন্দ জানান, থিমের পাশাপাশি পুজোর নিয়মনিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় রাধাগোবিন্দ মন্দিরে। পুজো কমিটির সভাপতি শংকরী পালের কথায়, শহরের অন্যতম কম বাজেটের সেরা থিমের পুজো হয় এখানে। অষ্টমীতে হয় ভোগ প্রসাদ বিতরণ। পুজোর চারদিন বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দেওয়া হয় এখানে বলে জানান সম্পাদক দীপঙ্কর সরকার। কমিটির সদস্যা দেবশ্রী রায়ের কথায়, 'পুজোয় ঘুরতে এসে অনেকেই তাঁদের সমস্যার কথা আমাদের জানান। সেইসব বিবরণ নিয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।' বিনামূল্যে আইনি পরিষেবার এই চিন্তাভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মালবাজারের আইনজীবী অর্ক সরকার।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাইরে চলছে প্যান্ডেলের কাজ।

এল এল পুজো এল

দক্ষিণায়ন ক্লাবে হোয়াইট প্যালেস

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : ভৌগোলিক নিয়মে আফ্রিকা মহাদেশের অংশ। তবু ভারত মহাসাগরের বুকে জেগে থাকা দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাসের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যতটা মজবুত, ততটাই পুরোনো। বিহার এবং এদেশের অনেক রাজ্যের সঙ্গে সেই দেশের মানুষের নাড়ির টান। সেই টানেই এবার ধূপগুড়ির দক্ষিণায়ন ক্লাবের পুজোয় থাকছে মরিশাসের ছোঁয়া।

এই বছর ক্লাবের ৫৭তম দুর্গাপুজোর আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে মরিশাসের হোয়াইট প্যালেসের আদলের সেজে ওঠা মণ্ডপ। রথযাত্রার দিন থেকে শিল্পী বিশ্বজিৎ সাহার তত্ত্বাবধানে চলেছে প্রস্তুতি। নির্মাণশিল্পীদের একাংশ যখন ব্যস্ত ক্লাব ময়দানে ৯০ ফুট উঁচু এবং ৮০ ফুট চওড়া মণ্ডপ নির্মাণে তখন ক্লাবের অন্দরে গত ২ মাস ধরে চলছে মণ্ডপসজ্জার কাজের পরিকল্পনা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দক্ষ শিল্পীরা লোকচক্ষুর আড়ালে বাঁশ, কাগজ এবং ডালপালা দিয়ে হোয়াইট প্যালেসকে জীবন্ত করে তোলার কাজ করছেন। মণ্ডপ ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বজিৎ বলেন, ১ বছর আগে ক্লাবকর্তারা মণ্ডপসজ্জা চূড়ান্ত করেন। এরপর মডেল বানিয়ে প্রস্তুতি শুরু করি আমরা। মণ্ডপ সাদা রঙের হওয়ায় কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা বেশ চ্যালেঞ্জের বিষয়। পরিশ্রমে সকলের মনে দাগ কাটার মতো কাজ হতে চলেছে এবারে। মণ্ডপের বাইরে এবং ভেতরের ফিনিশিংয়ের কাজ চলছে। দুধসাদা মণ্ডপের শোভা বাড়াতে বনেদি সাজের বিশাল দেবীপ্রতিমা গড়ছেন উত্তরের স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী দয়াল পাল। সেই কাজও শেষ হওয়ার পথে। পুজোর অনেক আগেই প্রতিমা মণ্ডপে চলে আসবে। আভিজাত্যের সঙ্গে মানানসই সাজে এবারে দেবীমূর্তি থাকবে দক্ষিণায়নে। পুজোর দিনগুলিতে আনন্দমেলার আয়োজন চলছে। তৃতীয়ায় খুলে দেওয়া হবে আয়োজন। তার আগে দিনরাত কাজ চলছে দক্ষিণায়নে।

আটখানি সুসজ্জিত গেট, একাধিক তোরণে সেজে উঠছে মণ্ডপ সংলগ্ন বিডিও রোডের বিশাল অংশ। পুজোর সন্ধ্যায় হবে অনুষ্ঠান।

ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক সুবোধ দাস বলেন, 'ধূপগুড়ি এবং জেলায় দক্ষিণায়ন ক্লাবের যে সুনাম রয়েছে তা বজায় রাখতে সারাবছর ভাবনায় থাকেন সদস্যরা। বছরভর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে আয়োজন তা সকলকে আনন্দ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

দক্ষিণায়ন ক্লাব ময়দানে হোয়াইট প্যালেসের নির্মাণকাজ চলছে।

দর্পণ নাট্য সংস্থার নাটক সমান্তরাল-এর একটি দৃশ্য।

আয়নায় সমাজদর্শন

ব্যর্থ প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতি থেকে এক অদ্ভুত সম্পর্কের সূত্রপাত। শিলিগুড়ির দর্পণ নাট্য সংস্থার ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত নাট্য উৎসবে দর্শকরা এমন অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করলেন। সাক্ষী ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো

শিলিগুড়ির দর্পণ নাট্য সংস্থা তাদের ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের নাট্য উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সুবীরকুমার চৌধুরী ও অনীতা সাহার স্মরণে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গার্গী বসুর পরিচালনায় সুরঙ্গনা সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার অভয়া বসু ও রানা দে সরকার।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে শহিদুল হক খোকনের কাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক ছিল 'সমান্তরাল'। বিষয় ব্যর্থ প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতি। জমিদার তাঁর মেয়ের সঙ্গে কলেজের সহপাঠী মাতৃ-পিতৃহীন এক ছেলের প্রেম মেনে নিতে পারেননি। তাই কৌশল করে এই প্রেম ভেঙে দেওয়া হয়। ২৫ বছর পর আবার দুজনের দেখা হয় এক স্টেশনে। ছেলেটি সেই স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। কথা বলে তাঁরা দুজনেই বুঝতে পারেন এখনও দুজনে দুজনকে ভালোবাসেন। তাই কেউ বিয়ে করেননি। প্রেমিকা আবার একসঙ্গে চলার আহ্বান জানান। প্রেমিক আর সেই হাতছানিতে সাড়া দিতে পারেন না। ট্রেন আসে। প্রেমিকা মনে ব্যথা নিয়ে চলে যান নিজের গন্তব্যে।

কোনও গভীর ভাবনা বা তত্ত্বকথা নেই। সোজাসাপটা গল্প সরাসরি দর্শকের কাছে সফলভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন দর্পণের শিল্পীরা। নাটকের রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন কমলেশ রায়। তিনি ছাড়াও এ নাটকে অন্য কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন অলকা চক্রবর্তী, পৃথ্বীজিৎ রায়, মৌপ্রিয়া বড়ুয়া, উদয়শংকর ভট্টাচার্য, প্রণব বড়ুয়া, অরুণাংশু দেওয়ানজি, দেবী সরকার, শুভশ্রী বড়ুয়া, শম্পা ঘোষ ও শ্রেয়স ঘটক। এদিন মঞ্চে সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অতনু চৌধুরী।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ছিল দুটি নাটক এবং একটি শ্রুতিনাটক। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় বর্ণালি বিশ্বাসের উদ্বোধনী নৃত্য দিয়ে। তাঁর অন্তরঙ্গ পরিবেশনায় নজর কাড়েন বর্ণালি। এদিনের প্রথম নাটক ছিল 'ভদ্দর লোকের মা'। কাহিনী বনানী মুখোপাধ্যায়ের। সামগ্রিক পরিকল্পনা আর একক অভিনয়ে ছিলেন অলকা চক্রবর্তী। পরিচালনায় পৃথা সেন। এককথায় হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো অভিনয়। এই নাটকে মাঝবয়সি কাজের মাসি গোলাপি বালার চরিত্রকে মঞ্চে আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দিয়ে পরতে পরতে মেলে ধরেছেন তিনি। গোলাপি বালা সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। ভাগ্য তাঁকে কাজের মাসি করে এনে তোলে কলকাতার এক বাবুর ফ্ল্যাটে। সেখানে থাকেন এক ভালো মনের দাদাবাবু। গোলাপি এই বাড়ি এবং দাদাবাবুকে নিজের মানুষ হিসেবেই দেখেন। দাদাবাবুও গোলাপির শাসন কখনো-কখনো হাসিমুখেই মেনে নেন। সেই দাদাবাবু দুর্ঘটনায় পড়ে নার্সিংহোমে গোলাপিকে মা বলে পরিচয় দেন। নতুন পরিচয়ে গোলাপি দাসী থেকে দেবী হয়ে ওঠেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি এখন ভদ্রলোকের মা।

সমবেত উপস্থাপন।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'ন হন্যতে'-র প্রযোজনা শ্রুতিনাটক 'খেলা ভাঙ্গার খেলা'।*

পরের শ্রুতিনাটক ছিল 'ন হন্যতে'-র প্রযোজনা 'খেলা ভাঙ্গার খেলা'। নাটক চন্দন সেনের। শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে এই নাটকের অভিনয়ে ছিলেন অলকা চক্রবর্তী, সঞ্জীব ঘোষ, হৈমন্তী মজুমদার ও নন্দিতা সিনহা। এই নাটকের অন্তর্নিহিত বার্তাও শিল্পীরা দর্শকদের কাছে ভালোভাবেই আমাদের স্বরাভিনয়ের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

এদিনের সবচেয়ে নজরকাড়া নাটক ছিল কিরণ মৈত্রের 'যা তারা পারেনি'। সহায়সম্বলহীন ফুটপাথের ভিখারির গায়ে চকচকে নতুন রঙিন কম্বল কেন? এই প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছে চোর বিশ্বনাথকে। এমন আশ্চর্য কাণ্ডে সে অবাক। তারপর এই কম্বল হাতানোর নানা ফন্দি করে সে। সব চেষ্টাই বিফল হলে ভয় দেখায়। শেষে ঘটনা পরম্পরায় এক মানবিক বোধ তাকে অন্য এক মানুষে উন্নীত করে। কমলেশ রায় ও প্রণব বড়ুয়ার অসাধারণ অভিনয়ে এই নাটক অন্য মাত্রা পেয়েছে। কমলেশ এই নাটকেরও নির্দেশনায় ছিলেন।

দর্পণের সদস্যরা ছাড়াও দু'দিন ধরে অনুষ্ঠানের নেপথ্য সহযোগিতায় ছিলেন রূপসজ্জায় শক্তিপ্রসাদ আইচ ও আলোয় শংকর চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন কাঞ্চন ঘোষ। সব মিলিয়ে দু'দিনের অনুষ্ঠানে দর্পণ নাট্য সংস্থা এবার সমাজের সামনে যেন আয়না তুলে ধরল।

সূর্য সেন পার্কে প্লাস্টিক বর্জনের ডাক দিয়ে সায়ন্তন পালের নাটকে শিল্পীরা।

চায়ের সঙ্গে চাই

পরিবেশ নিয়ে গভীর ভাবনা ভাবছেন নবীনরাও। তাই মজার ছলে পরিবেশ নিয়ে সময়োপযোগী বার্তা দিতে 'চায়ের সঙ্গে চাই' নামে একটি নাটক লিখেছেন উত্তালের নবীন প্রজন্মের নাট্যকর্মী সায়ন্তন পাল। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল থিম ছিল 'বিট প্লাস্টিক পলিউশন'। আর স্লোগান ছিল 'এন্ড প্লাস্টিক পলিউশন'। এই বিষয়কে উপজীব্য করেই প্লাস্টিক ব্যবহারের ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে শিলিগুড়ির মানুষকে সচেতন করতে উত্তালের নাটক 'চায়ের সঙ্গে চাই'। সম্প্রতি শহরের দুই প্রান্তে নাটকটি প্রযোজিত হয়েছে। শহরের উত্তর প্রান্তে প্রথম প্রযোজনাটি হয় মহানন্দার তীরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 'চেতনায় নদী ও প্রকৃতি' উৎসবে। সূর্য সেন পার্কে তিনদিনের এই উৎসবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই নাটক। অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে মজাদার ও রসগ্রাহী করে চারটি চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী এই নাটকের বার্তা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অভিনয়ে ছিলেন শ্রেয়া দত্ত, দুর্গাশ্রী মিত্র, শুভম চক্রবর্তী এবং শ্যাম ভট্টাচার্য। আবহ প্রক্ষেপণে ছিলেন সুরজিৎ দাস। পরে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দেশবন্ধুপাড়ায় 'নৃত্যমঞ্জিল' ও 'আমরা অপরাজিতা'-র আয়োজনে মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও নাটকটির প্রযোজনা হয় এবং সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

- ছন্দা দে মাহাতো

জমজমাট পঞ্চম

নৃত্যমঞ্জিল ও আমরা অপরাজিতার আয়োজনে 'কৃষ্টি কল্প' আঙিনায় পঞ্চম মাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাইকে মাতিয়ে দিল। সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আমরা অপরাজিতার শিল্পীদের দুটি অসাধারণ দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন জয়ন্ত বসাক। আগমনী গান পরিবেশন করেন শিল্পী সারদা গুহ দেব। নৃত্যশ্রী ডান্স অ্যাকাডেমি ও পাইওনিয়ার-এর শিশুশিল্পীরা নৃত্যের তালে তালে মাতিয়ে তোলে উপস্থিত দর্শকদের। পরিচালনায় ছিলেন অপর্ণা পাল ও চন্দ্রিমা ঘোষ। জুঁই ভট্টাচার্যর প্রশিক্ষণে অসাধারণ সমবেত আবৃত্তি সংগীত সহযোগে পরিবেশন করে ছন্দবাণীর শিল্পীরা। 'ন হন্যতে'-র শিল্পীরা শ্রুতিনাটক 'অন্য মায়ের গল্প' পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন। তাতে ছিলেন নন্দিতা সিনহা ঘোষ, জুঁই ভট্টাচার্য এবং বর্ণালি বিশ্বাস। সবশেষে অণুনাটক 'গুরুদেব' মঞ্চস্থ করে নান্দনিক নাট্য সংস্থা। নির্দেশনায় ছিলেন সাত্যকি চক্রবর্তী।

পরপর অনুষ্ঠানের ডালি সাজিয়ে দেন শ্রাবণী চক্রবর্তী। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও গাছ দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন জুঁই ভট্টাচার্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মূকাভিনয়ে মাত

জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের উদ্যোগে কিছুদিন আগে আয়োজিত হল 'জাতীয় মূকাভিনয় উৎসব'। এই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছিল। মূকাভিনয় ও মূকনাট্য পরিবেশনের পাশাপাশি ছিল মূকাভিনয় বিষয়ে চিত্রকলা প্রদর্শনী, কর্মশালা, আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানের শুরুর দিন ছিল আলপনা প্রতিযোগিতা। মূকাভিনয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পী নির্মল চন্দ। প্রদর্শনীতে শামিল হন উইঙ্গস আর্টিস্টস গ্রুপের ১৩ জন শিল্পী। দ্বিতীয় দিন জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবের সূচনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনেতা, নাট্যশিক্ষক পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী ও অন্যরা। জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের 'আনন্দের পাঠশালা' বিভাগের খুদে শিল্পীরা পরিবেশন করে সুকুমার রায়ের কাহিনী অবলম্বনে মূকনাট্য 'পাগলা দাশু'। মূকাভিনয় পরিবেশন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনেতা শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। মহারাষ্ট্র থেকে আগত মূকাভিনেতা কুশীল মটলিঙ মঞ্চ মাতান তাঁর মূকাভিনয়ে। এর পাশাপাশি ছিল যোগনৃত্য পরিবেশনও। মূকনাট্য 'ওলট পালট' পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নেন অসমের মূকাভিনেতা প্রণবজ্যোতি হিরু।

জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবের একটি মুহূর্ত।

উৎসবের শেষদিন 'সফদর হাসমি ও তাঁর থিয়েটার' বিষয়ে আলোচনা করেন দিল্লি জননাট্য মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রথীন দাস। পঙ্কজ রায়ের নির্দেশনায় মূকাভিনয় পরিবেশন করে জলপাইগুড়ির প্রয়াত মূকাভিনেতা রতন সরকার প্রতিষ্ঠিত জলপাইগুড়ি মূক মঞ্চ। পরে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন মহারাষ্ট্রের মূকাভিনেতা সংকেত খেদকার। সাদাত হাসান মান্টো-র কাহিনী অবলম্বনে সব্যসাচী দত্তর নির্দেশনায় উদ্যোক্তা সংস্থার নবতম মূকনাট্য 'কালবেলা' পরিবেশিত হয়। প্রচুর প্রশংসা কুড়োয়। শেষে আলপনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি ও চিত্রশিল্পীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

–অনসূয়া চৌধুরী

কবিপ্রণাম

জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর আয়োজনে নাচে-গানে নাটকে কবিতায় পালিত হল কবিপ্রণাম। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্য অর্পিতা চক্রবর্তী। মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর শিশু-কিশোর বিভাগ ও অভিভাবকদের পরিবেশনায় ছিল- ঋতুরঙ্গ। শিশুদের নাট্যচর্চায় নিয়ে আসার ফাঁকে একদিন যে নিজেদেরও কোনওদিন মঞ্চে উঠতে হতে পারে তা কোনওদিন ভাবেননি তাপসী সরকার, টুম্পা মালাকার, কল্যাণী ধর, দীপা দত্তের মতো অভিভাবকরা। শ্রেয়া পাল, অনুষ্কা মালাকার, প্রিয়াংকা সাহা, পল্লবী দাস, রুপা খাতুনদের নাচের সঙ্গে ভাষ্যে ছিলেন তাদের অভিভাবকরা। আবৃত্তি কোলাজ পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্য সুমন্ত রায়, গৌরব চক্রবর্তী, রুশিকা মণ্ডল, ইয়ান ধর, রীতিকা দত্ত, সস্মিত ঘোষ প্রমুখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বদনাম নাটক অবলম্বনে 'সৌদামিনীর কথা' পরিবেশন করেন নির্দেশক তথা অভিনেত্রী রিনা ভারতী। সমবেত সংগীত পরিবেশন করে সৃজা সংগীত গোষ্ঠী। আবৃত্তি কোলাজে ছিল কথাঘর (বাচনিক সংস্থা)-এর শিল্পীদের পরিবেশনা। নৃত্য পরিবেশন করেন সৃজনী, নৃত্যমালঞ্চ ও নৃত্য দর্পণের শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মৌসুমি কুণ্ডু।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

৭ পুরস্কার

কলকাতার অনীক নাট্য সংস্থা হলদিবাড়ি কোলাজের সহযোগিতায় এবারে তাদের ২১তম আন্তঃবিদ্যালয় বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল হলদিবাড়িতে। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় কোচবিহারের দুটি বিদ্যালয় পেল অভাবনীয় সাফল্য। কোচবিহারের সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল অর্ণব মুখোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'এই আদি এই অনন্ত' মঞ্চায়ন করে অধিকার করেছে সাতটি পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও নাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছেন অর্ণব মুখোপাধ্যায়। এছাড়া প্রথম চারটি অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে কুণাল রায়, অনীক দে, সাগর দাস এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কোচবিহারের নীলকুঠি সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাইস্কুল দ্বিতীয় প্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছে তাদের নাটক 'দ্রৌপদী' মঞ্চায়নের মাধ্যমে। তারা পেয়েছে আরও পাঁচটি পুরস্কার। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নির্দেশকের পুরস্কার পেয়েছেন মাধুরী বরগাঁও। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার দখলে রেখেছে যথাক্রমে বিজয়েতা মহন্ত, পম্পি বর্মন ও দীপিকা পাল। সদর গভর্নমেন্টের নাটকে যেমন অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি সিস্টার নিবেদিতার নাটক সমাজের অবহেলিত শ্রেণির নিজস্ব অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কথা শুনিয়েছে।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

পত্রিকা প্রকাশ

আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক সংস্থার উদ্যোগে সংস্থার বার্ষিক পত্রিকা 'সায়াহ্নে'-এর উন্মোচন হল মায়া টকিজ রোড এলাকায়। পত্রিকার এই সংখ্যায় সংস্থার সদস্যরাই লিখেছেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার চারজন বরিষ্ঠ সদস্যকে সংর্ধনা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এসএফআইয়ের ফালাকাটা ৩ নম্বর লোকাল কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি সৃজনী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। শিক্ষক রাধাগোবিন্দ মোদক এটি প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও জটেশ্বর চৌপথি প্রাঙ্গণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। পত্রিকার এই সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন এসএফআই ফালাকাটা ৩ নম্বর লোকাল কমিটির সভাপতি অনির্বাণ ভৌমিক ও সম্পাদক স্নেহাশিস বণিক।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও শান্ত বর্মন

শারদ সংখ্যা

সম্প্রতি বর্ণমালা পত্রিকার উদ্যোগে দিনহাটার ভেটাগুড়ির চৌপথি উচ্চবিদ্যালয়ে এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল 'শারদীয় বর্ণমালা'-র ১৪৩২ সংখ্যা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোকসাহিত্যিক রমণীমোহন বর্মা, কবি উত্তম চৌধুরী, কবি অজিতকুমার দত্ত, ছড়াকার উপেন রায়, বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার শ্যামলকৃষ্ণ বর্মন প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পত্রিকার সম্পাদক সমীর পাল। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সাহিত্যিক সুনীল সাহাকে পুরস্কৃত করা হয়। কবিতার জগতে বিশেষ অবদানের জন্য কবি সঞ্জয় সোম ও মানিক সাহা পুরস্কৃত হন। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন সঞ্জয় সোম, মানিক সাহা, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, বিদ্যুৎকুমার পাল, অমল দাস, তপন বসাক, শৈলেন দাস, শম্পা দত্ত দে, বৈদ্যনাথ দত্ত, রবীন্দ্র মণ্ডল, রাকেশ বর্মন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অভিজিৎ দাশ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

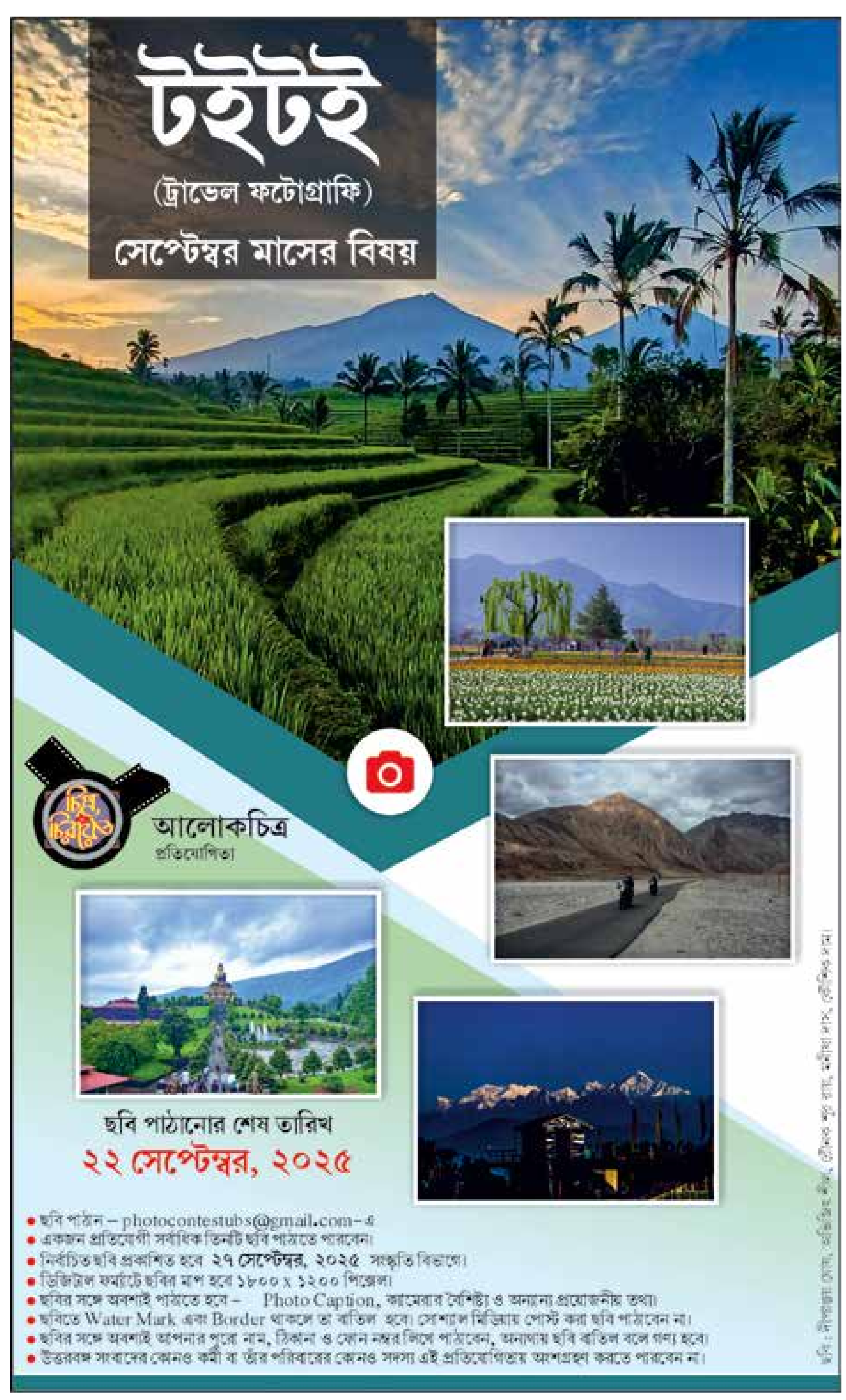

অণুনাটকে পুজোর আমেজ

অণুনাটকের আয়োজনে আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়িতে আগেভাগেই পুজোর আমেজ হাজির।

তমোজিৎ রায় রচিত ও নির্দেশিত কোচবিহার ব্রাত্যসেনা নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে 'সঞ্জয় উবাচ'। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দেশের প্রথম সাংবাদিক সঞ্জয়ের চরিত্র এখানে তুলে ধরা হয়। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করেছিলেন সঞ্জয়। তাঁকেই ভারতের প্রথম সাংবাদিক বলা হয়। ৩০ মিনিটের নাটকে অতীত ও বর্তমানের সাংবাদিকের চরিত্র তুলে ধরা হয়। আয়োজক পলাশবাড়ি ভাবনা নাট্যম পরিবেশন করে 'লড়াই' নাটক। রতনকুমার চৌধুরী নির্দেশিত এই নাটকে তিনজন মহিলা ট্রেনযাত্রীকে তুলে ধরা হয়। ঘরে-বাইরে মেয়েরা আজ সুরক্ষিত নয়। কোথাও সংসারের অভাব দূর করতে স্ত্রীকে ব্যভিচারী বানানো হচ্ছে। আবার কোথাও পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে সম্পর্ক করে নিজের স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে। তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে নারীদের লড়াইয়ের কাহিনী ২২ মিনিটে ফুটিয়ে তোলা হয়।

পলাশবাড়িতে আয়োজিত অণুনাটক উৎসবের একটি মুহূর্ত।

আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠী নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত নাটক ছিল 'কাঁথা'। সিন্টু দত্ত নির্দেশিত ২৫ মিনিটের এই নাটকে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের কথা তুলে ধরা হয়। কলকাতার দমদমের স্বপ্নিল নাট্য সংস্থা ৫৩ মিনিটের 'ভ্রূণ' নাটক পরিবেশন করে। উদয় রাও নির্দেশিত এই নাটকে ভ্রূণহত্যাকে কেন্দ্র করে। ভ্যানরিকশাচালকের স্ত্রী যাত্রাদলের অভিনেত্রী। স্বামী চায় সন্তান। কিন্তু যাত্রায় অভিনয়ের সূত্রে স্ত্রী তাতে রাজি নন। তবু একসময় অন্তঃসত্ত্বা হন স্ত্রী। তখন যাত্রায় প্রধান নায়িকার অভিনয়ের টানে গর্ভপাত করিয়ে নেন তিনি। এদিকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই সন্তানটির সন্ধানে দিশেহারা পরিস্থিতি হয় রিকশাচালক স্বামীর। চার নাটকের মাধ্যমে অনেক কিছুই মিলেমিশে একাকার।

–সুভাষ বর্মন

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

সময় বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে অয়নের জামিন খারিজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি কোনও সাধারণ মামলা নয়, শুক্রবারের শুনানিতে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি পিএস নরসীমা বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ মামলা নয়। এখানে ওএমআর শিট বিকৃত হয়েছে, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে, বহু যোগ্য প্রার্থী চাকরি পাননি। এখনও তদন্ত শেষ হয়নি, একাধিক পৌরসভার তদন্ত বাকি।'

শুক্রবার পৌর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি পিএস নরসীমা ও বিচারপতি অতুল এল চান্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানায়, এই মুহূর্তে তাঁকে জামিন দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে হুগলির এই ব্যবসায়ী-প্রোমোটারকে।

এদিন অয়ন শীলের জামিনের আবেদন জানাতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী মিশা রোহতোগির যুক্তি ছিল, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেয়েছেন, সেখানে এই মামলায় আড়াই বছর তদন্ত সত্ত্বেও মাত্র একটি চার্জশিট জমা পড়েছে। তিনি আরও বলেন, ৩৭ জন সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ করা বাকি, ১৬টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ৫টির তদন্ত শেষ হয়েছে। তাই তিন মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হোক।

সিবিআই আদালতে দাবি করে, ইতিমধ্যে ১৫টি পৌরসভার তদন্ত শেষ। ওএমআর শিট বিকৃতির ঘটনায় আরও কিছু অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা বাকি। তদন্তে বহু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা এই মামলার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। সিবিআই তাই তদন্ত শেষ করতে ছ'মাস সময় চায়। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর আদালত নির্দেশ দেয়, ছ'মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। এরপর অয়ন শীল ফের জামিনের আবেদন করতে পারবেন।

অয়ন শীলকে প্রথমে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল শিক্ষক-অশিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

> এটা কোনও সাধারণ মামলা নয়। এখানে ওএমআর শিট বিকৃত হয়েছে, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে, বহু যোগ্য প্রার্থী চাকরি পাননি।
>
> **পিএস নরসীমা**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

ছ'সপ্তাহে কার্যকর করতে হবে রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ফের কড়া অবস্থান নিল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, ডিএলএড (ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন) প্রশিক্ষণরত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে কোনও অবস্থায় কার্যকর করতে হবে। বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই রায় কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারকে সর্বোচ্চ ছ'সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে।

২০২২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যে ১১,৭৬৫টি প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। তাতে ২০১৪ এবং ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোট ৯,৫৩৩ জনকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এমন অনেক টেট উত্তীর্ণ ছিলেন যাঁরা ২০২০ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণ শুরু করলেও ২০২২ সালে নিয়োগের সময় প্রশিক্ষণ সমাপ্তির শংসাপত্র পাননি। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে তাঁরা শংসাপত্র হাতে পেয়ে যান। এনসিটিই-র (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন) নিয়ম অনুযায়ী ডিএলএড প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ সম্ভব নয়। তাই তাঁদের নিয়োগে সমস্যা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাঁদের নিয়োগের চেষ্টা করলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তা মঞ্জুর করেছিলেন। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। এরপরই ডিএলএড প্রশিক্ষণরত প্রার্থীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

৪ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই বহাল রাখে। এর ফলে রাজ্যে ২,২০০-রও বেশি শূন্যপদে ডিএলএড প্রশিক্ষণরত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের রাস্তা খুলে যায়। এখনও পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীরা।

বিচারপতি নরসীমা কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে বলেন, 'আপনারা বারবার নিজেদের অবস্থান বদলাবেন না। আমাদের নির্দেশ পালন করতেই হবে। এই রায় কার্যকর করতে হবে এবং তা করতে হবে ছ'সপ্তাহের মধ্যে।' বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণের পর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত আদালতকে আশ্বস্ত করেন যে, রাজ্য সরকার অবশ্যই শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ করবে। এদিকে এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত বিকাশ পাত্র আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানিয়েছে, 'আপনি অযোগ্য। আমাদের কিছু করার নেই।'

তিন প্রাক্তনীর সঙ্গে নতুন উপরাষ্ট্রপতি। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ অনুষ্ঠানের পর খোশমেজাজে তাঁরা।

এআই ভিডিয়োয় চর্চায় হীরাবেন, শুরু তর্জা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : তিনি ইহলোক ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন বহু আগেই। কিন্তু তারপরও বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে অন্যতম ইস্যু হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা হীরাবেন মোদি। সম্প্রতি বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে একটি এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নির্ভর ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে।

৩৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর ধাঁচে তৈরি একটি চরিত্র যাঁর নাম সাহেব। তিনি রাতে শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপন মনে তিনি বলছেন, 'আজকের ভোট চুরি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি শুতে যাই।' তাঁর পাশেই রাখা রয়েছে ভোটার তালিকা, ইভিএমের বাক্স। ঘুমোনোর সময় সাহেব তাঁর বৃদ্ধা মাকে স্বপ্নে দেখেন। প্রয়াত হীরাবেনের আদলে তৈরি ওই চরিত্রটি ছেলেকে তিরস্কার করে বলছেন, 'বাবা আমার, প্রথমে তুমি আমাকে নোটবন্দির লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর আমার পা ধোয়ার রিল বানিয়েছিলে। আর এখন বিহারে আমার নামে রাজনীতি করছ। অপমানজনক ব্যানার পোস্টার ছাপালে। তুমি আবার বিহারে নাটক করার চেষ্টা করছ। রাজনীতির নামে আর কত নীচে নামবে?' এরপরই ঘুম ভেঙে যায় প্রধানমন্ত্রীর আদলে তৈরি চরিত্রটির।

স্বাভাবিকভাবেই এমন ভিডিও সামনে আসতেই রে রে করে উঠেছে বিজেপি। এর আগে রাহুল গান্ধির ভোটার অধিকার যাত্রার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মাকে অপমান করা হয়েছে বলে সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক্সে লেখেন, 'জনতার দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কংগ্রেস মরিয়া হয়ে গিয়েছে। বিকৃত মানসিকতা নিয়ে প্রতিদিনই নীচে নামার নতুন রেকর্ড তৈরি করছে তারা।' আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্যের অভিযোগ, রাহুল গান্ধির নির্দেশেই প্রধানমন্ত্রীর মাকে অপমান করা হয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ মানেনি কংগ্রেস। দলের নেতা পবন খেরার পালটা বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর মায়ের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে কোথায়? আমাকে একটা শব্দ, একটা আচরণ দেখান যেখানে অসম্মানজনক কিছু বলা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকদের কর্তব্য। উনি শুধু তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এবার যদি সেই সন্তান ওই শিক্ষাকে অসম্মানজনক বলে ভাবেন তাহলে সেটা তাঁর মাথাব্যথা। আমার বা আপনার নয়।' খেরার খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির জগতের মানুষ। বিরোধীদের হাসি-মজাও ওঁকে সহ্য করতে হবে। আর ওই ভিডিওতে মজার কিছু নেই। রয়েছে উপদেশ।'

রাধাকৃষ্ণানের শপথে হাজির ধনকর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দেশের পঞ্চদশ উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন চন্দ্রপুরম পন্নুস্বামী রাধাকৃষ্ণান। রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ হাজির থাকলেও শপথ-মঞ্চে সবার নজর কাড়েন সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। ২১ জুলাই রাতে আচমকা ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে তাঁকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি সরে গিয়েছিলেন। যদিও এদিন তাঁকে দেখে অসুস্থ বলে কারও মনে হয়নি। ধনকরের সঙ্গে হাজির ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকরও। বিজেপির সঙ্গে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির দূরত্ব নিয়েও জল্পনা চলছে। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে এদিন তিনি উত্তরসূরির শপথ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতেই বসেছিলেন। পরে রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতেও দেখা যায় তাঁকে। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাধাকৃষ্ণানের আরও দুই পূর্বসূরি বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং হামিদ আনসারিও। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে শপথের অনুষ্ঠানে বিরোধী শিবিরের লোকসভা ও রাজ্যসভার দলনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। বিরোধীরা অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীকে 'অতিরিক্ত সম্মান' দেখানো হয়েছে, যা রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রচলিত প্রথার পরিপন্থী। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন উপস্থিত থাকলেও তাঁদের প্রথম সারিতে বসানো হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন।

অন্যদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এদিনের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকায় বিতর্ক বাধে। বিজেপি প্রশ্ন তোলে, কেন তিনি দেশের উপরাষ্ট্রপতির শপথে উপস্থিত থাকলেন না? জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, 'প্রশ্নটা রাহুল গান্ধি ছিলেন কি না, সেটা নয়। প্রশ্নটা হল, ধনকর সেখানে ছিলেন কি না? আমাদের প্রশ্ন, তাঁকে কথা বলার অনুমতি কবে দেওয়া হবে?'

দুই হাইকোর্টে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বোমাতঙ্কের জেরে নাস্তানাবুদ হল দিল্লি ও বম্বে হাইকোর্ট। এদিন দিল্লি হাইকোর্টের আধিকারিকদের ই-মেলে বিচারপতিদের ঘরে বোমা রাখা আছে বলে হুমকি বার্তায় লেখা ছিল, বেলা দু'টোর আগে যেন কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করেন। খবরকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে যায়। আদালত চত্বর ফাঁকা করা হয়। একই দিনে বম্বে হাইকোর্টেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকিবার্তা আসে আধিকারিকদের সরকারি ই-মেলে। বিচারক, আইনজীবী, কর্মী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের সরানো হয়। দুটি হাইকোর্টে তল্লাশি চালিয়েও সন্দেহজনক কিছু পায়নি পুলিশ।

কাল যাত্রা শুরু

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর : রবিবার থেকে ফের শুরু হচ্ছে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে যে, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে পুণ্যার্থীরা ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করতে পারবেন। প্রতিকূল আবহাওয়া ও মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য সাময়িকভাবে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল। ২৬ অগাস্ট থেকে বন্ধ হয়ে যায় বৈষ্ণোদেবী যাত্রা।

হত মাওবাদী

রায়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদীর। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম মিলেছে।

পুলিশের গুলিতে নিহত ছেলের দেহের সামনে কান্না মায়ের। শুক্রবার কাঠমাণ্ডুতে।

থারুরের নিশানায় ট্রাম্প

সিঙ্গাপুর ও নাগপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের খামখেয়ালির খেসারত দিতে হচ্ছে ভারতকে। এদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ট্রাম্প সরকার যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে তার ফলে ভারতে লক্ষাধিক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। একথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

সিঙ্গাপুরে এক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'ট্রাম্প একজন অস্বাভাবিক মানুষ। আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রেসিডেন্টকে আশ্চর্যজনকভাবে বেশি ক্ষমতা দিয়েছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে জরিমানা এবং বাড়তি শুল্ক বাবদ যে পরিমাণ বোঝা চাপানো হয়েছে, তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মানুষ চাকরি হারাচ্ছে। সুরাটে রত্ন ও অলংকার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। কূটনীতি সম্পর্কে চিরাচরিত ধ্যানধারণা ট্রাম্প বদলে দিয়েছে বলে থারুর জানান।

কংগ্রেস নেতা বলেন, 'তাঁর (ট্রাম্প) আগে আমেরিকায় ৪৪-৪৫ জন প্রেসিডেন্ট এসেছেন। কিন্তু হোয়াইট হাউসের তরফে এ ধরনের পদক্ষেপ কখনও দেখা যায়নি।' রাশিয়া থেকে তেল আমদানি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এটি আসলে নিষেধাজ্ঞা এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য এটি আমাদের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অন্যায্য। কারণ, চিন রাশিয়া থেকে অনেক বেশি তেল এবং গ্যাস আমদানি করছে।' ভারতের ওপর আমেরিকার চড়া শুল্কের কড়া সমালোচনা করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)। সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের মতে, ভারতের উন্নয়নের গতিকে ভয় পেয়ে শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা।

সরব সংঘও

শুক্রবার নাগপুরে ব্রহ্মকুমারী বিশ্ব শান্তি সরোবরের ৭ম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিশ্বে অনেকে ভয় পাচ্ছে যে, ভারত যদি উন্নতি করে, তবে তাদের প্রভাব ক্ষেত্র হ্রাস পাবে। তাই তারা শুল্ক আরোপ করছে। আমরা কিছুই করিনি, কিন্তু যারা এটি করেছে তারা ঠিক করছে না। এইভাবে ভারতকে চাপে ফেলা যাবে না।'

১৫ সেপ্টেম্বর দেশ থেকে বর্ষা-বিদায়

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : বর্ষা বিদায় আসন্ন। দেশ থেকে এবছরের মতো পাততাড়ি গোটাতে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়া শুরু করবে। সাধারণত প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সারা দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নেয়। তবে এবছর নির্ধারিত সময়ের আগেই বর্ষার আসে। ১ জুনের পরিবর্তে ২৪ মে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করে, যা ২০০৯ সালের পর দ্রুততম আগমন। এবার পুরো দেশে ৯ দিন আগে অর্থাৎ ৮ জুলাইয়ের আগেই বর্ষা এসেছিল। এই বছর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দেশে ৮৩৬.২ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। গত মে মাসে আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছিল, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ১০৬ শতাংশ বৃষ্টিপাত হতে পারে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত কৃষিক্ষেত্রে বেশ উপকারী বলে মনে করা হচ্ছে।

কেবল দিল্লিতে কেন বাজি নিষিদ্ধ?

সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : দীপাবলির আগে বাজি নিষিদ্ধের বিষয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বাজি নিষিদ্ধ করার নীতি কেবল দিল্লির 'অভিজাত' নাগরিকদের জন্য হবে, দেশের অন্য অঞ্চলের মানুষের জন্য নয়? তিনি বলেন, যদি দূষণমুক্ত বাতাস উপভোগ করা দিল্লির মানুষের অধিকার হয়, তবে তা দেশের প্রতিটি মানুষের অধিকার। প্রধান বিচারপতির মতে, দূষণের সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা এবং এর সমাধানও সারা দেশজুড়ে হওয়া উচিত।

বিচারপতি গাভাই আরও বলেন, গত শীতকালে তিনি অমৃতসরে ছিলেন এবং সেখানে দূষণের মাত্রা দিল্লির চেয়েও খারাপ ছিল। বাজির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি হলে, তা সারা দেশে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এর ফলে বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দরিদ্র শ্রমিকদের জীবিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাই তাদের কথাও ভাবতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় নীতি তৈরির জন্য কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট-এর কাছে একটি রিপোর্ট চেয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি দুই সপ্তাহ পরে হবে।

নোবেল কমিটির বার্তা

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের ১০ তারিখে নোবেল পুরস্কারের নাম ঘোষিত হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দাবি করছেন, তিনি নোবেল পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। যদিও নরওয়ের নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ট্রাম্পের কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। কমিটির সচিব ক্রিস্টিয়ান বার্গ হার্পভিকেন বলেছেন, 'মনোনীত প্রার্থীকে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়।'

কঙ্গোয় নৌকাডুবি

কিনশাসা, ১২ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ নৌকাডুবিতে মৃত্যু হল অন্তত পক্ষে ৮৬ জনের। বুধবার কঙ্গোর উত্তর পশ্চিমের ইকুয়েটার প্রদেশে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত যাত্রীর ভারেই নৌকাটি টাল সামলাতে না পেরে ডুবে যায়।

ধৃত হত্যাকারী

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর : 'বন্ধু' চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 'কালো দিন' আখ্যা দিয়ে হত্যাকারীকে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এফবিআই আততায়ী সম্পর্কে তথ্য দিলে একলক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নাম টাইলার রবিনসন। ২২ বছরের ওই ব্যক্তি উটার বাসিন্দা। এই তথ্য দিয়েছেন পাঁচ ঊর্ধ্বতন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে মনে করছি, আমরা ঠিক লোককেই ধরেছি।' ধৃতের পরিবারের এক সদস্য আততায়ীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

বিস্মিত ট্রাম্প

ব্রাসিলিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর : ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইল বলসোনারোকে ২৭ বছর ৩ মাসের কারাদণ্ড দিল সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগের সবকটিতেই দোষী সাব্যস্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বলসোনারোর শাস্তিতে ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন বলসোনারো। আমি সত্যিই বিস্মিত।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূতর শিরশ্ছেদ, ধৃত সহকর্মী

অস্টিন, ১২ সেপ্টেম্বর : অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহকর্মীর হাতে খুন হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত মোটেল ম্যানেজার চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইয়া। সহকর্মী তাঁর মাথা কেটে দিয়েছে। বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডালাসে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ম্যানেজারের স্ত্রী ও পুত্রের সামনে। অভিযুক্ত ইয়োরডোনিস কোবোস মার্টিনেজকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে। বর্তমানে মার্টিনেজ ডালাস কাউন্টি জেলে বন্দি। একটি খারাপ ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার না করার নির্দেশ। এই নির্দেশ সরাসরি না দিয়ে মোটেলের এক কর্মীর মাধ্যমে মার্টিনেজকে জানিয়েছিলেন ম্যানেজার। তাতে রেগে আগুন হয়ে মার্টিনেজ মোটেল থেকে নিয়ে আসে ধারালো অস্ত্র। বছর ৫০-এর মোটেল ম্যানেজার চন্দ্রমৌলির জন্ম কর্ণাটকে।

প্রয়াত এডিআর প্রতিষ্ঠাতা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার কাকভোরে প্রয়াত হলেন অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি জগদীপ ছোকার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বুদ্ধিজীবী মহলে। রেলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ছোকার। পরে আহমেদাবাদ আইআইএমের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ভারতের নির্বাচনি রাজনীতির সংস্কারের জন্য লড়াই এবং এডিআর প্রতিষ্ঠা ছোকারের জীবনের অন্যতম মাইলফলক। সহকর্মী ত্রিলোচন শাস্ত্রী ১৯৯৯ লোকসভা ভোটে আহমেদাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখার সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন। ত্রিলোচন শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন এডিআর। ২০০০-এর নভেম্বরে তাঁদের তরফে দায়ের করা একটি মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়, সম্পত্তির খতিয়ান, অপরাধে জড়িত থাকার মামলা সহ হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

কংগ্রেস শীর্ষে, সর্বনিম্ন সিপিএম

ভারতের রাজনীতিতে বংশানুক্রমিক প্রভাবের নতুন চিত্র

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : দেশের রাজনীতিতে বংশ পরম্পরায় রাজনীতির ধারা নতুন নয়। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ঠিক কতটা? সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষার রিপোর্ট সেই চিত্রই তুলে ধরেছে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (নিউ)-এর একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মোট ৫,২০৪ জন সাংসদ, বিধায়ক এবং বিধান পরিষদের সদস্যের মধ্যে ২১ শতাংশেরই রাজনৈতিক পারিবারিক পরিচয় রয়েছে। এই ধারা সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে লোকসভায়, যেখানে ৩১ শতাংশ সাংসদই কোনও না কোনও রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই পারিবারিক শাসনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে কংগ্রেসে। দলের মোট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩২ শতাংশই 'ডাইন্যাস্ট'। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি, যেখানে এই হার ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে, বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে কম। সিপিএম-এর ক্ষেত্রে মাত্র ৮ শতাংশ সদস্যই রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরাধিকারী। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, ভারতের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলিতে পারিবারিক প্রভাব কতটা গভীর।

রাজ্যভিত্তিক চিত্র এবং প্রবণতা

রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। সেখানে ১৪১ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক পটভূমি থেকে এসেছেন। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র (১২৯), বিহার (৯৬) এবং কর্ণাটক (৯৪)। যদিও শতাংশের নিরিখে চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৪ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৩২ শতাংশ এবং কর্ণাটকে ২৯ শতাংশ নির্বাচিত সদস্য রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছেন।

তবে শুধু বড় দল বা রাজ্য নয়, আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যেও এই প্রবণতা প্রবল। শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সে এই হার ৪২ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেস (১০ শতাংশ) এবং এআইএডিএমকে (৪ শতাংশ) এই ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম পারিবারিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

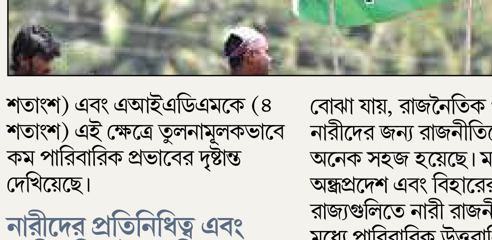

নারীদের প্রতিনিধিত্ব এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার

এই রিপোর্টে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। যেখানে পুরুষ প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৮ শতাংশ রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য, সেখানে নারী প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে এই হার ৪৭ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায়, রাজনৈতিক পরিবারের নারীদের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ অনেক সহজ হয়েছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে নারী রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারিবারিক উত্তরাধিকারের হার অনেক বেশি। এটি একদিকে যেমন নারীদের জন্য রাজনৈতিক দরজা খুলেছে, তেমনি প্রথম প্রজন্মের নারীদের জন্য স্থান সীমিত করেছে।

কারণ ও সমাধান

কেন এই পরিবারতন্ত্র? এডিআর-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মূল কারণ হল 'জিততে পারার ক্ষমতা' (winnability)। রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়শই এমন প্রার্থীদের পছন্দ করে, যাদের পূর্বপুরুষদের কারণে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অর্থ, ক্ষমতা এবং প্রভাব রয়েছে। এতে নির্বাচনের খরচও কমে আসে।

এই প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট, ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র একটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব এবং নির্বাচনের উচ্চ ব্যয় এই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে যেখানে দলগুলি ক্যাডার-ভিত্তিক এবং আদর্শগত, সেখানে পারিবারিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে, সিপিএম এবং আম আদমি পার্টি-র মতো দলগুলি তাদের আদর্শের কারণে পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

প্লেনের খাবার কেন স্বাদহীন

৩০০০০ ফুট উচ্চতায় বিমানে উড়তে উড়তে খাবার মুখে তুললেই মনটা খারাপ হয়ে যায়, তাই না? কিন্তু জানেন কি, এর কারণ বিমান সংস্থার স্বাদহীন খাবার নয়, বরং আপনার শরীর! বিমানের ভেতরে থাকা শুকনো বাতাস এবং কম চাপের কারণে আমাদের স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি কমে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মিষ্টি আর নোনতা স্বাদের প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায়। তাই বিমানে খাবারকে সুস্বাদু করতে বেশি মশলা ব্যবহার করা হয়। পরের বার যখন বিমানে বিরিয়ানি খাবেন, তখন আর অভিযোগ করবেন না!

জাপানে ক্লাস পরিষ্কার করে পড়ুয়ারা

জাপানের স্কুলগুলোতে কোনও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নেই! সেখানে ছাত্রছাত্রীরাই প্রতিদিন নিজেদের শ্রেণিকক্ষ, শৌচাগার এবং স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে। এই পদ্ধতিকে তারা বলে 'সোওজি'। এটি জাপানের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ, দলগত কাজ এবং পরিবেশের প্রতি সম্মান শেখানো হয়। এটি তাদের শৃঙ্খলা শেখায় এবং স্কুলের প্রতি তাদের ভালোবাসা বাড়াতেও সাহায্য করে।

আত্মহত্যার সেতুতে এক দেবদূত!

চিনের নানজিং ইয়াংজি নদীর সেতুকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সেতু হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এখানে এক দেবদূত আছেন! তাঁর নাম চেন সি। ২০০৩ সাল থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে এই সেতুতে এসে তাঁদের খোঁজেন, যাঁরা নিজেদের জীবন শেষ করতে চায়। নিজের পকেট থেকে খরচ করে তিনি শত শত জীবন বাঁচিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি প্রায় ৪৬৯ জনেরও বেশি জীবন বাঁচিয়েছেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ তাঁকে শুধু স্থানীয় নায়ক নয়, বরং মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের এক প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে।

হাজার বছরের পুরোনো ওষুধ

১১০০ শতাব্দীর একটি পুরোনো অ্যাংলো-স্যাক্সন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা 'বাল্ডস আইসালভ' নামে পরিচিত, এখন আধুনিক চিকিৎসার জন্য নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এটি ছিল রসুন, পেঁয়াজ, ওয়াইন এবং গোরুর পিত্তর এক মিশ্রণ, যা চোখের সংক্রমণ নিরাময়ে ব্যবহার করা হত। বিজ্ঞানীরা যখন এই মিশ্রণটি তৈরি করে আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া MRSA-র বিরুদ্ধে পরীক্ষা করেন, তখন তাঁরা অবাক হয়ে যান। এই মিশ্রণটি প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে! এই আবিষ্কার আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প অনুসন্ধানে একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে।

বোনাস নিয়ে

তিনের পাতার পর

পিএফের টাকা ঠিকমতো জমা পড়ে না। এভাবে বাগান ছেড়ে চলে গিয়ে মালিকপক্ষ অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছে।' মালিকপক্ষের নিন্দায় মুখর তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বানারহাট ব্লক কমিটির সভাপতি বিধান সরকারও। মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বাগান বন্ধের পিছনে সেই বোনাস ইস্যুর কথাই বলেছেন।

এদিকে, রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগরের পরিচালকরা বৃহস্পতিবার রাতে চলে গিয়েছেন। এদিন সকাল থেকে দুটি বাগানের শ্রমিকরাই ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বসে পড়েন। বানারহাটের বিডিও ও ধূপগুড়ির এসডিপিও গিয়ালসন লেপচা এসে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।

কাগজে-কলমে রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগরের কর্ণধার সুশীলকুমার পাল। তবে তিনি বেশ কয়েক মাস ধরে বাগান চালাচ্ছেন না। বর্তমানে যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি বামনডাঙ্গা-টন্ডু ও সামসিংয়ের কর্ণধার ঋত্বিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'বৈঠকের কোনও চিঠি পাইনি।'

অন্যদিকে, কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের অধীনস্থ অ্যান্ড্রিউ ইউলের বানারহাট চা বাগানের শ্রমিকরা এদিন এক কিস্তিতে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে এদিন কাজেই যাননি। প্রায় আধ ঘণ্টা সার্ক রোড অবরোধ করে তাঁরা ফিরে যান। বোনাসে ছাড় চেয়ে এদিন ফের শ্রম দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে মালবাজারের সাইলি চা বাগান। বীরপাড়ার দলমোড় চা বাগান কর্তৃপক্ষ ১০ শতাংশ বোনাস দিতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে মুখ্যসচিবকে। সেখানে তো ২০২২ সালের বোনাসও বকেয়া আছে।

মহিলার হাড়

তিনের পাতার পর

কথা বলে জানা গেল, রাকেশকে নাকি এলাকায় খুব একটা দেখা যেত না। বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরেই থাকতেন। কখনও ভুটান, কখনও বিহার, আবার কখনও উত্তরপ্রদেশে থাকতেন। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ায় প্রতিবেশীরা মনে করছেন, হয়তো এই হাড় পাচারের কাজেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। প্রতিবেশীদের মতে, হয়তো রাকেশ নিজেই তন্ত্রসাধনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। যদিও এলাকায় তাঁর আচার-আচরণে তন্ত্রসাধনার কোনও প্রভাব কেউ দেখেননি। কৃষ্ণ কুমার নামে রাকেশের এক প্রতিবেশীর মন্তব্য, 'ও তো মাসের ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র দিন দশেক বাড়ি থাকত। ওদের বাড়ির সকলে একটু কুসংস্কারপ্রবণ। তবে রাকেশ যে হাড় পাচার করতে পারে, এটা শুনে অবাক হচ্ছি।'

এনবিইউতে তৃণমূলের আন্দোলনে প্রশ্ন

বন্ধ করে দেওয়া হল উপাচার্যের দপ্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন থেকেই নেই উপাচার্য, স্থায়ী রেজিস্ট্রার। ফলে আটকে রয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কার্যত কোমায় চলে যাওয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতে রসায়নের অধ্যাপক ভাস্কর বিশ্বাসকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেয় শিক্ষা দপ্তর। উত্তরের সবথেকে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাতে রাজ্য সরকার যখন পদক্ষেপ করেছে তখন রাজ্যের শাসকদলের কর্মী সংগঠনের আন্দোলনে শুক্রবার ফের স্তব্ধ হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম। বেতন বৃদ্ধির দাবি পূরণ না হওয়ায় উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের দপ্তর বন্ধ করে দিনভর বিক্ষোভ দেখালেন সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা-কর্মীরা। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের মূল গেট বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। টানা আন্দোলনের জেরে এদিন কার্যত কোনও প্রশাসনিক কাজই হয়নি। রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শাসকদলের সংগঠনের দুই ভূমিকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহলে।

এনবিইউতে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

একদিনের বিক্ষোভেই যে তাঁদের আন্দোলন বন্ধ হবে না সেকথা এদিন স্পষ্ট করেছেন শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রণজিৎ রায়। একধাপ এগিয়ে দাবি না মিটলে সোমবার থেকে প্রশাসনিক ভবন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি। এদিন আন্দোলনকারীরা দফায় দফায় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। উপাচার্যের ব্যক্তিগত সচিব, দপ্তরের কর্মী এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাস সহ বিভাগের কর্মীদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। পরীক্ষা নিয়ামক দপ্তরে গিয়েও কর্মীদের কাজ না করার অনুরোধ করেন তাঁরা। যদিও অর্থ বিভাগের কাজকর্মে কোনওরকম বাধা প্রদান করেননি আন্দোলনকারীরা।

অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সহ আরও কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন কর্মসমিতির সদস্য এবং কয়েকজন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। সেই বৈঠকের জন্য শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন মেলেনি। বৃহস্পতিবারই চিঠি দিয়ে বৈঠকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কর্মসমিতির সদস্য বিভিন্ন কলেজের ছয়জন অধ্যক্ষ। তাঁরা বৈঠকে যোগ দেবেন না বলেও জানিয়ে দেন। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শুক্রবার সকালে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বৈঠক পিছিয়ে দেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। এদিন সকাল থেকেই প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত হয়েছিলেন অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষকরা। বৈঠক না হওয়ার খবর জানতেই বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা।

ভাস্কর এদিন বারবার আন্দোলনকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'কর্মসমিতির সদস্য ছয় কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে ২২ সেপ্টেম্বর উপাচার্য নিয়োগের পরবর্তী সুপ্রিম কোর্টের শুনানির জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন। উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। তাই আপাতত বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য আন্দোলনকারীদেরও অনুরোধ করা হয়েছে।' যদিও আর অনুরোধে ভরসা রাখতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। রণজিতের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত সরকারি কর্মীদের জন্য ডিএ ঘোষণা করেছেন। অথচ নানা অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের একাংশ চক্রান্ত করে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। সেটা মেনে নেওয়া হবে না। যদি উপাচার্য যোগ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও কাজ না হয় তাহলে উপাচার্যের দপ্তর খোলা রাখারও কোনও মানে হয় না।'

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের ভর্তি চলছে। পিএইচডি সহ শিক্ষা সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মও আটকে রয়েছে। পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগে এসে দূরদূরান্তের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা খাতা দেখছেন। পাশাপাশি পুজোর মাস হওয়ায় বেতন, বোনাস সংক্রান্ত কাজকর্মও এবার আগেই সেরে ফেলতে হবে অর্থ বিভাগকে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে প্রশাসনিক ভবন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় সমস্যা তৈরির আশঙ্কা করছেন পড়ুয়া থেকে শিক্ষক সকলেই।

ওয়ার্ড থেকেই ওষুধ পাবেন মা ও সদ্যোজাত

তিনের পাতার পর

কিন্তু এখনও সক্রিয় রয়েছে রোগীর পরিজনদের ভুল বুঝিয়ে ওষুধের দোকানে নিয়ে যাওয়ার চক্রটি।

জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রসূতি বিভাগ থেকে রোগীকে ছুটি দেওয়ার সময় চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে মা এবং শিশুর কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ লিখে দিতেন। প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে মেডিকেল কলেজের ফার্মাসি থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়ার কথা রোগীর। কিন্তু অভিযোগ, রোগীর পরিজন ওই প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওয়ার্ড থেকে বের হওয়ামাত্রই দালালরা তাঁদের বোঝান, সরকারি ফার্মাসির ওষুধ নিম্নমানের। এতে কাজ হবে না। এই কাজে সক্রিয় অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশ। এরপর রোগীকে অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে চালক হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা নিয়ে যান নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের দোকানে। সেখান থেকে রোগীর পরিবার ওষুধ কিনলে অ্যাম্বুল্যান্সচালক মোটা কমিশন পান।

এদিন হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় দীপক রায় বলেন, 'আমার ভাগ্নি যখন মা হল সেই সময় এমনই এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক আমাদের দিনবাজার এলাকার একটি ওষুধের দোকানের সামনে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আশাকর্মীদের থেকে জানতে পারি, ওষুধ ওই চালক দোকান থেকে কিনতে বাধ্য করেছিলেন, যেটা হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সায় পেয়ে যেতাম। ওয়ার্ড থেকে ছুটির সময় ওষুধ দেওয়া হলে আর ভুল বুঝিয়ে দোকানে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গই আসবে না।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন থেকে রোগীকে ছুটির সময় পরিবারের সদস্যকে আর প্রেসক্রিপশন দিয়ে হাসপাতালের ফার্মাসিতে পাঠানো হবে না। ওয়ার্ডেই মজুত রাখা থাকবে মা এবং শিশুর প্রয়োজনীয় ওষুধ। ছুটির সময় একটি ব্যাগের মধ্যে শিশুর পরবর্তীতে টিকা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথির সঙ্গে ওয়ার্ড থেকেই সিস্টাররা ওষুধ দিয়ে দেবেন।

নেপালে সংকটে উত্তরের শ্রমিকরা

তিনের পাতার পর

কিন্তু এসএসবি'র জওয়ানরা মেচি সেতুতেই অধিকাংশকে আটকে দিয়েছেন। ছাড় পেয়েছেন কারা? যাঁদের মোবাইলে ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডের ছবি রয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা এক্রামূল হক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক ৫ হাজার টাকা দেবে সরকার। তাই যেখানে কাজ করি, সেখানকার একটি প্রমাণপত্র লাগবে। সেই প্রমাণপত্র বানানোর জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষকে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড দিয়েছি। পরিচয়পত্রগুলি নেপালের শ্রম দপ্তরের অফিসে জমা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তারপর আর কোনও নথি হাতে পাইনি।'

এসএসবি'র এক আধিকারিক জানালেন, অনেক টানাপোড়েনের পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মোবাইলে যাঁদের আসল ভোটার ও আধার কার্ডের ছবি ছিল, তাঁদের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। এদিন শেষপর্যন্ত ১৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক ভারতে ঢুকতে পেরেছেন।

আবার আলিপুরদুয়ার জেলারই কুমারগ্রাম ব্লকের জনা সাতেক পরিযায়ী শ্রমিক নেপালে আটকে রয়েছেন। নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা বাড়ি ফিরতে চাইলেও গাড়ি পাচ্ছেন না বলে আটকে পড়েছেন। তাঁদেরই একজন বিক্রম রায়ের মা বিলাসী রায় বললেন, 'আমার ছেলে সেখানে আটকে রয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসনের তরফে তাদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক।' শ্রম দপ্তরের আলিপুরদুয়ার জেলার যুগ্ম আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার কাজ চলছে। সমস্ত রিপোর্ট পেলে পুলিশকে জানাব। তাঁদের বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা শ্রম দপ্তর করবে।'

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের জনা পঁচিশেক শ্রমিকও সেখানে আটকে রয়েছেন। তাঁরা নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। কারখানা লাগোয়া আবাসনেই থাকেন তাঁরা। এখন সেখানে নেই পর্যাপ্ত খাবার। সেইসঙ্গে অভিযোগ, আবাসনে ঢুকে পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করছেন স্থানীয়রা।

তাঁদের বাড়ি ফিরতে যত দেরি হচ্ছে, ততই উদ্বেগ বাড়ছে পরিজনদের। হাপালমারার বাসিন্দা মিনতি দাসের বড় ছেলে জ্ঞানেন্দ্র দাস রয়েছেন নেপালে। চিন্তাগ্রস্ত মিনতি বলছিলেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল। বলছিল, সেখানে বাজারঘাট, দোকান সব বন্ধ। পর্যাপ্ত খাবার ও জল নেই তাদের কাছে। যা টাকা ছিল তাও প্রায় শেষ। আমাদেরও আতঙ্কে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ।' হরেকৃষ্ণ দাসের ছেলে কমল দাসও নেপালে আটকে রয়েছেন। কমলই বৃহস্পতিবার বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছেন মারধরের কথা। চিন্তায় তাই ঘুম উড়েছে হরেকৃষ্ণের বাড়ির লোকজনের।

আলিপুরদুয়ারের জেলা প্রশাসনের মতোই তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামীও আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে শ্রম দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। শ্রমিকদের ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

অফিস পুড়ে বিপাকে ভিনদেশিরা

খড়িবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : সরকারবিরোধী আন্দোলনে পুড়েছে একাধিক সরকারি অফিস। নেপালের শুল্ক দপ্তর ও ইমিগ্রেশন অফিসে অগ্নিসংযোগের জেরে নষ্ট হয়েছে ডিজিটাল ডেটা। শুক্রবারও সেদেশে কার্ফিউ জারি করা হয়েছিল। তবে জেন জেড-এর আন্দোলনের তেজ ধীরে ধীরে কমছে। ছন্দে ফিরছে জনজীবন। কিন্তু ডিজিটাল ডেটা নষ্ট হওয়ায় ভুগতে হচ্ছে বিদেশিদের। প্রভাব পড়ছে বাণিজ্যেও।

নেপালের কাঁকরভিটা ইমিগ্রেশন অফিস ভস্মীভূত হওয়ায় ভিসা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এই কারণে আরও অনেকের মতোই থাইল্যান্ডের তিন মহিলাকে সমস্যায় পড়তে হল। তাঁরা ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। এরপর অনলাইনে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে নেপাল বেড়াতে যান। ওই তিনজনের ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ ছিল শুক্রবার পর্যন্ত। এদিন তাঁরা কাঁকরভিটা ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়েছিলেন। তথ্যের অভাবে সেখান থেকে ট্রানজিট পাস না দেওয়ায় মাথায় হাত পড়ে। নিরুপায় হয়ে হেঁটেই মেচি সেতু পেরিয়ে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে পৌঁছান তাঁরা। ট্রানজিট পাস না থাকায় কর্তব্যরত এসএসবি জওয়ানরা সেই মহিলাদের ভারতে ঢুকতে দেননি।

ধর্ষণের হাত

তিনের পাতার পর

যাওয়ার জন্য সীমান্তে বেরুবাড়িতে পৌঁছায়। কিশোরীর অভিযোগ, দালাল পরিচয় দিয়ে স্থানীয় দুই তরুণ পরিবারের অন্য সদস্যদের টোটোতে চাপিয়ে খোলা সীমান্তের দিকে পাঠায়। টোটোয় জায়গা না থাকায় তাকে নিজেদের বাইকে তুলে নেয়। এরপর লালবাজারপাড়া এলাকায় নির্জন একটি জায়গায় নতুন সেতু সংলগ্ন চা বাগানের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে বাইক থামিয়ে তার মুখ চেপে ধরে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। তাদের হাত থেকে নিজেকে কোনওমতে বাঁচিয়ে সে দৌড়াতে থাকে। একসময় সামনে একটি বাড়ি দেখে সেখানে ঢুকে আশ্রয় চায়।

এদিকে, দুই স্থানীয় দালাল তাকে ধাওয়া করলেও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাইক রেখে পালিয়ে যায়। ওই বাড়ির মালিক সুবোধ রায় বলেন, ''বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ একটি মেয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার করতে করতে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তার কাছে সব শোনার পর তৎক্ষণাৎ বিএসএফ এবং পুলিশকে খবর দিই।'' স্থানীয়দের অভিযোগ, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর বিএসএফের তরফে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। কিন্তু এই ঘটনায় পরিষ্কার যে তারপরেও অনুপ্রবেশ চলছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় কিছু লোক অর্থের বিনিময়ে সীমান্ত পারাপার করিয়ে দিচ্ছে। ঘটনায় খবর পেয়ে রাতেই লালবাজারপাড়ায় চলে আসেন বিএসএফের ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মনোজ কুমার, মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি জিবা প্রধান। পুলিশ কিশোরী এবং দালালদের বাইক দুটি উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের ওসি জিবা প্রধান জানান, ওই কিশোরীকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তাকে কোচবিহারের হোমে পাঠানো হয়েছে। তার পরিবারের বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও। অভিযুক্ত দালালদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সকলের খোঁজ চালানো হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অশান্ত মণিপুরে আজ মোদি

প্রথম পাতার পর

সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে চূড়াচাঁদপুরে মোদির কাটআউটে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। এর জেরে গোটা জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে মণিপুর প্রশাসন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেইশাম মেঘাছন্দ্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে প্রতীকী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

শুক্রবার মণিপুরের মুখ্যসচিব পুনীতকুমার গোয়েল জানিয়েছেন, শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মিজোরামের আইজল থেকে চূড়াচাঁদপুরে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। রক্তক্ষয়ী কুকি-মেইতেই সংঘর্ষে যাঁরা ভিটেচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি মণিপুরের জন্য ৭৩০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন তিনি। পরে পিস গ্রাউন্ডে একটি জনসভা করবেন তিনি। তাঁর আশা, প্রধানমন্ত্রীর সফর মণিপুরে শান্তি, স্বাভাবিক অবস্থা এবং বিকাশের রাস্তা খুলে দেবে। চূড়াচাঁদপুরের পাশাপাশি ইম্ফলের কাংলাতেও যাবেন মোদি। ১৪ তারিখ সেখান থেকে অসমে যাওয়ার কথা তাঁর।

দীর্ঘদিন মণিপুর অশান্ত থাকলেও একটিবারের জন্যও মণিপুরে যাওয়ার কথা ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী। বরং সেই সময়কালে একাধিক বিদেশ সফর সেরেছেন। যা নিয়ে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। যদিও মোদি তাতে কোনও গা করেননি। এতদিন বাদে তিনি মণিপুর যাচ্ছেন শুনে স্বাগত জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার গুজরাটের জুনাগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, 'মণিপুরের বিষয়টি তো চলছে অনেকদিন ধরে। উনি যে এখন যাচ্ছেন সেটা তো ভালো কথা। তবে দেশের প্রধান ইস্যু হল ভোট চুরি। কর্ণাটকে আমরা ভোট চুরি ধরে ফেলেছি। কিন্তু মহারাষ্ট্র, হরিয়ানাতেও ভোট চুরি করা হয়েছিল।' এর আগে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মেরেকেটে তিন ঘণ্টা থাকবেন মণিপুরে। তাঁর এই স্বল্প সময়ের সফর আদতে মণিপুরের লোকজনকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

চূড়াচাঁদপুরকে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তাঁর সফরের জন্য বেছে নিয়েছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হিংসায় সবথেকে ক্ষতি হয়েছিল এই জেলারই। কুকিরা এই জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে, ইম্ফলে মেইতেইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেই তিনি চূড়াচাঁদপুর ও ইম্ফলকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

লোডিং বৃদ্ধি

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে পণ্য লোডিং ক্রমশ বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি লোডিং বেড়েছে সিমেন্টের ক্ষেত্রে। গত বছর অগাস্ট মাসের তুলনায় চলতি বছরের অগাস্ট মাসে সিমেন্ট ২৫৮.৮ শতাংশ, কয়লা ১২০ শতাংশ, সার ৬৮.৮ শতাংশ, স্টোন চিপস ১৬৮.৪ শতাংশ এবং ডলোমাইট ৫ শতাংশ লোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানালেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল গত বছরের অগাস্টের তুলনায় এবছর অগাস্টে ০.৯১৬ মিলিয়ন টন পণ্য লোড বৃদ্ধি করেছে। মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে দিতেই পণ্য লোডিংয়ের হার এমন বৃদ্ধি হয়েছে।

'শান্তিদূত' সুশীলা

প্রথম পাতার পর

দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা সুশীলাকে নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছিল জেন জেড-এর একাংশ তাঁকে মেনে নিতে না চাওয়ায়। বৃহস্পতিবার রাতের বৈঠকে অবশ্য সব পক্ষই শেষপর্যন্ত সুশীলার হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সহমত হয়।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সুশীলার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, অরাজক পরিস্থিতি শেষ করে গণতান্ত্রিক পথে দেশকে ফিরিয়ে আনা। এখনও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অশান্তি, বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দির থেকে ফেরার পথে ভারতীয় পর্যটকদের একটি বাসে হামলা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা পর্যটকদের ওই বাসে পাথর ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর বাসে উঠে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। যাত্রীদের ব্যাগ, টাকা এবং মোবাইল ফোন লুট করেছে হামলাকারীরা। ঘটনায় ৮ ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। সেনা ও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে এদিনও। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫১।

নেপালে জেন জেড বিক্ষোভের আঁচে প্রাণ গিয়েছে এক ভারতীয় পর্যটকের। অশান্ত নেপালে হিংসার বলি হয়েছেন গাজিয়াবাদের ওই মহিলা। তাঁর নাম রাজেশ গোলা। তাঁর স্বামী রামবীর সিং গোলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাজিয়াবাদের বাসিন্দা রাজেশ (৫১) ও রামবীর (৫৮) নেপালে পশুপতিনাথ মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার গোলা দম্পতির থাকার পাঁচতারা হোটেলে আগুন লাগিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। নীচের তলাগুলি যখন জ্বলছিল হোটেলের চারতলায় থাকা গোলা দম্পতি পর্দাকে দড়ির মতো ব্যবহার করে ঘরের জানলা দিয়ে নীচে নামার চেষ্টা করেন। তখনই হাত ফসকে পড়ে যান রাজেশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রামবীরের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

রাজেশ গোলার বড় ছেলে বিশাল বলেন, 'জনতা হোটেলে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সিঁড়ি ধোঁয়ায় ভরে যাওয়ায় আমার বাবা জানালার কাচ ভেঙে ফেলেন, চাদর বেঁধে একটি গদিতে লাফিয়ে পড়েন। আমার মা নামার চেষ্টা করার সময় পিছলে পড়ে যান।' দুর্ঘটনার দু'দিন পর তাঁরা বাবা-মায়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন বলে বিশাল জানিয়েছেন। কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাসের তরফে তাঁরা প্রয়োজনীয় সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ বিশালের।

শুক্রবারও নেপালের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ভারতীয় পর্যটক আটকে রয়েছেন। মুজফফরনগর থেকে পশুপতিনাথ মন্দির দর্শনে যাওয়া ১০ জনের একটি দল হোটেলে কার্যত বন্দি হয়ে রয়েছে বলে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা সুনীলকুমার তাওয়াল জানিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরের চারটি পরিবারের ১৪ জন সদস্য আটকে পড়েছেন নেপালে। ২২ তেলুগু পর্যটককে ইন্ডিগোর বিমানে করে দেশে ফিরিয়ে আনার কথা জানিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারা লোকেশ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাদে ভারত থেকে নেপালে পণ্য এবং যাত্রী পরিষেবা এখনও বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার এদেশ থেকে ১৯টি পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার সহ ৩৬টি ট্রাক দার্জিলিংয়ের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে নেপালে পৌঁছেছে।

নৈরাজ্যে বিপ্লব হয় না, শুধু ক্ষোভেও নয়

প্রথম পাতার পর

কাঠমান্ডুর রাস্তায় শুধু বচসা নয়, ভারত বা বাংলা ছাড়ুন, সেই কবের প্রত্যাশা কি পূরণ হল নেপালেও। কার হাতে যাবে স্বপ্ন-শাসনের জাদুকাঠি? হাতাহাতি-মারামারিতে যুক্ত তাঁরা। নতুন দেশ গঠনের ডাক দিয়ে পুরোনো শাসকদের রক্তাক্ত করেছিল যে জেন জেড, প্রধানমন্ত্রী বাছাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে যা চলছে, তাতে বাংলায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মনোনয়ন ঘিরে খণ্ডযুদ্ধ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ক'দিন আগে বিজেপির কর্মকর্তা মনোনয়নের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে দলের কর্মীদের রোষ আছড়ে পড়েছিল জেলা দপ্তরে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেলা সম্পাদক নির্বাচন করতে না পেরে সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন অসমাপ্ত রাখতে হয়েছিল। নেপালে যেন তারই রেপ্লিকা। নতুন সংবিধান তৈরি করে স্বপ্নের দেশ প্রতিষ্ঠার নামে সদ্য বিদ্রোহের পর পাহাড়ি রাষ্ট্রটা এখন নৈরাজ্য দেখছে। যেমন নৈরাজ্য দেখেছে ভারতের আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশ।

মারদাঙ্গা, খুন, ধর্ষণে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত পদ্মা-যমুনার পাড়। বাস্তবে বাংলাদেশ বলুন আর নেপাল বলুন, বিদ্রোহের নামে যা ঘটেছে, তাকে নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না! হ্যাঁ, নৈরাজ্যই! শেখ হাসিনার বাসভবনে লুটপাটের পর মহিলাদের অন্তর্বাস হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে কি বিপ্লব বলা যায়! নেপালে লুটপাট, জেল ভাঙা, প্রাক্তন মন্ত্রীদের রাস্তায় ফেলে মার, মহিলা মন্ত্রীকে পর্যন্ত রেহাই না দেওয়া, রাজনৈতিক দল, দেশের প্রশাসনিক ভবনগুলিতে ভাঙচুর, আগুন তো চরম নৈরাজ্যেরই উদাহরণ।

নেপালের জেন জেড নেতৃত্ব সাফাই দিচ্ছে, বিদ্রোহে বহিরাগতরা ঢুকে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এখানেই আসে কিশোরকুমারের গানের সেই পুতুল নাচের কথা। বিদ্রোহ পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়েও সুযোগসন্ধানীদের হাত। দূর থেকে কেউ পুতুল নাচালে স্বপ্নদ্রষ্টা ও ধান্দাবাজদের দ্বন্দ্ব তো নৈরাজ্যের চেহারা নেবেই। বাংলাদেশ, নেপালে পুতুল নাচের সুতো কার বা কাদের হাতে, যত দিন যাবে ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে হাসিনার একনায়কতন্ত্র কিংবা নেপালে কেপি শর্মা ওলির দুর্নীতিরাজকে উচ্ছেদের লক্ষ্য ছিল নবযৌবনের। অনেক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নকে ব্যবহার করেছে পুতুল নাচিয়ের দল। যত দিন যাবে, তত উপলব্ধি হবে কিশোরকুমারের গানের ভাষায়, 'যখন ছিঁড়বে সুতো/ বুঝবি রে তুই/ আগুন নেভা ছাই... বন্ধ মনের অন্ধ হয়ে/ করলি কারে বরণ...।' সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে বিদ্রোহ না হলে, বিদ্রোহের পেছনে সুসংহত নেতৃত্ব না থাকলে এবং পুতুল নাচের জাদুকরদের সুতো নাচানো থাকলে এই পরিণতিই হয়।

অন্যায়, কুশাসন, বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব, জীবিকা ও খাদ্যের সংকট, দুর্নীতিতে উজাড় হলে যে কোনও দেশে নবীন প্রজন্মের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, অসন্তোষ জমতে থাকা স্বাভাবিক। যা বিদ্রোহের চেহারায় ফেটে পড়তেই পারে। কিন্তু তাতে ইন্ধনের সুতো সুযোগসন্ধানী, বহিরাগত শক্তির হাতে থাকলে সেই বিদ্রোহ ক্রমে নৈরাজ্যে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ও নেপাল সেই শিক্ষাই দিল।

অনেকের স্বপ্ন জাগছে, এবার তাহলে ভারতের, বাংলার পালা! সমাজমাধ্যমের পাতা, বিভিন্ন ব্লগ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সেই প্রত্যাশায়। পোস্টে পোস্টে বিদ্রোহের আগমনী সুর এই শরতেই। বিদ্রোহে অবশ্য সবসময় বসন্ত আসে না। ভারতে বা বাংলায় প্রত্যাশার আগে ভাবতে হবে চরিত্রগতভাবে বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে আমাদের কত ফারাক। এদেশেও জনকল্যাণের নামে ব্যক্তির, দলের কল্যাণের উদাহরণ আছে। আকাশছোঁয়া দুর্নীতি ও পক্ষপাত, রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে ভোটব্যাংক তৈরির মরিয়া চেষ্টা ইত্যাদি আছে বৈকি।

জনপরিসরে অসন্তোষ, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদিও কম নয়। কিন্তু দেশের সংবিধান পালটে দেওয়ার কথা এখানে কেউ বলে না। সংবিধানকে আঁকড়ে এগোনোর কথাই বরং বলে সবাই। এমনকি, ও একসময় 'এ আজাদি হ্যায় ঝুটা হ্যায়' স্লোগান দেনেওয়ালারা বিপ্লবের ঝান্ডা ফেলে সংবিধান মেনে ভোটের পথে ক্ষমতা দখলে মরিয়া। যত ত্রুটি বা স্বৈরশাসনের ঝোঁক থাকুক না কেন, ভারতে গণতন্ত্রের শিকড় মানুষের মনের অনেক গভীরে।

ভারত বলুন কিংবা বাংলা অথবা অন্য কোনও রাজ্য, ভোট দিয়ে বদলে বিশ্বাসী বৃহৎ সংখ্যক মানুষ। কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা মনে করেন ভোট দিয়ে আখেরে কোনও বদল ঘটবে না। তাঁরা হয় বন্দুক হাতে তথাকথিত মাওবাদী কিংবা কেরিয়ার সর্বস্ব মানসিকতায় নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। মাওবাদীরা জনবিচ্ছিন্ন। আগের মতো সহানুভূতি, সমর্থন তাঁদের প্রতি নেই। কেরিয়ার সর্বস্বরা দেশের কথা ভাবেনই না।

বাকি রইল কিছু মৌলবাদী বা জঙ্গি। যারা সক্রিয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় নজরদারি ব্যবস্থাটাকে এড়িয়ে বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলা কঠিন। পুতুল নাচানেওয়ালারা ভারতকে ব্যবহার করতে চায় বৈকি। তবে ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক পথে। বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে বিদ্রোহ তৈরি করার মতো পরিস্থিতি এখনও তাদের নাগালে ততটা নেই। তাছাড়া দমনপীড়ন, কোণঠাসা করা ইত্যাদি চেষ্টা এদেশে শাসকের থাকলেও বিরোধী স্বর বাংলাদেশের মতো অত দুর্বল নয়।

ফলে জন অসন্তোষ কিছুটা জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পায় বিরোধী স্বরে। যাতে ক্ষোভের তীব্রতা কমে। বিদ্রোহের সম্ভাবনা ফিকে হয়।

শচীনের স্কিল, কোহলির খিদে

অনুপ্রেরণা শুভমানের

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : শেষ কয়েক মাসে তাঁর জীবনটাই বদলে গিয়েছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের টেস্ট থেকে অবসরের পর তাঁকে জাতীয় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে বেশ চাপে ছিলেন শুভমান গিল। পড়ে গিয়েছিলেন টেনশনে। পরবর্তী সময়ে সেই টেনশন থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। বাকিটা এখন ইতিহাস। বিলেত সফরে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে দলকে সামনে থেকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে শুভমান সফল। নেতৃত্ব যে তাঁর ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলেনি, ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

শুভমান আপাতত দুবাইয়ে। ভারতীয় দলের এশিয়া কাপ অভিযানে রয়েছেন তিনি। এখানেও দলের সহ অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচ। তার আগে আজ দুবাই থেকেই এক পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক। সেখানেই তিনি শুনিয়েছেন তাঁর সাফল্যের গুরুমন্ত্র। যার নেপথ্যে শচীন তেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলি। প্রথমজনের ক্রিকেটীয় স্কিল খুব কাছ থেকে দেখেছেন। নানা সময়ে পেয়েছেন মূল্যবান পরামর্শ। অপরজন কোহলি। যাঁর সঙ্গে খেলেছেন শুভমান। শুধু তাই নয়, কোহলির সাফল্যের খিদে শুভমানের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণা। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়কের কথায়, 'আমার আদর্শ দুইজন। প্রথমজন শচীন স্যর। অপরজন বিরাটভাই। আমার বাবা শচীন স্যারের ভক্ত। তাঁকে দেখেই আমার ক্রিকেট জীবন শুরু। শচীন স্যরের ক্রিকেটীয় স্কিল থেকে সবসময় শেখার চেষ্টা করেছি। তিনি ২০১৩ সালে যখন অবসর নেন, তারপরও তাঁর থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। ২০১১-'১৩ সালের মধ্যে যখন প্রথম ভালোভাবে ক্রিকেট বুঝতে শুরু করি, শুধু শচীন স্যরের কথাই ভাবতাম।'

> আমার আদর্শ দুইজন। প্রথমজন শচীন স্যর। অপরজন বিরাটভাই। আমার বাবা শচীন স্যারের ভক্ত। তাঁকে দেখেই আমার ক্রিকেট জীবন শুরু। শচীন স্যরের ক্রিকেটীয় স্কিল থেকে সবসময় শেখার চেষ্টা করেছি। তিনি ২০১৩ সালে যখন অবসর নেন, তারপরও তাঁর থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। ২০১১-'১৩ সালের মধ্যে যখন প্রথম ভালোভাবে ক্রিকেট বুঝতে শুরু করি, শুধু শচীন স্যরের কথাই ভাবতাম।
>
> -শুভমান গিল

পরবর্তী সময়ে তালিকায় কোহলির নামও যোগ করেছেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'বিরাটভাইয়ের ব্যাটিং দেখতে খুব ভালো লাগত আমার। ক্রিকেটের প্রতি ওর প্যাশন, দায়বদ্ধতা, সাফল্যের খিদে আমার অনুপ্রেরণা। বিরাটভাইয়ের থেকে শিখেছি, কীভাবে খেলার আগে নিজেকে তৈরি করতে হয়।' শচীন-কোহলিরা তাঁর অনুপ্রেরণা হলেও মাস খানেক আগে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের আগে যখন তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়, বেশ টেনশন অনুভব করেছিলেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'দলের একজন সদস্য হিসেবে খেলা, আর দলের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামা এক নয়। আমি শুরুতে টেনশনে পড়লেও পরবর্তী সময়ে এই চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেছি। এখনও করছি।' বিলেত সফরের ফল হয়েছিল ২-২। সিরিজ জিততেও পারত ভারত। বাস্তবে সেটা হয়নি। কিন্তু অধিনায়ক ও ব্যাটার শুভমানকে তৃপ্তি দিয়ে গিয়েছে, বার্মিংহাম টেস্ট জয়। সেই টেস্টে দ্বিশতরান করেছিলেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'দারুণ উপভোগ্য একটা সিরিজ হয়েছে। ফল হয়েছে ২-২। আমরা জিততেও পারতাম। কিন্তু সেটা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার চিরকাল মনে থেকে যাবে বার্মিংহাম টেস্ট জয়। অতীতে কখনও সেখানে জিততে পারিনি আমরা। তাছাড়া ওই টেস্টে দ্বিশতরানও করেছিলাম।'

ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে শুভমান এখন তৃপ্ত। আপাতত তিনি এশিয়া কাপের চ্যালেঞ্জে ডুবে রয়েছেন। তার আগে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন শুভমান। জানিয়েছেন, পাঞ্জাবি ছাড়াও ভাষা না জানলেও ফরাসি গান তিনি পছন্দ করেন। পাঁচ টেস্টের সিরিজের সময় ইংল্যান্ডের বহু জায়গায় গিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে কার্ডিফ তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ছোট থেকে তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পিছনে বাবার অবদানের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন শুভমান।

ব্রঙ্কো পরীক্ষায় সূর্য-হার্দিকরা

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : মরুদেশে মহারণের দামামা বেজে গেল।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হেলায় হারিয়ে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আজ রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচের মহড়া শুরু করে দিল টিম ইন্ডিয়া। আর চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরুর মঞ্চেই একসঙ্গে দুইটি ঘটনা ঘটল। এক, ভারতীয় ক্রিকেটারদের আজ ব্রঙ্কো পরীক্ষা হল। জানা গিয়েছে, আগামীদিনেও এমন পরীক্ষা নিয়মিতভাবে চলবে। দুই, রবিবারের ভারত-পাক মহারণে দুই প্রতিবেশীর খারাপ কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রভাব বাইশ গজে পড়বে না, সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করে দিলেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক।

সময়ের সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা। চড়ছে ভারত-পাক মহারণের পারদ। তার মধ্যেই রবিবারের মহারণের সব টিকিট এখনও বিক্রি হয়নি বলে তথ্যও আজ সামনে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রবিবারের মহারণের আসর হাউসফুল হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে সীমান্তের দুই পারে রবিবারের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। ক্রিকেটের সব বিভাগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছে ভারত। ওমানের বিরুদ্ধে আজ পাক ব্যাটাররা রান করে দলকে স্বস্তি দিয়েছেন। এমন অবস্থায় রবিবারের ভারত-পাক মহারণের আগে আজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচমকাই ব্রঙ্কো পরীক্ষা হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে একটি ভিডিও আজ প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ারা দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ অ্যাড্রিয়ান লা রু-র নজরদারিতে ব্রঙ্কো পরীক্ষা দিয়েছেন। কেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য ব্রঙ্কো পরীক্ষা? স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ লা রু তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, 'আজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্রঙ্কো পরীক্ষা হয়েছে। আগামীদিনেও এই পরীক্ষা চলবে। এটা নতুন কোনও পদ্ধতি নয়। অনেক খেলার আসরেই ব্রঙ্কো পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর ফলে ক্রিকেটারদের ফিটনেস ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, সহজে বোঝা যাবে। ক্রিকেটাররাও সেটা বুঝতে পারবেন অনায়াসে।' ব্রঙ্কো পরীক্ষা ভারতীয় ক্রিকেট দলকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। লা রু-র কথায়, 'এই পরীক্ষা মাঠে দিতে হয়। দুনিয়ার যে কোনও মাঠে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। ক্রিকেট দলগত খেলা ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে স্কিল ও দক্ষতার বিষয়টি রয়েছে। তাই ব্রঙ্কো পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ক্রিকেটার অনায়াসে নিজের অবস্থান বুঝতে পারবেন।' রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচ। তার আগে আজ দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু। দুইটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করেছেন আজ। এক, দুই প্রতিবেশীর কূটনৈতিক সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন, রবিবারের বাইশ গজে তার প্রভাব পড়বে না। সেরা খেলাটা খেলে টিম ইন্ডিয়া ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। দুই, আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন সঞ্জু স্যামসন। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস জয়ে তাঁকে ব্যাট হাতে নামতে হয়নি। সিতাংশু জানিয়েছেন, অতীতে টি২০ ক্রিকেটে কখনও ৫ বা ৬ নম্বরে ব্যাটিং না করলেও এশিয়া কাপে দলের ভারসাম্যের কারণে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি সঞ্জু। ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচের কথায়, 'সঞ্জু অতীতে পাঁচ বা ছয় নম্বরে ব্যাটিং করেনি ঠিকই। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে নয়া চ্যালেঞ্জ নিতে ও তৈরি।'

শুরু পাক ম্যাচের মহড়া

পহলগাম কাণ্ড ও ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথমবার মাঠে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামছে ভারত-পাকিস্তান। তাই স্বাভাবিকভাবেই রবিবার দুবাইয়ের বাইশ গজে উত্তেজনা থাকবে, ধরেই নিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া। এমন ভাবনার সঙ্গে একমত নন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু। তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় দুই দলের ক্রিকেটারদের ফোকাস থাকবে খেলার দিকেই। মাঠের বাইরের নানা ঘটনার প্রভাব খেলার মাঠে পড়বে বলে মনে হয় না।'

ভারতের রোটেশন পদ্ধতির প্রশংসায় গুল

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : দামামা বাজতে শুরু করেছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই রবিবার সন্ধ্যায় দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাবে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে সূর্যকুমার যাদবের ভারত বনাম সলমন আলি আঘার পাকিস্তানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মরুদেশে বাড়ছে উত্তাপ। পহলগাম কাণ্ড, ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর ফের দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামার আগে তাল ঠুকছে দুই পক্ষই।

তার মধ্যেই আজ প্রাক্তন পাকিস্তান পেসার উমর গুল ভারতীয় দলের রোটেশন পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। জানিয়েছেন, জসপ্রীত বুমরাহর মতো তারকা ও ম্যাচ উইনারকে যেভাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিশ্রাম দিয়ে ব্যবহার করছে, তার প্রশংসা করেছেন গুল। তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের ক্রিকেটে এমন ঘটনা দেখা যায় না। পাক সংবাদমাধ্যমে উমর আজ বলেছেন, 'পাকিস্তানে সচরাচর এমনটা হয় না। কেরিয়ার দীর্ঘ করার পাশে চোট থেকে বুমরাহকে বাঁচানোর জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও বোর্ড যেভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে, এমন ঘটনা পাকিস্তান ক্রিকেটে দেখাই যায় না।' আর কয়েক ঘণ্টা পরই দুবাইয়ে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে গুল আজ বলেছেন, 'একজন ক্রিকেটার মাঠে সবসময় নামতে চায়। খেলতে চায় ম্যাচ। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে, পুরো ফিট হয়ে মাঠে না নামলে সমস্যা বাড়তে পারে। পাকিস্তান ক্রিকেটে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে।' পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে গুলের হতাশার মাঝে আজ আরও এক প্রাক্তন ক্রিকেটার তনভীর আহমেদ মুখ খুলেছেন ভারত-পাক মহারণ নিয়ে। ম্যাচের ফল কী হবে, তা নিয়ে কিছু না জানালেও পাক ব্যাটার সাইম আয়ুব টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার বুমরাহকে ছয় ছক্কা হাঁকাবেন বলে জানিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি।

'রবিবারের মহারণে ভারত ফেভারিট'

পাকিস্তানের জিতলে হবে অঘটন : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ভারত বনাম পাকিস্তান মানেই অন্যরকমের আবহ। ভারত বনাম পকিস্তান মানেই বাড়তি স্নায়ুর চাপ। ভারত বনাম পাকিস্তান মানেই সীমান্তের দুই পারেই বাড়তি আবেগ ও উন্মাদনা।

রবিবারের দুবাইয়েও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে দুই প্রতিবেশীর মহারণ। ম্যাচের ফল কী হতে পারে? কোন দল ফেভারিট? কারা জিতবে? আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবারের মহারণে সূর্যকুমার যাদবের ভারতকে ফেভারিট তকমা দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, সলমন আলি আঘার পাকিস্তান ভারতকে হারিয়ে দিলে সেটা হবে অঘটন। সৌরভের কথায়, 'এশিয়া কাপে ভারত ফেভারিট। আমি অন্তত এমন কোনও দলকে দেখতে পাচ্ছি না, যারা টিম ইন্ডিয়াকে চাপে ফেলতে পারে। স্পষ্ট বলছি, রবিবার যদি পাকিস্তান ভারতকে হারিয়েও দেয়, তাহলে সেটা হবে অঘটন।'

কেন এমন মনে হচ্ছে মহারাজের? নিজের দীর্ঘ বর্ণময় কেরিয়ারে বহু ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দেশকে উপহার দিয়েছেন স্মরণীয় জয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সৌরভ আজ বলেছেন, 'সূর্যকুমার যাদবের দলের ভারসাম্য দুর্দান্ত। সব বিভাগে সঠিক পরিবর্ত রয়েছে ভারতের। তুলনায় দল হিসেবে পাকিস্তান অনেকটাই পিছিয়ে।' দিন কয়েক আগেই দুবাইয়ে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের ছাড়াই দল হিসেবে আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছেন সলমনরা। কিন্তু তারপরও সৌরভ বলছেন, 'দুবাইয়ে আফগানিস্তানকে হারিয়ে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ভালো কথা। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের চাপ, আবহ এক নয়। আমি আবারও বলছি, ভারত ফেভারিট।'

ওমানের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই আউট হলেন পাকিস্তানের সাইম আয়ুব।

> রবিবারের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলকে আগাম শুভেচ্ছা। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছি না।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

এদিকে, দুবাইয়ে আগামী রবিবার ভারত-পাক মহারণের আগে সূর্যকুমারদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ ধুমল। গত এপ্রিলে পহলগাম কাণ্ডের পর ভারতীয় সেনা মে মাসের শুরুতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে জবাব দিয়েছিল পাকিস্তানকে। অপারেশন সিঁদুর শুরুর ঠিক আগে ধরমশালায় চলছিল আইপিএলের ম্যাচ। আচমকাই সেই ম্যাচ স্থগিত হয়ে যায়। মাঠে নেমে সেইদিন দর্শকদের মাঠ ছাড়তে অনুরোধ করেছিলেন ধুমল। পরে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনওরকম ম্যাচ খেলাই উচিত নয়। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি ও ভাবনা বদলেছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধানেরও। আজ তিনি রবিবারের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রবিবারের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলকে আগাম শুভেচ্ছা। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছি না।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নথিভুক্ত রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১২ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র জন্য ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নথিভুক্ত করল আল নাসের।

১৭ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে এসিএল টু-তে অভিযান শুরু করবে নাসের। ২২ অক্টোবর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসির ম্যাচ খেলতে ভারতে আসবে সৌদি আরবের ক্লাবটি। রোনাল্ডোকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেজিস্ট্রেশন করানোয় নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কি ভারতের মাটিতে খেলতে দেখা যাবে পর্তুগিজ মহাতারকাকে?

সিআর সেভেনের সঙ্গে আল নাসেরের যে চুক্তি তাতে করে অন্তত এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। নতুন চুক্তি অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনও অ্যাওয়ে ম্যাচেই খেলতে বাধ্য নন তিনি। তবে স্বইচ্ছায় দলের সঙ্গে যেতেই পারেন। অর্থাৎ তিনি নিজে যদি এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে ভারতে আসতে চান, তবেই রোনাল্ডো-দর্শনের সুযোগ পেতে পারেন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা।

রোনাল্ডো ছাড়াও সাদিও মানে, কিংসলে কোমান, জোয়াও ফেলিক্সদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র জন্য নথিভুক্ত করেছে আল নাসের। এদিকে সৌদির ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করে পুরোনো ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ে ফিরে গেলেন এমেরিক লাপোর্তে।

সামাজিক মাধ্যমে নতুন ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে স্ত্রী প্রীতির সঙ্গে রোমান্টিক ছবি পোস্ট করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

শ্বশুর সুনীল শেট্টির সঙ্গে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে লোকেশ রাহুল।

আয়ুষকে হারিয়ে শেষ চারে লক্ষ্য

হংকং, ১২ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের শেষ চারে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হারালেন ভারতেরই আয়ুষ শেট্টিকে। ম্যাচের ফলাফল ২১-১৬, ১৭-২১, ২১-১৩। প্রথম গেমে লক্ষ্যর কাছে হারলেও দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে ফিরে এসেছিলেন আয়ুষ। কিন্তু তৃতীয় গেমে লক্ষ্যর সামনে সেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি।

সেমিফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের শেষ চারে উঠেছেন ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ২১-১৪, ২০-২২, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন মালয়েশিয়ার মহম্মদ আরিফ-রয় কিংকে। সেমিফাইনালে সাত্ত্বিকরা মুখোমুখি হবেন চাইনিজ তাইপেইয়ের চেন চ্যাং কুন-লিন বিং ওয়েইয়ের।

হংকং ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াইয়ের মাঝে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

এশিয়া কাপে আজ

বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

দলীপে শতরান রজত-যশের

বেঙ্গালুরু, ১২ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক জায়গায় মধ্যাঞ্চল। সৌজন্যে রজত পাতিদার ও যশ রাঠোরের জোড়া সেঞ্চুরি।

বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে সারাংশ জৈনদের স্পিনের জাদুতে মাত্র ১৪৯ রানে ইনিংস শেষ হয়েছিল দক্ষিণাঞ্চলের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে রজত পাতিদাররা বিনা উইকেটে ৫০ রান সংগ্রহ করেছিল। শুক্রবার সারাদিন ব্যাট করে মধ্যাঞ্চল ৫ উইকেটে ৩৮৪ রান সংগ্রহ করেছে। অধিনায়ক রজত ১১৫ বলে ১০১ রান করে আউট হন। যশ ১৮৮ বলে ১৩৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন। চতুর্থ উইকেটে রজত-যশ ১৬৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। আপাতত ২৩৫ রানের লিড নিয়ে ম্যাচে চালকের আসনে মধ্যাঞ্চল।

ম্যাচে ফিরতে গেলে শনিবার দ্রুত মধ্যাঞ্চলকে অল আউট করে দ্বিতীয় ইনিংসে বড় স্কোর খাড়া করতে হবে দক্ষিণাঞ্চলকে। সেই লক্ষ্য নিয়ে তৃতীয়দিনে খেলতে নামবেন মহম্মদ আজহারউদ্দিনরা।

শতরানের পর মধ্যাঞ্চলের যশ রাঠোর। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

আজ মহমেডানের সামনে রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শনিবার রেলওয়ে এফসি ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেলেই অবনমনের ভ্রূকুটি থেকে কার্যত মুক্ত হয়ে যাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অবনমন পর্বে সাদার্ন সমিতি প্রথম ম্যাচ না খেলায় নিয়ম অনুযায়ী ওই ম্যাচের ৩ পয়েন্ট পাবে সাদা-কালো বাহিনী। এদিকে লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এমনিতেই প্রথম ডিভিশনে নেমে যাবে আর্মি রেড। আর এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে অবনমন পর্বে বাকি ম্যাচ খেললেও সর্বাধিক ১২ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারে সাদার্ন। যদিও শনিবারও কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে তারা দল নামাচ্ছে না বলেই খবর। সেখানে সাদার্ন ম্যাচের পুরো পয়েন্ট পেলে এবং রেলওয়ে এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই মহমেডান পৌঁছে যাবে ১৫ পয়েন্টে।

সুপার কাপ নিয়ে প্রশ্ন ইস্টবেঙ্গল সহ একাধিক ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : সুপার কাপে খেলার বিষয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল সহ একাধিক ক্লাব।

আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু সুপার কাপ। যে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার বিষয়ে ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো ক্লাবগুলি। কিন্তু দুই মরশুম আগের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল একটি চিঠি দিলেও সেটাকে সম্মতি বলা যায় না। কারণ একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তুলে টুর্নামেন্টের সবকিছু পরিষ্কারভাবে জানতে চেয়েছেন লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়নদের জন্য আদৌ এএফসি-র স্লট থাকছে কিনা, ব্রডকাস্টিংয়ের দায়িত্বে কারা থাকছে, কতজন বিদেশি খেলানো যাবে, প্রাইজমানি ও দলগুলির জন্য অ্যাপিয়ারেন্স ফি, সবকিছুই জানতে চেয়ে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। যার উত্তর এখনও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি এবং শুধু

সংশয় মুম্বই সিটি, ওড়িশা এফসি-কে নিয়ে

ইস্টবেঙ্গলই নয়, কেরালা ব্লাস্টার্স ও চেন্নাইয়ান এফসি-ও আর্থিক বিষয় ও ব্রডকাস্টিংয়ে স্বচ্ছতার শর্তসাপেক্ষে সম্মতি দিয়েছে বলে খবর। আগেই গত দুই মরশুমের কোচ ওয়েন কোয়েলকে বিদায় দিয়েছে চেন্নাইয়ান। এই মরশুমের কোচ হিসাবে তারা এবার ভারতীয় কোচের দিকেই ঝুঁকল। ক্লিফোর্ড মিরান্ডার সঙ্গে যাবতীয় শর্তাবলি নিয়ে আলোচনার পর দুই পক্ষই ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে খবর। ফলে আশা করা যায়, সুপার কাপে খেলার জন্যই ক্লিফোর্ডকে নিয়োগ করা হবে। ওড়িশা এফসি-ও ফুটবলারদের বেতন দেওয়া শুরু করেছে বলে খবর। যদিও সুপার কাপ খেলার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ওড়িশা। একই অবস্থা মুম্বই সিটি এফসিরও। তারা বেতন বন্ধ বা অপারেশনস বন্ধ না করলেও সুপার কাপ খেলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। এদেশের ফুটবল-চিত্র যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে ততদিন সিটি গ্রুপও হাত গুটিয়ে বসে আছে। এমনকি অনুশীলন কবে থেকে শুরু হবে সেই বিষয়েও কোনও খবর নেই মুম্বই সিটি এফসি-র তরফে। মুম্বইয়ের তরফে কোনও খবর না থাকলেও ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরু এফসি প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছে। শুধু আইএসএল নয়, আই লিগের ক্লাবগুলির তরফেও এখনও কোনও সম্মতির খবর শোনা যায়নি।

ফলে ফেডারেশন সুপার কাপের তারিখ জানিয়ে দিলেও টুর্নামেন্ট আদৌ সফল হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই গেল। মনে করা হচ্ছে যতক্ষণ না ভারতীয় ফুটবলের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারীর বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ ক্লাবগুলোও বাড়তি আগ্রহ হয়তো দেখাবে না এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে।

গাছ ভাঙল মোহনবাগানে

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যায় মোহনবাগান লনে একটি গাছ ভেঙে পড়ে। মোহনবাগান ক্লাবের সেলফি জোনের ওপরেই গাছটি পড়েছে। সেই সময় ওখানে অবশ্য কোনও সমর্থক ছিলেন না। এদিকে শনিবার থেকে মোহনবাগান ক্লাবে আহল এফকে ম্যাচের অফলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হবে।

অশান্ত নেপাল, উদ্বিগ্ন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : পুড়ছে সংসদ ভবন, জনরোষের মুখে নেতা-মন্ত্রীরা। অশান্ত নেপাল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন উত্তাল পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া।

সম্প্রতি কলকাতায় 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে'-র এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেপাল প্রসঙ্গ উঠতেই ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। বলেছেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আগে বাংলাদেশকেও একই পরিস্থিতিতে দেখেছি, এখন নেপাল। আমি সিকিমের বাসিন্দা, শিলিগুড়িতে অনেকটা সময় কাটাই। তাই নেপাল-বাংলাদেশের অবস্থা আমাদের ওপরও প্রভাব ফেলে।'

শুধু তাই নয়, নেপালে তাঁর অনেক বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনও রয়েছেন। বাইচুং জানালেন, নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন। বলেছেন, 'সিকিমের অনেক পরিবারের সঙ্গেই নেপালের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আমারও আত্মীয় আছেন ওখানে। খোঁজখবর রাখছি। সৌভাগ্যবশত এখনও তাঁরা নিরাপদেই আছেন।' পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নতুনদের নেতৃত্বে চাইছেন তিনি। বাইচুংয়ের মতে, 'আমি চাই নেপাল নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব পাক। এটা প্রমাণিত, তাদের পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রয়েছে। আশা করছি ওদের হাত ধরে আশার আলো দেখবে দেশটা। সঠিক পথেই এগোবে নেপাল।'

এদিকে 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে কলকাতা'-র এবার দশ বছর। প্রতিযোগিতার আসর বসবে ২১ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার বাইচুংয়ের উপস্থিতিতেই টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত কলকাতা ম্যারাথনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। শুক্রবার প্রতিযোগীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হল।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে-র অনুষ্ঠানে বাইচুং ভুটিয়া।

নেপাল থেকে উদ্ধার ভারতের ভলিবল দল

কাঠমান্ডু, ১২ সেপ্টেম্বর : অগ্নিগর্ভ নেপাল। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই পোখরায় আটকে পড়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ভলিবল লিগ সম্প্রচারকারী সংস্থার সঞ্চালিকা উপাসনা গিল ও ভারতের একটি দল।

ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সাহায্য চেয়ে সমাজমাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন ওই উপস্থাপিকা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'একটি ভলিবল লিগ আয়োজনের জন্য নেপালে এসেছিলাম। পোখরায় আটকে রয়েছি আমি। ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।' এমনকি যে হোটেলে উপাসনা ছিলেন সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় প্রাণ বাঁচাতে পালাতে হয় তাঁকে। সমাজমাধ্যমে উপাসনার কাতর আর্তি ছড়িয়ে পড়তেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়। নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ওই উপস্থাপিকা ও ভারতের ভলিবল দলটিকে। ইতিমধ্যে সঞ্চালিকা উপাসনা ও দলটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। দলের অধিকাংশ সদস্যকে ইতিমধ্যেই দেশে ফেরানোও হয়েছে। বাকিদেরও দ্রুত ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হারের হ্যাটট্রিক গুকেশের

সমরখন্দ, ১২ সেপ্টেম্বর : ফিডে গ্র্যান্ড সুইস প্রতিযোগিতায় হারের হ্যাটট্রিক করলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ। জিতে প্রতিযোগিতায় শীর্ষে উঠে এলেন নিহাল সারিন।

শুক্রবার প্রতিযোগিতার সপ্তম রাউন্ডে তুরস্কের ১৬ বছরের দাবাড়ু এডিজ গুরেলের কাছে পরাজিত হন গুকেশ। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিমন্যু মিশ্র ও গ্রিসের নিকোলাস থিওডোরৌয়ের কাছে হেরেছিলেন ভারতের এই দাবাড়ু। সপ্তম রাউন্ডের শেষে গুকেশের সংগ্রহ মাত্র ৩ পয়েন্ট। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাকি সব ম্যাচেই জিততে হবে গুকেশকে।

এদিকে, ইরানের গ্র্যান্ডমাস্টার পারহাম মাগসুদুলকে হারিয়েছেন ভারতের নিহাল। তিনি ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাথিয়াস ব্লুবাউমের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রতিযোগিতার শীর্ষে রয়েছেন। ম্যাথিয়াস এদিন হারিয়েছেন ভারতের অর্জুন এরিগাইসিকে।

৪ গোল গৈরিকের

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে শুক্রবার টাউন ক্লাব মাঠে কারিদল গৈরিক একাদশ ৪-২ গোলে জিতেছে বিবেকানন্দ একাদশের বিরুদ্ধে। গোল করেন গোপী টোপ্পো এবং পাপ্পু। কারিদল ফুলবাড়ি স্টার একাদশ টাইব্রেকারে ৫-২ গোলে বিলেনেশ্বরী একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময় ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। গৈরিক একাদশ ২-০ গোলে কারিদল ফুলবাড়িকে হারিয়েছে। গোল করেন গোপী এবং সুজয় রায়।

এক ফ্রেমে দুই কিংবদন্তি- ডেভিড বেকহ্যাম ও মারিয়া শারাপোভা। লস অ্যাঞ্জেলেসে।

ভারত ম্যাচের আগে অস্বস্তিতে পাক ব্যাটাররা

পাকিস্তান-১৬০/৭
ওমান-৬৭ (১৬.৪ ওভারে)

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হেলায় হারিয়ে চলতি এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করেছে ভারত। শুক্রবার ওমানকে ৯৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে শুরু করল পাকিস্তানও। তবে ভারত ম্যাচের আগে তাদের চিন্তায় রাখলেন সাইম আয়ুব (০), সলমন আলি আঘা (০), হাসান নওয়াজরা (৯)। ৮৯/১ স্কোর থেকে মাঝের ওভারে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে দুর্বল ওমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আটকে গেল ৭ উইকেটে ১৬০ রানে।

সাইম নাকি ভারত-পাক ম্যাচে জসপ্রীত বুমরাহকে ছয় ছক্কা মারবেন। এদিন এমনই আজগুবি দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার তনভীর আহমেদ। সেই সাইম ওমানের বিরুদ্ধে খাতাই খুলতে পারলেন না। অবশ্য অন্য ওপেনার সাহিবজাদা ফারহানকে (২৯) নিয়ে খেলা ধরে নেন উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ হ্যারিস (৪৩ বলে ৬৬)। ৮৫ রানের জুটিতে পাকিস্তানের ব্যাটিংকে ট্র্যাকে ফেরান ফারহান-হ্যারিস।

ফারহান ফেরার পর বেশিক্ষণ টেকেননি হ্যারিসও। সাইমের মতো দশা হয় পাক অধিনায়ক সলমনেরও (০)। শুরুর দিকে লাগামছাড়া বোলিং করলেও শেষ ৭-৮ ওভারে আমির কালিম (৩১/৩), শা ফয়জলরা (৩৪/৩) চাপ বাড়িয়েছিলেন। কালিম তো ১৩তম ওভারের শেষ দুই বলে জোড়া উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ওমান রানতাড়ায় নামার পর সাইম (৮/২) শুরুতেই দুই ওপেনার যতীন্দার সিং (১) ও কালিমকে (১৩) তুলে নেন। হামাদ মির্জা (২৭) বাদে তাদের কোনও ব্যাটারই সুফিয়ান মুকিম (৭/২), মহম্মদ নওয়াজের (১৩/১) স্পিনের সামনে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ওমান ১৬.৪ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়।

অর্ধশতরানের পথে পাকিস্তানের মহম্মদ হ্যারিস। দুবাইয়ে।

ম্যাচের সেরা বিশাল শা।
ছবি : শুভজিৎ দত্ত

জোড়া গোল বিশালের

নাগরাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : লুকসানের কাঞ্চন ক্লাবের ফুটবলে শুক্রবার বানারহাট এমএফসি ৩-০ গোলে সাইলি এফসি-কে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা বিশাল শা। অন্য গোলটি বিনু লোহারের। সোমবার খেলবে তেলিপাড়া এফসি ও কেএফসি লুকসান।

ফাইনালে ময়নাগুড়ি

ময়নাগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : উত্তর মৌয়ামারি আদর্শ ক্লাব ও পাঠাগারের মদেয়া রায় ও গণেশচন্দ্র রায় ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল ময়নাগুড়ি একাদশ। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ময়নাগুড়ি ২-১ গোলে মাথাভাঙ্গা জিওয়াইএস-কে হারিয়েছে। ময়নাগুড়ির কৈলাস ছেত্রী ও দেব রায় গোল করেন। মাথাভাঙ্গার গোলটি আলো রায়ের।

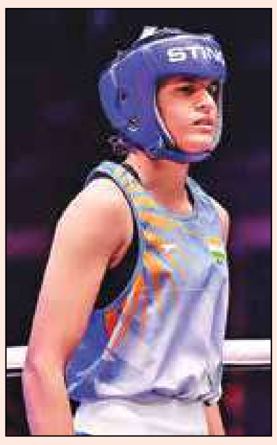

বিশ্ব বক্সিংয়ে ফাইনালে জেসমিন

লিভারপুল, ১২ সেপ্টেম্বর : মহিলাদের চলতি বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত ভারতের জেসমিন লাম্বোরিয়ার। শুক্রবার তিনি ৫৭ কেজি ওজন বিভাগের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন। ৫-০ ব্যবধানে হারালেন ভেনেজুয়েলার ওমাইলিন ক্যারোলিনা আলকালাকে। গোটা ম্যাচে একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছেন ২৪ বছরের জেসমিন। ফাইনালে তিনি প্যারিস অলিম্পিকে রুপোজয়ী পোল্যান্ডের জুলিয়া জেরেমটার মুখোমুখি হবেন। চলতি বছরেই ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাপে সোনা জিতেছিলেন জেসমিন। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেও তাঁর লক্ষ্য সোনালি পদক।

৮০ কেজি ওজনের ঊর্ধ্ব বিভাগে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবেন নুপূর শেওরান। তাঁর সামনে তুরস্কের সেয়মা দুজতাস।

মাস পেরোলেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ। প্যাড পরে অনুশীলনের জন্য তৈরি হচ্ছেন রোহিত শর্মা। এই ছবি পোস্ট করে হিটম্যান লিখলেন, 'আমি আবার ফিরে এসেছি।'

যুব সংঘকে হারাল পাঠানপাড়া

হলদিবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে শুক্রবার উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ৩-২ গোলে ভারতীয় যুব সংঘ জ্ঞানদাসকে হারিয়েছে। শুভম রায়, রনি অধিকারী ও কিষান দাস গোল করেন। যুব সংঘের গোলস্কোরার ফিরোজ হক ও গনি মহম্মদ। শনিবার খেলবে কচুয়া বোয়ালমারি সেভেন স্টার ও রাজমিস্ত্রি ইউনিয়ন ফতেমামুদ।

গিলদের গলফ খেলার পরামর্শ যুবরাজের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : 'কেরিয়ারে আমি যে ভুল করেছি, তোমরা তার পুনরাবৃত্তি করো না,' প্রিয় দুই ছাত্র শুভমান গিল ও অভিষেক শর্মার উদ্দেশে এমনই পরামর্শ 'গুরু' যুবরাজ সিংয়ের। যুবির আক্ষেপ, ক্রিকেট কেরিয়ারে কখনও গলফ খেলেননি। খেললে, ব্যাট হাতে সাফল্যের খতিয়ান আরও সমৃদ্ধ হত। গলফ মানসিকভাবে ইন্ধন জোগায়। যে কোনও খেলায় সাফল্য পেতে যা কার্যকর।

শুভমান, অভিষেককে সেই ভুল না করার পরামর্শ দিচ্ছেন যুবরাজ। জানান, ব্যস্ত ক্রিকেট সূচির মধ্যেও গলফের জন্য সময় বের করে নিক দুজনে। তাহলে ওরাই উপকৃত হবে। আজ এক অনুষ্ঠানে যুবরাজ বলেছেন, 'ওদের বলেছি গলফ খেলতে। খেলার জন্য উৎসাহ দেব। জানি, সময় বের করা সহজ নয় ওদের পক্ষে। তবে আইপিএলের সময়ে ফাঁকফোকর বের করে গলফ স্টিক হাতে তুলে নিতেই পারে ওরা। তরুণ সমস্ত ক্রিকেটারকে বলব প্রথম থেকে গলফ খেলা অভ্যাস করো। আমি খেললে আমার ক্রিকেট পরিসংখ্যানে আরও ৩ হাজার রান বেশি হত।' যুবরাজ অবশ্য সিদ্ধান্তের ভার ছাড়ছেন প্রিয় ছাত্রদের ওপর। তাঁর মতে, গিল, অভিষেক দুজনেই বর্তমান ক্রিকেটের অন্যতম সুপারস্টার। কীসে ভালো হবে, তা ঠিক করবে ওরা নিজেরাই। তবে যুবরাজ শুধু ক্রিকেটারদের নয়, সমস্ত ক্রীড়াবিদকে গলফ খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। যুক্তি, গলফ ক্রীড়াবিদদের মানসিকভাবে তাজা রাখতে সাহায্য করে। এই কারণেই অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ প্রথম সারির ক্রিকেটার অল্প বয়স থেকে গলফ খেলেন।

গলফের হয়ে জোরালো সওয়াল করে যুবরাজের আরও যুক্তি, 'সফরের মাঝেও ক্রিকেটারদের অনেকে গলফ খেলেন। কারণ, ওরা জানে মানসিকভাবে তরতাজা থাকতে গলফ অত্যন্ত কার্যকর। তাই ক্রিকেটের সঙ্গে মাঝেমধ্যে গলফ স্টিক হাতে তুলে নেন। ক্রিকেটাররাই শুধু নয়, গলফ নিয়ে এই কথাটা প্রযোজ্য সমস্ত ক্রীড়াবিদের জন্যই।'

আইএফএ-র কোচিং অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমানে আইএফএ অ্যাকাডেমির উদ্বোধন

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং আইএফএ সহযোগিতায় তৈরি আইএফএ ফুটবল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স কোচিং অ্যাকাডেমি বর্ধমানের উদ্বোধন হয়ে গেল। এই অ্যাকাডেমির ট্রায়ালে এসেছিল ১২৫৫ জন। তারমধ্যে থেকে ১৫৫ জন নির্বাচিত করা হয়েছে। এদিন শিক্ষার্থীদের হাতে খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মণীশ বারলা। ছবি : অনুপ সাহা

সেমিফাইনালে এসএসবি

ওদলাবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রামবাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল রানিডাঙ্গা এসএসবি। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে দলগাঁও এফসি-কে হারিয়েছে। শান্তি কলোনি মাঠে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা এসএসবি-র মণীশ বারলা। শনিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে সিকিমের সিএসএ ও অসমের আজাদ এফসি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন জয় প্রধান। ছবি : রহিদুল ইসলাম

জিতল এডি

মেটেলি, ১২ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বীর বীরসা মুন্ডা ও ভানু ভক্ত আচার্য ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার কলকাতা এডি ফর্টিন ইয়ং কর্নার ২-০ গোলে জয় পায় শিলং উইন ওয়ার্ড এফসি-র বিরুদ্ধে। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে লুমিনলেন হাওকিপ জোড়া গোল করেন। ম্যাচের সেরা জয় প্রধান। শনিবার খেলবে কোকরাঝাড়ের ডামরাপাড়া এফসি ও কলকাতা মিলন সমিতি।